শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত।

—— ⁂ ——

শ্রীশ্রী ধাম ওড়াকাঁন্দির শ্রীহরি গুরুচাঁদ ভক্ত

প্রেমিক কবি

৺অশ্বিনী কুমার গোস্বামী

প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীনীলরতন রায়

গ্রাঃ আমড়িয়া, পোঃ চন্দ্রদিঘলিয়া, ফরিদপুর।

গোপালগঞ্জ, সাধনা প্রেসে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩৩৯ সাল।

মূল্য ১৷০ আনা।

উৎসর্গ :

:০:

এই সঙ্গীতাবলী

মহা মহাপ্রভু

শ্রীশ্রী৺হরিচাঁদের

শ্রীহরি

গুরুচাঁদের

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে

উৎসর্গীকৃত

ও

সমর্পিত

হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

এই শ্রীহরি সঙ্গীত নামক কীর্ত্তন পুস্তিকা শ্রীশ্রীধাম ওড়াকাঁন্দির ভক্ত কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীহরিচাঁদ লীলা এবং শ্রীহরি গুরুচাঁদ গুণাবলী গীত সন্নিবেশিত আছে। পাগল চূড়ামণি স্বামী মহানন্দ এবং কবিরসরাজ ৺তারক চন্দ্র রায় সরকার গুরুপাদ মহাত্মাদ্বয় ইহ জগতের লীলা খেলা সমাপনান্তর মহাপ্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। অথচ এই কীর্ত্তন রচয়িতা প্রেমিক কবি বলেন, যে এই গ্রন্থের সমস্ত গান আমা-কর্ত্তৃক রচিত নহে, উক্ত গুরুপাদ মহাত্মাদের অনুকম্পায় রচিত হইয়াছে। কারণ আমি নিরক্ষর, লেখাপড়া কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত গান বহুদিন জনসমাজে গায়ক কর্ত্তৃক কীর্ত্তন করা হইতেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের গান বহি না থাকায় কেহই পাইতেছেন না। বর্ত্তমান সময় শ্রীশ্রীধাম ওড়াকাঁন্দির পরম ভক্ত, ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমা ষ্টেসনাধীন আমড়িয়া নিবাসী ৺মুলীরাম রায় মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় ও জগবন্ধু রায়, পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর এই গ্রন্থ মুদ্রনের ব্যয় ভার বহন করায় পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হইল ইতি —

সন ১৩৩৯ সাল,
৫ই আশ্বিন।

শ্রীনীলরতন রায়,
প্রকাশক।

সূচী পত্র।

শ্রীশ্রীহরি—সঙ্গীত।

বন্দনা ১নং

তাল—ঠুংরী।

ভজরে আমার মন, ভজ হরিচন্দ্র
যারে ভজিলে আনন্দ হবে, দূরে যাবে নিরানন্দ।
ভজ রামকান্ত যশোমন্ত, হইয়া একান্ত॥
যশোমন্ত সুত আমার প্রভু হরিচন্দ্র।
ভজ কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস স্বরূপচন্দ্র
(জয় জয় বল ও আমার মন)
ভজ বিশ্বনাথ, ব্রজনাথ, আরো নাটুচন্দ্র।
ভজ মনোসাধে, গুরুচাঁদে হ'য়ে শুদ্ধশান্ত॥
ভজ শশিভূষণ, শ্রীসুধন্য, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র।
ভজ গোলকচাঁদ, বদনচাঁদ, দয়াল মহানন্দ॥
ভজ হীরামন, শ্রীলোচন, ক্ষেপা-রামচন্দ্র।
ভজ দশরথ, রাম ভরত, মতুয়া গোবিন্দ॥
ভজ স্বরূপরায়, মৃত্যুঞ্জয়, গোঁসাই তারকচন্দ্র॥
ভজ হরিপাল, রসিকলাল, আর মঙ্গলচন্দ্র।

ভজ উমাচরণ, সূর্য্যনারায়ণ, কীর্ত্তনীয়া গোলকচন্দ্র ।
ভজ দয়ারাম, ফেলারাম, আরো কুশইচন্দ্র ॥
ভজ রামধন, রামতনু, চূড়ামণি, বুদ্ধিমন্ত ।
ভজ রামকুমার, অক্ষয় ঠাকুর, বসু নবীনচন্দ্র ॥
ভজ রামসুন্দর কোটীশ্বর, বালা ঈশ্বরচন্দ্র ।
ভজ রামচাঁদ, নেহালচাঁদ, সাধু মহেশচন্দ্র ॥
ভজ রাইচরণ, রামমোহন আরো কার্ত্তিকচন্দ্র ।
ভজ লালচাঁদ, জয়চাঁদ, আরো গোলকচন্দ্র ॥
ভজ তপস্বীরাম, ভজরাম, আরো আড়ঙ্গচন্দ্র ॥
ভজ কমলদাস, মূলিরাম, করুণা আনন্দ ।
ভজ করযোড়ে বিনয় ক'রে হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ ।
যেই যেই দেশে আছে হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ ।
হ'য়েছে হবেন যত, হরিচাঁদের ভক্তবৃন্দ ॥

২ নং তাল—ঠুংরি

জয় জগদ্বন্ধু করুণাসিন্ধু, যশোমন্ত নন্দন হরি ।
কলির শেষেতে, কলুষ নাশিতে, উদয় সফলানগরী ॥

১ । ভূভার হরণ, পতিত পাবন, ভুবন রঞ্জন কারী ।
পতিত তারিতে, আইলা মহীতে, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি

২। ত্রিতাপ হারক, দুরিত বারক, দুরন্ত কৃতান্তবারী।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, শরণাগত হিতকারী॥
৩। রেশম বরণ, অঙ্গের কিরণ, একাম্বরধারী।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, বাক্য মধুর মাধুরী॥
৪। সুদীর্ঘ কেশ, মনোহর বেশ, দীন হীন বেশধারী।
আকর্ণ-লোচন, অরুণ বরণ. হেরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
৫। বয়স তরুণ, দেখিতে নবীন, ভব-ভয়-ভঞ্জনকারী।
হীরক-উজ্জ্বল, দন্ত সুনির্ম্মল, খগপতি জিনি নাসা হেরি॥
৬। ভকত-চকোর, সুধাপানে বিভোর, হরিচাঁদরূপ নেহারী।
গোলক পুলক, হৃদয় আলোক, হরিচাঁদরূপ হৃদে ধরি॥
৭। হীরামন মন, করিলে মোহন, রামরূপ ধারণ করি।
সপিয়া জীবন, ত্যজিয়া ভবন, বীর-করুণ-রস-বিহারী॥
৮। হরি প্রেমসিন্ধু, পিয়ে তারকচন্দ্র, ছলছল নয়ন বারি।
পিয়ে মকরন্দ, প্রেমে মহানন্দ, ঘরে ঘরে প্রেম বিতরি॥
৯। ভকত রঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন, তমঃসন্দ নাশকারী।
দীন হীন অশ্বিনী, দিবস রজনী, হরিচাঁদ প্রেম ভিখারী॥

৩নং তাল—ঠুংরী

প্রাণমতি শুকশারী, পোহাল সর্ব্বরী,
শ্রীহরি মঙ্গল গাওহে।
শ্রীহরি মঙ্গল গাওহে, প্রেমানন্দে মাতিয়া রও হে॥

১। হৃদি নিধুবনে, শান্তিমায়ের সনে,
শ্রীহরিচাঁদকে জাগাওহে।
যুগল মিলন করি, যুগল নয়ন ভরি, হরিরূপ রসে ডুবে রওহে।
২। নিশি হ'ল ভোর, রসনা ভ্রমর,
গুণ্ গুণ্ স্বরে গুণ গাওহে।
হরি পদ পঙ্কজে, সতত থাক মজে,
হরিপদরজে গড়ি দাওহে ॥
৩। হরিরূপ আলোকে, মনের পুলকে,
নিরানন্দ উলুকে তাড়াওহে।
হইয়া চৈতন্য, এ দেহ কর ধন্য,
সাধুসঙ্গ বাতাস লাগাওহে ॥
৪। নিশি প্রভাত সময়ে, প্রেমানন্দ হৃদয়,
পুলকে পূর্ণিত হও হে।
অলস ত্যজিয়া, হরিপদে মজিয়া, হরিচাঁদ প্রভাতি গাওহে
৫। হরিপদপল্লব, দেবের দুর্ল্লভ, কায়মনে শরণ লওহে।
শয়নে স্বপনে, জাগরণে বদনে, নাম মধুপানে মত্ত হওহে ॥
৬। তারক মহানন্দ, গোঁসাই গোলকচন্দ্র,
প্রেমধন যাচে জীব লওহে।
হেন দয়াল ভবে, আর কি খুঁজিয়া পাবে,
চরণে শরণ লওহে ॥

৭। শ্রীগুরুচাঁদ বলে, নিশি প্রভাতকালে,
অলসে অবশ কেন হওহে।
(অলস) অশ্বিনী অধম, ত্যজিয়া মায়াঘুম
বসিয়া হরিগুণ গাওহে॥

৪নং তাল—মনোহরসাই

গাওহে প্রভাতি গীতি, শ্রীহরি মঙ্গলরে।
শ্রীহরির বামেতে শোভে, শান্তি ঠাকুরাণীরে॥

১। হৃদি বৃন্দাবন মাঝে, হরি রসরাজে জাগাওরে॥
আলস্য এ নিদ্রা ত্যজে, হরিপদে মন লাগাওরে॥

২। রেশম বরণ তনু, কোটী ভানু জিনিরে।
পৃষ্ঠে দোলে দীর্ঘ বেণী, জিনি কাদম্বিনীরে॥

৩। আকর্ণ লোচন বাঁকা, অধরে সুধা মাখারে।
মনোহর যোড়াভূরু, রামধনু আকারে॥

৪। খগচঞ্চু জিনি নাসা, প্রেমামৃত ভাষারে।
আজানুলম্বিত বাহু, কামুকের কাম নাশারে॥

৫। প্রেম কান্তি শান্তি দেবীর, ভাবকান্তি মাখারে॥
ভাবুক হৃদিরঞ্জন, কিবা ভঙ্গি বাঁকারে॥

৬। কৃপাঙ্কুর কল্পতরু, প্রেম ফল দাতারে।
অকামনা প্রেম ভক্তি, অকাতরে বিতরে॥

৭। গোলক পুলক চিত্ত, হরি প্রেমাশ্রিতরে।
হীরামন মনোহরা, ভক্তমন পুতরে॥

৮। শ্রীগুরুচাঁদের বাণী, প্রভাতে জীব জাগরে।
দীন হীন অশ্বিনী দৈন্য (হরি) পদরজ মাঙ্গরে॥

৫নং তাল—একতালা

জয় হরি শ্রীহরিচাঁদের জয়।
জয় যশোমন্ত, রামকান্ত, অন্নপূর্ণা মাতার জয়॥

১। জয় শ্রীকৃষ্ণদাস, জয় বৈষ্ণবদাস গৌরদাসের জয়।
জয় স্বরূপ চন্দ্র, বিশ্বনাথ, ব্রজ নাটুর জয় জয়॥

২। জয় শ্রীগুরুচাঁদ, হৃদয় আকাশে চাঁদ, হও এসে উদয়।
দিয়া পদারবিন্দ, কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর কৃপাময়॥

৩। জয় শ্রীগোলকচাঁদ, জয় শ্রীবদনচাঁদ, রাম ভরতের জয়
জয় লোচনচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ হীরামণের জয় জয়॥

৪। জয় শ্রীদশরথ, হরিচাঁদের ভকত, মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।
জয় তারকচন্দ্র, মহানন্দ, রামচরণ ক্ষেপার জয় জয়॥

৫। শ্রীহরির ভক্তগণ, বন্দি সবার চরণ, আনন্দ হৃদয়।
এবার দয়া করি, দয়াল হরি, রেখ মোরে রাঙ্গা পায়॥

৬নং তাল—একতালা।

আনন্দ লওরে মধুর হরিনাম,
হরিনাম সুধাপানে, প্রেম তুফানে ঢেউ খেলাও
মন অবিশ্রাম ॥

১। হরিনামের তুল্য দিতে, কি আছে অবনীতে,
হরি হ'তে বড় হরিনাম।
ও নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে, শিব জ'পেছে অবিরাম ॥

২। হরির নাম সুধা সিন্ধু, পান কর্‌লে তার একবিন্দু,
তাহ'লে পুরে মনস্কাম।
নামে পুলকে গোলকে যাবি, দেখ্‌তে পাবি রাধাশ্যাম ॥

৩। ছিল নাম অনর্পিত, কলিতে সমর্পিত,
করিলেন হরি গুণধাম।
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল, প্রাপ্ত হ'ল মোক্ষধাম ॥

৪। হরিনাম মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
ভব ব্যাধি হইবে আরাম।
নামে দান করিবে প্রেমানন্দ, এ দেহ হবে নিষ্কাম ॥

৫। নামেতে মহানন্দ, মেতেছে তারকচন্দ্র,
প্রেমরসে ভাষায় ধরাধাম।
একবার অশ্বিনীর মন হরিবল, মধুর নামে হ'স্‌না বাম।

৭নং তাল—একতালা

প্রেম অনুরাগ ভক্তি বিবেক কররে আশ্রয়,
তোর কামরিপু, হবে পরাজয়, প্রাণ স'পেদে গুরুর পায়।

১। অনুরাগ সিংহ রবে, পলাবে রিপু সবে,
মহাভাব হবেরে উদয়।
হরিচাঁদের ছবি, দেখতে পাবি, রূপ দেখে প্রাণ হয় তন্ময়।

২। বিবেকের সঙ্গ নিলে, বাহ্য জ্ঞান যাবে চলে,
হরিব'লে কাঁদবিরে সদায়।
হবে প্রেমে তনু ডগমগ, দেখ্বি জগৎ হরিময়॥

৩। ভক্তি বশ হ'লে পরে, ধর্তে পার্বি অধরে,
অনন্ত যার অন্ত নাহি পায়।
ও সে ভক্তি বলে হরি মিলে, ফলের আশা দূরে যায়॥

৪। হ'লে প্রেমের আশ্রিত, এ দেহ হবে নিত্য,
নিত্যরূপ দেখ্বিরে সদায়।
হবে দেহ জমি সফলভূমি, থাক্বিরে যুগল সেবায়॥

৫। গোলকচাঁদ মহানন্দ, দিতেছে প্রেমানন্দ,
তারকচাঁদ যোগাল দিচ্ছে তায়।
অশ্বিনী তোর কিসে সন্দ, গুরুচাঁদ আছে সহায়॥

৮নং তাল—একতালা

হৃদয় যন্ত্রে হরিনাম মন্ত্রে পুরিয়া স্বতান।
সত্ত্ব-রজ-তমঃ তিন তারে গাওরে গুণ গান॥

১। স্থূলেতে মূল তাল ঠিক রেখে, প্রবর্ত্তে নাম লওরে সুখে:
সাধরে সাধকে তাকে, এই ত রে তোর ডাকার বিধান॥

২। সিদ্ধে গিয়ে মাতাম দিয়ে, যাওরে মত্ত মাতাল হ'য়ে:
প্রেম সাগরে জোয়ার দিয়ে, কর হরি নামামৃত পান॥

৩। অজ্ঞান যাবে স্বজ্ঞান যাবে, বাহ্যজ্ঞান সব পড়িয়া রবে।
এই দশা তোর যখন হবে, চিদানন্দে উড়িবে নিশান॥

৪। গোলোকচাঁদ সেই গানে মেতে, চাঁদের মালা হৃদয় গেঁথে।
সাজায়ে যশোমন্তের সুতে, সার কর্‌ল হরি পুতুল নাচান॥

৫। মহানন্দ সে গান শিখে, হরিচাঁদের পুতুল দেখে।
দিবা নিশি হৃদয়ে রেখে ঘরে ঘরে যাচিয়া বেড়ান॥

৬। ডেকে বলে তারকচন্দ্র, অশ্বিনী তোর কর্ম্মমন্দ।
কল্পতরু গুরুচন্দ্র, সে ছায়ায় তুই নিলিনা স্থান॥

৯নং তাল—একতালা

নমঃ গুরুচন্দ্র নমঃ তমঃ বিমোচন:
আমার চিত্তগুহার অন্ধকার কর উদ্গীরণ ,

১। নমঃশূদ্র কুলোদ্ভব, তুমি ভবাদি বান্ধব:
তোমার সৌরভে জগত মাতিল ঘুচিল রৌরব।
তুমি জ্ঞানদাতা, জগতপিতা পতিতে কর পাবন॥

২। কোটি চন্দ্র দিবাকর, উদিত চরণে তোমার.
দিবানিশি দিচ্ছে ঝলক ঘুচ্‌ল অন্ধকার।
আমায় দিয়ে আলোক, কর পুলক,
ভূলোকে গোলকের ধন

৩। ক্ষুদ্র নমঃশূদ্রগণ, তাঁদের অজ্ঞান ভঞ্জন :
দিব্য জ্ঞান করিয়া দান করিলে ব্রাহ্মণ।
হরি নাম ধর্ম্ম করি বিতরণ, পাষণ্ড কর্‌লে দলন॥

৪। দিয়ে পিতৃধর্ম্মে মন, কর্‌লে প্রতিজ্ঞা পূরণ ;
নমঃকুল কলঙ্করাশি করিলে হরণ,
এবার গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম জগতে কর্‌লে অর্পণ॥

৫। আমার হৃদয় আকাশে, গুরুচাঁদ উদয় হও এসে ;
তোমার রূপমাধুরী, নয়ন ভরি দেখ্‌ব হরিষে।
মূঢ় অশ্বিনী কয়, দীন দয়াময়, দাও আমারে শ্রীচরণ ॥

১০ নং তাল—আড়া

কর নামামৃত পান, কর হরি নামামৃত পান।
নামে রুচি হলে নামে কর্‌বে প্রেম দান ॥

১। নামামৃত পান করিলে, সুনির্ম্মল প্রেমফলে,
একেকালে ও আমার মন জুড়াবে পরাণ ॥

২। যেই নাম সেই হরি, ভজরে মন নিষ্ঠাকরি,
নামের সহিত হরি, আছেন অধিষ্ঠান ॥

৩। হরিনামের মর্ম্ম জানি, পাগল হল শূলপাণি,
বীণা যন্ত্রে নারদমুনি, করে গুণ গান ॥

৪। পতি মম মহানন্দ, গতি মম গোলোকচন্দ্র,
জ্ঞান মম তারকচন্দ্র, গুরুচন্দ্র ধ্যান ॥

৫। প্রাণ মম হরিচন্দ্র, পদে প্রেম মকরন্দ,
পান কর্‌লি না তার এক বিন্দু অশ্বিনী অজ্ঞান ॥

১১ নং তাল—ঠুংরী

শ্রীধাম ওড়াকান্দি যাবি যদি গৌণ করো'না।
গৌণ ক'রোনা আমার মন অলস হয়ো'না॥

১। প্রেম বারুণী প্রেমের মেলায় যেতে হেলা করো'না।
গেলে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফলে ফলের কে করে গণণা॥

২। যে গিয়েছে সে পেয়েছে চেয়ে দেখ্ না।
পেল গোলোকের ধন গোলোক হীরামন ফিরে ঘরে
গেল না॥

৩। কোলের ছেলে ভূমে ফেলে যত কুলের অঙ্গনা
তারা কুল ত্যজিয়ে যায় গো ধেয়ে কুলে রইতে পার্‌লে না

৪। জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ প্রেমের কণ্টক পাঁচখানা।
প্রেমের বন্যা এসে গেল ভেসে, ও তার কিছু র'ল না

৫। মহানন্দ ডেকে বলে তারক রসনা।
সবে হরি বলে যায় গো চলে কেবল অশ্বিনী চল্‌লো না॥

১২ নং তাল—একতালা

আমার হৃদকদম্ব তরুমূলে দাঁড়াও শ্রীহরি
আমার এই উৎসব, বামে বসাব, প্রেমরূপা রাই কিশোরী।

১। ভক্তিস্তুতি সাজিয়ে বৃন্দে, অনুরাগ তুলসী শ্রদ্ধা চন্দন দিব ঐ পদে,
আমার মনের সাধে, দেখ্‌ব হৃদে, যুগলরূপের মাধুরী॥

২। অষ্ট সাত্ত্বিক অষ্ট সখিচয়, ভাবের চামর ঢুলাইয়া বাতাস দিয়ে গায়,
কেহ বিনা সূতে, মালা গেঁথে, সাজাবে যতন করি।

৩। বাসনারূপ সাজিয়া বড়াই,যুগল-মিলন দেখ্‌ব ব'লে আনন্দের সীমা নাই,
আমার কুমতি কুটিলার দর্প ঘুচাও হে দর্পহারী॥

৪। হরিনামের বাঁশী করেতে লয়ে, আমার দেহ গোকুল, কর আকুল, বাঁশী বাজায়ে,
যেন অন্য ধ্বনি, নাহি শুনি, তোমার নাম বংশী শ্রবন করি।

৫। প্রেমানুগ মহানন্দ কয়, আমার শান্তিহরির যুগল-মিলন
দে'খ্‌বি কেকে আয়,
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়, এমন সময়,অশ্বিনীর অলস ভারি॥

১৫ নং তাল—রানেটী

গুরুর প্রতি প্রেমভক্তি ভ্রান্ত মন তোর কেন হ'ল না।
ছাড় কুটীনাটী ময়লা মাটী, মন করগে ষোল আনা॥

১। কর্ম্ম সূত্রে হরি হলে বাম, গুরু রা'খ্‌লে রা'খ্‌তে পারে
যায় না পরিনাম।
গুরু গোঁসাই হইলে বাম, হরিচাঁদ রা'খ্‌তে পারে না॥

২। গুরু বল্‌তে দুটী অক্ষর হয়, গু বলিতে চিত্তগুহতমঃ
রাশিময়।
রু বলিতে রবি উদয়, হ'লে আর আঁধার থাকে না॥

৩। গুরু কৃষ্ণ অভেদ আত্মা হয়, তথাপি শ্রীগুরুর মান্য
রা'খ্‌লেন দয়াময়।
ও সে আপনি হরি, চা'র যুগভরি, ক'র্‌লেন গুরুর উপাসনা॥

৪। জীবন যৌবন স'পে গুরুর পায়, মৎস্যচক্র ভেদ করিল
বীর ধনঞ্জয়।
সমর যিনি দ্রৌপদী পায়, সহায় ছিল কেলেসোনা॥

৫। দয়া করি তারকচন্দ্র কয়, মন স'পে দে অশ্বিনী তুই
মহানন্দের পায়।
তবে প্রেমানন্দ হবে উদয় নিরানন্দ আর রবে না॥

১৪নং তাল—কাওয়ালী

ভব ব্যাধি সারবি যদি নামৌষধি কর গ্রহণ।
আছে গুরুর কাছে নামৌষধি নিরবধি কর সেবন॥

১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, নামৌষধি গোপন ছিল।
কলিতে তাই বিলাইল, যেমন রোগ ঔষধ তেমন॥

২। শুন আমার অবোধ মন, নামৌষধির অনুপান।
প্রেমমধুর রসায়ণ ভক্তি রস কর অর্পণ॥

৩। গুরু বৈদ্য ঘরে ঘরে, নামৌষধি বিতরণ করে।
শ্রদ্ধাতে পান করলে পরে, ভব রোগ হবে বারণ॥

৪। নিষ্কাম পথ্য কর বিধান, তবে কর ঔষধি পান।
কাম পথ্য স্পর্শিলেরে প্রাণ, অবশ্য হবে পতন ॥

৫। তারকচাঁদ কয় বারে বারে, পথ্য ঠিক না ক'র্‌লে পরে
কিসে ভবব্যাধি সারে, অশ্বিনী তুই অভাজন ॥

১৫ নং তাল—গড়্‌খেমটা

হরিবল বলরে একবার নেশা ছুট্‌বে নাগো আর।
নামামৃত পান করিলে পাবি কি বাহার ॥

১। তত্ত্ব জানি ত্রিপুরারী, পঞ্চমুখে বলে হরি,
সোনার কাশী ত্যজ্যকরি, পাগল দিগম্বর।

২। চতুর্ম্মুখে পদ্মযোনি, হরি বলে দিন রজনী,
বীণা যন্ত্রে নারদমুনি, জপে অনিবার।

৩। হরিনামের তুল্য দিতে, কি আছে অবনীতে,
হরি হ'তে হরিনামের মহিমা অপার।

৪। হরিনাম সুধাসিন্ধু, পান করিলে তার একবিন্দু।
অনায়াসে ভবসিন্ধু, হ'য়ে যাবি পার॥

৫। দয়াল মহানন্দ বলে, অশ্বিনী তুই এই সকালে,
হরি ব'লে তরী খুলে, চল প্রেম বাজার॥

১৬ নং তাল—গড়খেমটা

আমার মন বড় দুরাশা।
বামন হ'য়ে হাত বাড়া'য়ে, চাঁদ ধরিতে কর প্রত্যাশা॥

১। যেন তেন চন্দ্র নয়রে তমঃ সন্দ নাশা,
দেবদৈত্যনর, কীটাদি আর, যে চাঁদের করে ভরসা॥

২। যোগী ঋষি দিবানিশি যে চাঁদ ব'লে নেশা,
যে চাঁদ লাগি সর্ব্বত্যাগী, শ্মশানে শিব বাঁধ্‌ছে বাসা॥

৩। গোলোকে ভূলোকে থাকে শু'ন্‌তে কি তামাসা,
ভক্তের হৃদয় হ'চ্ছে উদয় হারে যার সরল হৃদয়
দেল খোলাসা॥

৪। চাঁদ ব'লে যে প'ড়্‌ছে ঢ'লে হ'য়ে দশম দশা।
ও তার অন্তরে বাহিরে সদা দিতেছে রূপের ঝাল্‌সা॥

৫। বলে স্বামী মহানন্দ অশ্বিনী তুই চাষা,
তোর কর্ম্মদোষে ঘ'ট্‌লনা চাঁদ কার পরে বা কর গোসা॥

১৭নং তাল—ঠুংরী

সংসার সাগর রূপে ভাই মানব মীন সেজেছে,
কালরূপী এক ধীবর এসে, জঞ্জাল জাল পেতে র'য়েছে॥

১। জঞ্জাল জালে হ'য়ে বন্দী, আমি এড়া'তে না পাই সন্ধি,
ব'সে সদাই কাঁদি,
কাল হ'ল তোর দারুণ বিধি, জালের ফাঁস এটে দিতেছে॥

২। সাধু মোহান্ত মকর যারা, জালের ফাঁস কেটে যেতেছে তারা,
হৃদয় শক্তি পোরা।
অনুরাগে তনু ভরা, শিরে ভক্তিকরাত আছে॥

৩। সাধু মকরের সঙ্গ নিলে, ও সে বন্দী রয়না জঞ্জাল জালে,
সঙ্গে যায় গো চ'লে।
মুখে হরি হরি ব'লে, প্রেমানন্দে সুখে আছে॥

৪। এমন ভাগ্য কবে হবে, আমার মন মীন সাধুর সঙ্গ লবে,
ভবের জঞ্জাল যাবে।
গুরু গোঁসাইর দয়া হ'বে, কর্ম্মবন্ধন যাবে ঘুচে॥

৫। গোলোকচন্দ্র মকর হ'য়ে, যাচ্ছে প্রেমসাগরে জোয়ার দিয়ে,
মত্ত মাতাল হ'য়ে।
অশ্বিনী তুই আকুল হ'য়ে এবার ঝাঁপ দে গোসাঁইর পাছে॥

১৮নং তাল—ঠুংরী

যদি যাবি ওপার, কর শ্রীগুরু কাণ্ডারী, হরিনামের তরী,
হরিব'লে তরী খোল এবার ॥

১। যুতের হালির কাঁটা ধরি, এক নিরিখে ধর পাড়ি
(মন আমার।)
ওরে অনুরাগে দাঁড় মারি, হরিনামে সারি গাও অনিবার ॥

২। প্রেমবায়ু উঠবে মনের গুণে, ভক্তি বাদাম দাওরে টেনে।
তোল সাধন মাস্তুল সযতনে, গুণের ডুরি লাগাওরে তার ॥

৩। ঐহিকসুখে দিয়ে মাত্রা, কররে মন ভবযাত্রা।
কর সাধুসঙ্গে শুভযাত্রা, পাবিরে আনন্দ বাজার ॥

৪। এই সকালে ধর পাড়ি, সাধু মহাজন বহর ধরি।
তবে অনায়াসে উঠ্‌বে পাড়ি, জলের বাড়ি লা'গবেনা আর॥

৫। গোঁসাই গুরুচাঁদকে কর নেয়ে, মহানন্দে যাওরে বেয়ে।
ওরে অশ্বিনী তুই কি সুখ পেয়ে, ভুলে র'লি ভবে এবার॥

১৯ নং তাল—ঠুংরী

ওড়াকান্দি প্রেম বারুণী প্রেমের মেলা দে'খ্‌সে আয়।
দে'খ্‌বি যদি নাই বিবাদী পাগলচাঁদ আছে সহায়॥

১। গৌরলীলা সাঙ্গকরি, ওড়াকান্দি এলেন হরি দয়াময়।
প্রভুর কড়ার ছিল মায়ের সনে গো ঠেকে এলেন
ভক্তের দায়॥

২। প্রভুর পিতা হন যশোমন্ত, শুদ্ধ শান্ত একান্ত সদাশয়।
প্রভুর দীক্ষাগুরু রামকান্ত [গো] যার বরেতে জন্ম লয়॥

৩। সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে সঙ্গে, উদয় হ'লেন পরম রঙ্গে পুনরায়।
প্রভুর প্রিয়ভক্ত বিশ্বনাথ [গো] ব্রজনাটু সঙ্গে রয়॥

৪। শ্রীরাধার ভাণ্ডারের প্রেমধন, জগতে ক'র্‌লেন বিতরণ
গোরা রায়।
প্রেমেরভিনয় ক'রতে বাকী ছিল [গো] তাইতে পুনঃ
হয় উদয়॥

৫। পুনরায় প্রেমাভিনয় করি, গুরুচাঁদ হ'লেন ভাণ্ডারী
প্রেমালয়।
হ'লেন গোলোকচন্দ্র আবাদকারী [গো] মহানন্দ
প্রেম বিলায়॥

৬। হীরামন পেয়ে প্রেম রতন, উঘারিয়া করে ভোজন রসনায়।
হ'য়ে অনুরাগী সর্ব্বত্যাগী [গো] জলের পর নেচে বেড়ায়॥

৭। তারকচাঁদ প্রেম বণিক হয়ে, জাহাজ ল'য়ে বেড়ায় বেয়ে,
ও কে নিবি আয়।
প্রেম যে নিয়েছে সেই মেতেছে [গো], পাথারে সাঁতার
খেলায়॥

৮। দশরথ মৃত্যুঞ্জয় লোচন, তারা হয় প্রেমের মহাজন এ ধরায়।
কত পূজক ধ্যানী কর্ম্মী জ্ঞানী [গো], প্রেম দিয়ে তাকে
ডুবায়॥

৯। লক্ষ্মীখালীর গোপাল সাধু, পান ক'রে হরিনামের মধু
মেতে যায়।
সে আপনি মেতে জগৎ মাতায় [গো], যার নামেতে
বাঘ পলায়॥

১০। হরিবর মনোহর তারা, ডুব্‌লে মুদি নয়নতারা,
প্রেম গোলায়।
তারা ডুবাইল পুরুষ নারী [গো] হরি চাঁদের প্রেম বন্যায়॥

১১। ব'লে গোসাঁই মহানন্দ, অশ্বিনী তোর কর্ম্ম মন্দ দুরাশায়।
কেন অভিমানের স্তম্ভ করি [গো], তুই বসে র'লি
এ সময়॥

২০নং তাল—গড়খেম্‌টা

আমার হরিচাঁদের প্রেমের মেলা আনন্দ নগরে।
এই বেলা ভাই কর্‌গো মেলা হরিনামের তরী করে॥

১। শ্রীহরির প্রেমের মেলা র'য়েছে দোকান খোলা,
যতসব হরিবোলা, বেচকেনা করে।
এবার ব্রহ্মার বাঞ্ছিত হরিনাম বিকাইতেছে শস্তাদরে॥

২। মেলার গুণ ব'ল্‌ব কত, দীন হীন কাঙ্গাল যত,
পেয়ে ধন মনের মত, নিচ্ছে সিন্দুক পুরে।
মেলায় যে গিয়েছে সেই পেয়েছে, দিতেছে ধন
অকাতরে

৩। ছিল ধন অনর্পিত, কলিতে সমর্পিত,
জীবের সৌভাগ্য কত, কে বলিতে পারে।
শ্রীরাধার খাস ভাণ্ডার ভেঙ্গে দিতেছে ধন অকাতরে॥

৪। সুরসিক ভক্ত যারা, প্রেম রসে তনু পোরা,
সওদাগর হ'য়ে তারা ভক্তি নিক্তি ধ'রে।
এবার মন বুঝে ধন ক'র্‌ছে ওজন এক মনের কম
দেয়না কারে।

৫। গুরুচাঁদ প্রেমভাণ্ডারী, গোলোকচাঁদ প্রেম প্রহরী,
তারকচাঁদ ধ'রে দাঁড়ি দিচ্ছে ওজন ক'রে।
দয়াল মহানন্দ জাহাজ পূরে দিতেছে ধন ঘরে ঘরে॥

৬। ভণ্ড পাষণ্ড যত, ধন পেয়ে হ'ল মত্ত,
ত্যজে সংসার অনিত্য, সবায় নৃত্য করে।
এবার রিপুর বশে, কর্ম্ম দোষে, অশ্বিনী ধন পেলনারে॥

২১নং তাল—গড়খেম্‌টা

তোরা কি প্রেম করিবি, পাগল হবি ধ'র্‌বি কি
পাগলের বুলি।
গৃহে থাক্ আছিস ভাল, তোরাই ভাল কেনে দিবি
কুলে কালি॥

১। পাগলের পাগ্‌লা ধরণ, উল্টা করণ, রসের পাগল
প্রাণ পুতলী।
দেখ্‌লে পাগলের কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল দিবি জলাঞ্জলি॥

২। থা'ক্‌বেনা দিক্‌ কি বিদিক্‌, কেবল নিরিখ, মন থা'ক্‌বে এক
মানুষ বলি।
পাগলের সঙ্গ নিবি পাগল হবি সা'র্‌বেনা তা বিষ্ণু তৈলে॥

৩। থা'ক্‌বেনা তন্ত্রমন্ত্র, মূল মন্ত্র দীক্ষাশিক্ষা কপ্নী ঝুলি।
থা'ক্‌বেনা সাধ্য সাধন, বেদের করণ, কাঁদ্‌বি শেষে
গলি গলি॥

৪। গোপীদের রাগের ভজন, মন্ত্র যাজন, কোন গোপীদের
গ্রন্থে পালি।
গোপীর ভাব কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণে আর্ত্তি প্রাণ বাঁচে সেই
কৃষ্ণ পালি॥

৫। গোপীর ভাব দেহ অর্পণ, জীবনমন, এ দেহ সেই
কৃষ্ণের বলি;
গোপীর ভাব সেই স্বরূপে, বিষয় কূপে, তারক কেন
ডুবে রলি॥

৺তারকচন্দ্র সরকার।

২২নং তাল—একতালা

হরিনাম বলরে একান্তে।
প্রাণ সঁপে দেরে মন হরিপদপ্রান্তে।

১। সমর্পিত দেহ হ'লে, অনর্পিত প্রেম ফলে,
হরিচাঁদ হৃদয় দোলে, থেকনা আর ভ্রান্তে।
হরি অনুগত হ'লে, তারে প্রণমে কৃতান্তে।

২। হরিনাম বড়ই মধুর, নিকটে নয় বহুদূর,
যে ভজে সেই সে চতুর, ভাগবতে পাই শুন্তে।
যেই নাম সেই হরি বলে সাধু মোহান্তে॥

৩। সাধু ভাগবতের প্রমাণ, সে প্রমাণ নয় অপ্রমাণ,
করবে নাম সুধাপান সুখ পাবি যে অন্তে।
পঞ্চমুখে পরম সুখে নাম জপে উমাকান্তে॥

৪। নাম জপা ভক্ত যারা, সুধাপান করে তারা,
প্রেমেতে মাতোয়ারা, কে পারে তাই চিন্তে।
আপনি মেতে জগৎ মাতায় হরিনাম মহামন্ত্রে॥

৫। শ্রীগুরুর বাক্য ধর, অনিত্য তর্ক ছাড়,
এ দেহ সূক্ষ্ম কর, যাবে ভব চিন্তে।
অশ্বিনী তোর মানব জনম গেল কান্তে কান্তে॥

২৩ নং তাল—গড়খেমটা।

ভূতলে চাঁদ নেমেছে ভুবন মোহন।
হ'ল চাঁদের আগমন, হরি চাঁদের আগমন,
গেলে শ্রীধাম ওড়াকাঁদি পাবি দরশন।

১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, পূরিতে পূর্ণশশী বাকী ছিল,
এবার জীবের ভাগ্যোদয়, হ'ল পূর্ণ চাঁদ উদয়,
জীবের চিত্ত তমঃ সন্দ করিতে মোচন॥

২। ভকত চকোর যারা, হরিচাঁদের সুধাপানে মাতোয়ারা,
হ'য়ে ভাবেতে বিভোল, হরিনামেতে পাগল,
প্রেমে তনু ডগ মগ ঝোরে নয়ন॥

৩। পূর্ব্ববঙ্গ বাকী ছিল, পূরাইতে ভক্তের বাঞ্ছা পুনঃ এল,
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তগণ, প্রেমরসে মগন,
জগতে প্রেমসুধা করে বরিষণ॥

৪। লেগে হরিচাঁদের কিরণ, মা'ত্'ল তারক মহানন্দ
গোলোক হীরামন,
হ'য়ে মত্ত মাতাল, মাতায় আকাশ পাতাল,
এবার দুঃখী তাপীর জুড়াইল তাপিত জীবন॥

৫। তারকচন্দ্র ব'ল্‌ছে কাঁদি, উদয় হ'লরে চাঁদ ওড়াকাঁদি,
দয়াল মহানন্দ কয়, সে চাঁদ দে'খ্‌বি কে কে আয়,
অগ্নিনী দে'খ্‌লি না চাঁদ ভরিয়া নয়ন॥

২৪ নং তাল—গড়খেমটা

হরিচাঁদ রূপে পরাণ হ'রে নিল।
পরাণ হ'রে নিল নয়ন ভুলে গেল,
এমন মোহন মূরতি তনু কেবা গড়িল॥

১। বাঁকা নয়ন যোড়া ভুরু, আজানু লম্বিত বাহু কটি সরু,
তার রূপেরই ছটায়, কোটি চাঁদ পদে লোটায়,
হরিচাঁদ হেরে চাঁদের কলঙ্ক গেল॥

২। হেরে হরি চাঁদের ছবি, অধৈর্য্য হ'লরে প্রাণ ব'সে ভাবি,
আমার একি হ'ল সই, আমি কিসে ধৈর্য্য রই,
হরিচাঁদে হে'রে আত্মা তন্ময় হ'ল॥

৩। সুধাসিন্ধু ম'থে বিধি, নির্জ্জনে গ'ড়িছে সেই গুণ নিধি,
রূপের তুল্য দিতে নাই, গুণে বলিহারি যাই,
ওরূপ নয়ন পথের ছিদ্র দিয়ে হৃদয়ে পশিল॥

৪। নয়ন দিয়ে হরিচাঁদে, দিবানিশি হরিব'লে পরাণ কাঁদে,
ও তার রূপ খানি যেমন নামটি তেমন,
জগতের সুধা এনে নামে মাখিল॥

৫। মহানন্দ চকোর হ'য়ে,পাগল হ'য়েছে চাঁদের সুধা পিয়ে,
গোঁসাই তারকচন্দ্র কয়, হ'ল হরিচাঁদ উদয়,
অশ্বিনীর ভাগ্যে সে চাঁদ কই ঘটিল॥

২১ নং তাল—একতালা

মনে এক বাঞ্ছা ছিল ঘ'ট্‌লনা আমার।
আমার হৃদি পদ্মে হরিচাঁদে সাজা'য়ে মিলাব চাঁদের বাজার॥

১। ভক্তগণ হইয়া তারা, আমার হরিচাদকে ঘিরিয়ে সবে দাঁড়াবে তারা,
ও সেই রূপে দিয়ে নয়ন তারা, আনন্দে রূপ রসে খে'ল্‌ব সাঁতার॥

২। প্রেম কান্তি শান্তি জননী, আমার হরিচাঁদের বামে এসে দাঁড়াবেন তিনি।
দে'খ্‌ব চাঁদের সঙ্গে চাঁদবদনী, রূপ দেখে যাবে মনের অন্ধকার॥

৩। আমার মন মঞ্জরী হ'য়ে, গেঁথে চাঁদের মালা চাঁদের গলে দিবে দোলায়ে।
দেবী শান্তি মায়ের আজ্ঞা পেয়ে, প্রেম সেবায় মত্ত রব অনিবার॥

৪। মনে আমার বড় অভিলাষ, সহস্রা কুঞ্জেতে সাজাইব
মহারাস।
হ'বে শান্তি হরিরূপে প্রকাশ, ঐরূপে করেন যদি রাস
বিহার॥

৫। প্রেম অনুগ মহানন্দ কয়, সে যে ভক্তের বাধ্য ভবারাধ্য
ভক্তের মন যোগায়।
এবার সাধন গুণে হবে সদয়, অশ্বিনী সে সাধনা নাই
তোমার॥

২৬ নং তাল—একতালা

কলিতে হরিচাদ হ'ল উদয়।
গেল চিত্ত সন্দ, কর্ম্ম বন্ধ, আর কি জীবের আছে ভয়।

১। ভক্তগণ তারা হ'য়ে, হরিচাঁদকে ঘিরিয়ে,
রয়েছে কিবা শোভা তায়,
জীবের চিত্ত চকোর হ'য়ে বিভোর প্রেমানন্দে সুধা খায়॥

২। লেগে সেই চাঁদের কিরণ, গোঁসাই গোলোক হীরামন;
মহানন্দ তারক মৃত্যুঞ্জয়;
তারা সুধা পিয়ে, মত্ত হ'য়ে, নাম দিয়ে জগত মাতায়।

৩। তিনটী যুগ গত হ'ল, পূ'রিতে চাঁদ বাকী ছিল ;
তাইতে চাঁদ এল পুনরায় :
এবার পূরা'তে ভক্তের বাসনা তাইতে অবতীর্ণ হয় ॥

৪। এল চাঁদ ওড়াকাঁদি, যার জন্যে নিরবধি,
ভক্তগণ কেঁদে বুক ভাসায় :
এবার কলির মানুষ ক'র্তে মানুষ, হ'ল যশোমন্ত তনয় ॥

। তারকচাঁদ ডেকে বলে, অশ্বিনী মায়া জালে,
ভুলে কেন র'লি দুরাশায় ;
ও তোর মানব জনম ধন্য হবে, চাঁদের কিরণ লা'গ্‌লে গায়।

১৭ নং তাল—একতালা

ত্বরায় চল ভবপারে যাই,
হরিনাম তরণী এল ভাই।
হরিরনাম তরণী, নৌকা খানি, কাণ্ডারী দয়াল নিতাই ॥

১। হরিনামের তরণী, বোঝাই প্রেম পরশ মণি,
ভক্তি রতন থরে থরে রূপের ছৈ খানি ;
তাতে শ্রদ্ধা ক'রে, চ'ড়লে পরে, পারে যেতে বাধা নাই ॥

২। আমার হরি দয়াময়, ঠেকে জীবের পারের দায়,
কলির শেষে বঙ্গদেশে হ'য়েছে উদয় :
মুখে বল্লে হরি, নাইকো দেরী, পার করে আপত্তি নাই ॥

৩। বড় দয়াল অবতার, হয় নাই হবে নারে আর,
অনর্পিত নাম দিতেছে নিয়ে পাপের ভার।
ও সে বিনামূল্যে পার ক'রে দেয় এমন দয়াল দেখি নাই ॥

৪। যা'হোক তিন যুগেরই পর, ঘাটের উঠে গিছে কর,
হরিচাঁদ পাট্নি এল অনেক দিনের পর ;
কত দুঃখী তাপী পার করে দেয়, ভব পারের মাশুল নাই ॥

৫। দয়াল মহানন্দ কয়, পারে কে কে যাবি আয়,
পুষ্পবন্ত যোগ হ'য়েছে, জীবের ভাগ্যোদয়,
গোঁসাই গুরুচাদের দয়া বিনে অশ্বিনী তোর উপায় নাই ॥
(হরিবল বলরে)

২৮ নং তাল — রাণেটী

কি ধনে তুষিব গুরু দিবানিশি ভাবি হৃদয় .
আমি তোমার ধন তোমাকে দিয়ে ব'সে আছি তোমার
আশায়।

১। আমার ব'ল্‌তে নাইক হেন ধন (হারে) কি ধনে তুষিব
গুরু তোমার ঐ চরণ।
তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, জীবন যৌবন দিলাম তোমায়॥

২। এদেহের মালেক তুমি হও, দিতে যে ধন বাকী থাকে সে
ধন তুমি লও॥
তোমার শীতল প্রেম সাগরে ডুবাও এই বাসনা করি সদায়॥

৩। এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত ধন, সকল ধনের কর্ত্তা তুমি ব্রহ্ম-
সনাতন;
তুমি বায়ু রূপে জীবের জীবন, রক্ষাকর দীন দয়াময়॥

৪। অনন্ত মহিমা তোমার, জীবে কি বুঝিতে পারে শিবের
বুঝা ভার।
তুমি কখন সাকার হও নিরাকার, আব্রহ্ম ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়॥

৫। হরিচাঁদ রূপে অবতার, মহানন্দ রূপে গুরু নিলে দেহের ভার;
গোঁসাই তারকচাঁদের বাঞ্ছা এবার, অশ্বিনী যেন ডুবে রয়॥

২৯ নং তাল—গড়খেমটা

চিত্তপত্র লিখি পাঠাও দেখি শ্রীগুরুর কাছে।
লিখ বিনয়পূর্ব্বক, চির সেবক, গুরু ধন তোমারই কি
প্রাণ বাঁচে॥

১। নয়ন জলে বানা'য়ে কালী, মন পাখী পাখারূপ কলম
করে লও তুলি
লিখে পাঠাও মনের কালী, যাতে তোর অন্তরের কালী ঘোচে।

২। শ্রীপাদপদ্মে এই নিবেদন, কোন্ দিন যেন তলব
পাঠায় সে শমন ;
সেই চিঠি করিতে বারণ, গুরুধন তোমা বই আর কে আছে॥

৩। শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিধির ঘটনা ;
অন্তরে মোর এই বাসনা, যাতে সেই বিধির লিখন যায় মুছে॥

৪। যে দিন পদে শরণ ল'য়েছি, সেই দিন হ'তে এজীবনে
মঙ্গলে আছি ;
একবার দেখা পেলে প্রাণে বাঁচি, অধীনের নিবেদন
পদে যাচে॥

৫। গোঁসাই তারক চাঁদের এই অভিলাষ, অশ্বিনী তোর মানব
দেহ ক'র্‌ব আমি খাস্ ;
এবার মন দিয়ে হ'গে গুরুর দাস, স্বামী মহানন্দ সহায়
আছে॥

৩০ নং তাল—ঠুংরী।

অপরূপ এক মানুষ এল ভাই, এল ওড়াকাঁন্দী।
বাঁকা নয়ন জোড়া ভূরু, হেরে দিবানিশি কাঁদি॥

১। আজানুলম্বিত বাহু, তারে গ্রাস ক'রেছে প্রেমরূপ রাহু,
সঙ্গে ভক্ত বহু;
দে'খ্‌লে স্থির থাকেনা কেহ, তার নয়ন বাণে বিন্ধি॥

২। দেখে তার রূপের চেহারা, কেউ বলে সই শচীর গোরা,
কেউ কয় মাখন চোরা।
নব রসে তনু পোরা, বদন জিনি মদন ছাঁদি॥

৩। কি কব সেই রূপের কথা, দে'খ্‌লে পতি ছাড়ে পতিব্রতা,
খেয়ে ধর্ম্মের মাথা।
শ্রীচরণে নোয়ায় মাথা, তারা ত্যজিয়া বেদ বিধি॥

৪। হেরিয়া তার মুখশশী, যোগ ভুলে যায় যোগী ঋষি,
পদে লোটায় আসি।
বলে গোসাই রাখ দাসী, মোদের ছজন ভজন বাদী॥

৫। বলে গোসাই মহানন্দ, এবার ঘুচ্‌ল জীবের চিত্ত সন্দ,
গেল সাধন ধন্ধ।
অশ্বিনী তুই অজ্ঞানান্ধ, গুরুর চরণে হও বন্দী॥

৩১ নং তাল—গড়খেমটা

সাধ ক'রে এই ভবে এসে হলিরে মায়ার মুটে।
গুরুদত্ত পরমার্থ নিলরে তোর সব লুটে॥

১। মায়াবিনী পা'ত্‌ল মায়াজাল; থেকরে সামাল,
মায়াজালে বন্দী হ'লে ঘ'ট্‌বেরে জঞ্জাল।
যেমন মাকড়ের জালে মক্ষী বন্দী পড়ে শেষে সঙ্কটে॥

২। যদি মায়াজাল এড়া'তে চাও, করে জ্ঞানের অসি লও,
গুরু পদে মন মজা'য়ে মহানন্দে রও।
শেষে যে ধন চাবি, সেই ধন পাবি, থাকি্‌বিরে
প্রেমের হাটে॥

৩। হবে দেহে গুরুকৃপা বল, ছাড় মনের খল;
হরির নাম পুট্‌লি কর পথেরই সম্বল।
ঘাটের ঘাট মাঝি সে হবে রাজি, পার ক'র্‌বে নিষ্কপটে॥

৪। যদি মন কাট্‌বি মায়াডোর, প্রেমানন্দে হও বিভোর;
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ফুলে, হওরে মন ভ্রমর।
শেষে প্রেমের মধু পান করিবি, লাগ্‌বেরে বড় মিঠে॥

৫। দয়াল মহানন্দ কয়, শোন্‌রে দুরাশয়,
অশ্বিনী তোর মানব জনম বিফলেতে যায়।
এমন দুর্ল্লভ জনম পেয়েছিলি, গেলি ভূতের বেগার খেটে॥

৩২নং তাল—গড়খেমটা

কামিনী কাল নাগিনী, ফণিনীর বিশাল বিষ।
ও যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড নাশে, না জেনে কেন হস্ত দিস্॥

১। সে ফণীর ভঙ্গী বোঝা দায়, মুনির মন ভুলায়,
কত ওঝা বৈদ্য সাপুড়ে খেল, দেখ্‌তে লাগে ভয়;
ও সে ইসারাতে মানুষ মজায়, নয়ন দেখে চিনে নিস্॥

২। সে ফণীর যুগল মণি রয়, বক্ষে শোভা পায়,
দে'খ্‌লে পরে একেবারে মানুষ ভেক্ লোভায়,
ওসে আকর্ষণে আহার যোগায়, তাই দেখে কেউ
দিস্‌নে হিস্॥

৩। সে ফণীর বিলাস বনে বাস, মনে অভিলাষ,
কাম্য বনে আসা যাওয়া করে বার মাস,
কেন গুরুচাঁদের বাক্য ফেলে সেই বনে ভ্রমণ করিস্॥

৪। সে ফণীর মন্ত্র শুন ভাই, শ্রীগুরুর দোহাই,
হরির নামটি মহামন্ত্র তা বিনে আর নাই,
গুরুর বাক্য ক'রে ঐক্য, মা বলা ধূল পড়া দিস্॥

৫। মহানন্দের ভারতী, তুই শুন্‌রে দুর্ম্মতি;
গুরু কল্প ইসার মূলে থাক্ দিবারাতি,
অশ্বিনী তোর হয় না মতি, ঘরে বসে কি করিস্॥

৩৩নং তাল—গড়খেমটা।

হরি ধন প্রাপ্ত হ'লে তা হলে কি হয় লাভ,
স্বভাব দোষে, সকল নাশে, যদি না ঘোচে স্বভাব।

১। যদি স্বভাব ঘুচে যায়, অভাব নাহি রয়,
প্রেমে তনু ডগ মগ হরি তাঁরে চায়,
যেমন বৎসের পিছে গাভী বেড়ায়, সদায় করে
হাম্বা রব॥

২। স্বভাব দোষ এম্‌নি অলক্ষ্মী, শুন তার সাক্ষী,
শ্রীরাম লঙ্কা পেয়েছিল, মাছরাঙ্গা পাখী,
পাখী জা'ন্‌লনা তার মাহাত্ম্য কি, নিল মাছ ধরা বর
ত্যজে সব॥

৩। স্বভাব দোষ এম্‌নি কুলক্ষণ, তার সাক্ষী কপিগণ,
বনে ব'সে শ্রীরাম শশী পেল সর্ব্বজন,
শেষে রাবণ মারি লঙ্কাপুরী, হ'ল রাম ত্যজে নারী-বল্লভ॥

৪। হনুমান স্বভাব ঘুচায়ে, পঞ্চজন ল'য়ে,
শ্রীরাম পদে মনকে বেঁধে থা'ক্‌ল ভাব ল'য়ে,
হনু রাম চরণে প্রাণ সঁপিয়ে, পেল রাম পদ বল্লব॥

৫। গোঁসাই গুরুচাঁদ বলে, স্বভাব ঘুচিলে,
শঙ্করের হৃদিনিধি হরিধন মিলে,
অশ্বিনী তোর এই কপালে, ঘ'ট্‌বে কি সেই গোঁসাইর ভাব॥

৩৫নং তাল—একতালা

হরিনাম সুধা পানে, পানে যে মেতেছে।
হ'য়ে নামে মত্ত, পেয়ে তত্ত্ব, জন্ম মৃত্যু এড়া'য়েছে॥
(হারে জয় ক'রেছে)

১। ক'রে সমুদ্র মন্থন, সুধা খেল দেবগণ ;
তারা জন্ম মৃত্যু এড়াইতে নারিল কখন।
হরিনাম সুধা পান যে ক'রেছে কোটী ব্রহ্মার পতন
সেই দেখেছে। (হারে সেই দেখেছে)

২। হরিরনাম শুধু সুধা নয়, প্রেম মধু নিস্কাম কর্পূর তায়,
পঞ্চ রসে গিল্‌টি করা নব রসাশ্রয়।
আছে ভক্তি মাখা স্বরে ঢাকা, অনুরাগ সুতার বেন্ধেছে।
(হারে তার বেন্ধছে)

৩। হরির নাম এমনি রসাল, তত্ত্ব জেনে মহাকাল ;

পঞ্চ মুখে পান করে নাম হইয়ে বেহাল ॥

পিয়ে নামের সুধা ভব ক্ষুধা জন্ম মৃত্যু ঘুচা'য়েছে।

(হারে জয় করেছে)

৪। অনর্পিত ছিল হরির নাম, দয়া করি হরি গুণধাম,

কলির জীবে বিলাইল কেউরে না হয় বাম ।

তাইতে শিব হ'তে জীব ধন্য মানি হরির নাম প্রাপ্ত হ'য়েছে।

(প্রাপ্ত হয়েছে)

৫। ন'দের চাঁদ ছিল হরিচাঁদ, জীবের কা'ট্‌তে মায়া ফাঁদ,

শ্রীচরণে কোটী চন্দ্র ঘুচ্‌ল চিত্ত আঁধ।

বলে মহানন্দ গেল সন্দ, অশ্বিনী কেন কাঁদিস মিছে।

(হারে ভাবিস মিছে)

৩৫নং তাল—ঠুংরী

হরিচাঁদের অপার লীলারে লীলা বুঝ্‌'বে সাধ্য কার।

ল'য়ে নিজ নারী ব্রহ্মচারী ঘুচাইতে ব্যভিচার ॥

১। আপনি হইয়া নম্র, জীবকে শিক্ষা দিতে ধর্ম্ম,
পুনঃ হ'লেন অবতার।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম জগতে ক'র্‌লেন প্রচার॥

২। জীবে দয়া নামে রুচি, গুরু নিষ্ঠা সর্ব্ব শুচি,
ক'র্‌লেন এই তত্ত্ব সার।
হ'য়ে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঘুচাইলেন অহঙ্কার॥

৩। বৈষ্ণবের কুটিনাটী, সাধন ভজন ময়লা মাটি,
এতে কুল পাবেনা আর।
হ'য়ে হরিবোলা প্রেমে ভোলা হরির নামটি কর সার॥

৪। নাড়া দরবেশ গৌড়ে বাউল, ত্যজে প্রভু হ'লেন আউল,
অটল নিষ্ঠে ব্যবহার।
জীবের চিত্ত সন্দ কর্ম্ম বন্ধ, ঘুচাইলেন অন্ধকার॥

৫। গোঁসাই তারকচাঁদের বাণী, স্বহস্তে লিখিলেন তিনি,
লীলামৃত প্রমাণ তার।
ওরে অশ্বিনী তোর যায় না ভ্রান্তি, মন হ'লনা সংস্কার॥

৩৬ নং তাল—একতালা

হরি গুণ ঘুণে দেহ দেহ জ্বা'রে নিল।
আমি না জানি মোর গুণমণিরে,
কোন্ গুণে তনু জারিল আমার মন মজা'ল ॥

১। গুণাতীত গুণের সীমা নাই, তারে কোন্ গুণেতে পাই,
সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ত্রিগুণ, ও যার গুণে পায়না ঠাঁই।
যেন কি গুণ দিয়ে জা'র্‌ল হিয়ে, যেমন কাঁচা বাঁশে
ঘুণ লাগা লো ॥ (হারে এই করিল)

২। হরি গুণ বৈশম্পায়ন স্বর, ও যার নাহি অবসর,
ধিক্ ধিক্ ক'রে জীবন জ্বলে, হারে প্রাণে বাঁচা ভার।
ও তার প্রেমানলে, মলেম জ্বলে রে অবশেষে এই করিল ॥
(হারে কোথায় গেল)

৩। ফণীর বিষ কিসেতে গণি, হলাহল বিষের গুণ জানি,
কাল কুট বিষে কি করিবে, ও গো সজনী।
আমার হরি বিষে, জীবন নাশেরে, মরমেতে ছোঁ মারিল ॥
(জীবন জ্বলে গেল)

৪। হরি গুণ কে বলে ভাল, ঘুণে তনু জারিল ;
ঘরের বাহির ক'রে আমায় পাগল করিল।
যেন হাই হুতাস বাতুলের মত, আমার কাঁদতে ২ জনম
গেল ॥ (ভাগ্যে এই কি ছিল)

৫। স্বামী মহানন্দ কয়, সে ঘূণ লেগেছে যার গায় ;
প্রাণ ল'য়ে তার টানাটানি হারে গৃহে থাকা দায়।
গোঁসাই তারক বলে এই কপালে, অশ্বিনী তোর কই
ঘটিল ॥ (হারে কই তা হ'ল)

৩৭ নং তাল—গড়খেমটা

দেখে মতুয়ার খেলা, এবার দেখে মতুয়ার খেলা।
দক্ষিন দ্বারে দিয়ে তালা যম হ'য়েছে হরিবোলা ॥

১। কেঁদে বলে চিত্রগুপ্ত, আজ হইতে ঘু'চ্‌ল জ্বালা :
ওরে পাপ পুণ্য হ'ল শূন্য, হরিব'লে সার করিব বৃক্ষতলা ॥

২। কেঁদে বলে শমন দূতে হাতের দণ্ড ভূমে ফেলা :
ল'য়ে গলায় বসন, লইগে শরণ, মতুয়ারা দয়ার সাগর
হৃদয়-খোলা ॥

৩। পূজকধ্যানী কর্ম্মিজ্ঞানী বাহিরে জপে তিলক মালা ;
দেখে মতুয়ার ধারা, ডু'ব্‌ল তারা, আজ হ'তে তন্ত্রমন্ত্র
ঠেলে ফেলা ॥

৪। কাজের মতুয়া গোলক চন্দ্র সিংহের ধ্বনি জিনিয়া গলা ;
ও তার ধ্বনি শু'নে বিপদ গণে, তরাসে কাম কলি কয়
পলা পলা ॥

৫। কাম কলির প্রতিজ্ঞা ছিল গৌর প্রেমে দিব ধূলা ;
এবার ঘাটে মাঠে বার উঠা'য়ে, শেষে মিলাইব কলির মেলা ॥

৬। ও তার, সাক্ষাৎ প্রমাণ চাঁদারদহ জানে যত মেয়ে পোলা ;
কত মারামারী, ব্যভিচারী, তেম্‌নি বার সড়া হিজল
খেজুর তলা ॥

৭। ডেকে বলে তারকচন্দ্র বার দেখে কেউ হ'স্‌নে ভোলা ;
কেন সুধা থুয়ে গরল খাবি, অশ্বিনী ধর পাগলের করণ মালা॥

৩৮ নং তাল—গড়খেমটা

এবার শুন্‌লেম মতুয়া পাড়া, গিয়ে দেখলেম মতুয়া পাড়া।
যত মতুয়া মাতাল হ'য়ে বেহাল, কাজ করে বেদ বিধি ছাড়া॥

১। মতুয়া পাড়া উঠ্‌ছে সাড়া শু'ন্‌লেম তাদের আইন কড়া ;
কারুর কুলের গৌরব থাক্‌লে পরে, এদলে এসে কেহ
হ'স্‌নে ক্ষাড়া॥

২। আদি মতুয়া ওড়াকাঁদি নদীয়ায় ছিলেন শচীর গোরা :
ওসে মায়ের কড়ার শুধ্‌ব ব'লে এসেছে ওড়াকাঁদি
নিমাই নাড়া॥

৩। কাজের মতুয়া নারিকেলবাড়ী অনুরাগে তনু পোরা ;
ও যার হুহুঙ্কারে গোলোক লড়ে তার কাছে বাউল গৌড়ে
প'ল ধরা॥

৪। আর এক মতুয়া নারিকেলবাড়ী প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
তারে দেখ্‌লে ভোলে পুরুষ নারী, নবদ্বীপ ছিলেন তিনি
নিতাই নাড়া॥

৫। আর এক মতুয়া রাউৎখামার বীর করুণ রসে হয় ভরা ;
ওসে মরিলে বাঁচাইতে পারে, পাথারে ভ্রমণ করে নৌকা
ছাড়া॥

৬। আর এক মতুয়া জয়পুরে রয় নবরসে তনু ভরা ;
ও যার নাম নিলে হয় শমন দমন, নামটী তার তারকব্রহ্ম
রসের চূড়া॥

৭। মতুয়া নামের কি মাহাত্ম্য ইহা নি কেউ জানিস তোরা :
তারা কতক গোপী কতক কপি এ যুগে একমতে হ'য়েছে
জোড়া॥

৮। অশ্বিনী কয় দিন ব'য়ে যায়, ধার্‌লামনা সেই মতুয়ার ধারা;
স্বামী মহানন্দের দয়া বিনে, হ'য়েছি গুরুচাঁদের চরণ ছাড়া॥

৩৯ নং তাল—গড়খেমটা

যদি ধ'র্‌বি মতুয়ার বুলি, যদি ধরবি মতুয়ার বুলি।
ত্যাজ্য কর্‌ সাধন ভজন, দীক্ষা শিক্ষা কণ্ঠী ঝুলি॥

১। মতুয়ার বুলি ধর্‌তে গেলে জাত কুলে দে জলাঞ্জলি;
হ'য়ে পাগল পারা মাতোয়ারা,
হরিব'লে কাঁদ্‌বি শেষে গলি গলি॥

২। মতুয়া যারা প্রেমিক তারা, প্রেমানন্দে ক'র্‌ছে কেলি;
নিলে মতুয়ার স্বভাব ঘুচ্‌বে অভাব,
হারে তোর ফু'ট্‌বেরে প্রেম কুসুম কলি॥

৩। মতুয়া পাগল, হ'য়ে বিভোল, প্রেমপানে হও মত্ত অলি;
ধ'র্‌লে মতুয়ার করণ সাধন ভজন,
হারে তুই সন্ধ্যা আহ্নিক ফেল্‌বি ঠেলি॥

৪। মতুয়া নামে, ধরাধামে বহিরঙ্গে দিত গালি ;
এবার মতুয়া হয় জগৎপূজ্য,
মাধুর্য্য প্রেমের পাত্র প্রাণ পুতলি ॥

৫। ডেকে কয় তারক রসনা, অশ্বিনী আজ তোরে বলি ;
যদি মতুয়া হবি প্রাণ জুড়াবি,
সব অঙ্গে মা'খ্‌বি মতুয়ার চরণ ধুলি ॥

৪০ নং তাল—ঠুংরী

নিদাঘেতে দাগ লাগালি রে হরি দয়াময়।
হারে তোর লাগি প্রাণ যায় ॥

১। দুঃখ পাশরা নয়ন তারা, পাশরা না যায় তোমায় ;
আমার মনপ্রাণ ক'রে চুরি, পাগল করিলি আমায় ॥

২। তোর বিচ্ছেদ বিরহ দাহ, দহিছে আমার হৃদয় ;
আমার মনের আগুণ জ্বলে দ্বিগুণ, কি আগুণ
লাগালি গায়

৩। চিন্তানল হইলে প্রবল, দাবানল লাগে কোথায়;
ও তোর বিরহ বাড়বানলে, এ জীবন মোর জ্বলে যায়॥

৪। সরল প্রাণে দাগা দিয়ে, গরল ঢালি দিলি গায়;
ও তোর বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ হ'য়ে, দংশেছে আমার হৃদয়॥

৫। বলে গোঁসাই মহানন্দ, অশ্বিনী হ নিরাশয়:
আমার হরিচাঁদের নিহেতু প্রেম সহজে কি পাওয়া যায়

৪১ নং তাল—ঠুংরী

রত্ন ডাঙ্গার বিলের কূলেরে ওকে সাজা'লেন হরি।
দেখ্‌লেম রাখাল সনে, গোচারণে ভুবন মোহন রূপধারী॥

কস্তুরী কুসুম তুলে, মালাগাঁথি দিচ্ছে গলেরে হেরে
ভুলিতে নারি;
যত রাখাল মিলে বাহুতুলে, ব'ল্‌তেছে হরি হরি॥

ব্রজে ছিল নন্দের দুলাল, সাজাইতে ব্রজ রাখাল রে
যেন সেই রূপ মাধুরী।
যেন সেই কালাচাঁদ, সেই রূপের চাঁদ, গোপীর মন
করে চুরি॥

৩। বিশ্বনাথ ব্রজনাথ সঙ্গে, ধেনু রাখে পরম রঙ্গে,
রে ব্রজের ভাব মনে করি।
গোষ্ঠে ক'রে দর্প, কাল সর্প, খেলিছে লাঙ্গুল ধরি॥

৪। প্রিয় সখা বিশ্বনাথ, বিসুচিকায় হ'ল মৃত্যু রে,
ধূলায় যায় গড়াগড়ি।
তারে বাঁচাইয়ে, গোধন ল'য়ে গোষ্ঠে যায় করে ধরি॥

৫। গোলোক চাঁদের মনোচোরা, মহানন্দের মনহরারে ভক্তের
মনোরঞ্জনকারী।
ভেবে অশ্বিনী কয়, দীন দয়াময়, ঐ রূপ যেন নেহারী॥

৪২ নং তাল—ঠুংরী

নারিকেল বাড়ীর গোলোক পাগলরে, ও যার মহিমা অপার।
গিয়া গঙ্গাচন্নায়, প্রেমের বন্যায় ক'র্‌লেন গঙ্গা অবতার॥

১। সাধু রাইচরণের বাড়ী, কদলী গাছ রোপন করিরে,
ঘটে দিয়ে আম্রস্বর ;
ল'য়ে পুরুষ নারী বলে হরি, ক'র্‌লেন মহারাস বিহার॥

৪৬নং তাল—একতালা

মনের মানুষ ধরা, মন রে ফেরা মুখের কথা নয়।
তারে ধর্‌বি যদি নিরবধি, (নে) বধিরান্ধ বোবাশ্রয়।

১। বধিরান্ধ বোবার স্বভাব ধর, তবে অধর ধরা প'ড়্‌বে ধরা,
তারে ধরার মত ধর;
থাক যুতের ঘরে রূপ নিহারে, তবে মানুষ পাওয়া যায়॥

২। আমিত্ব দূর যখন হবে, (তবে) হবে সে ভাব বাহ্য স্বভাব,
কিছু না রবে;
এই দশা তোর যখন হবে, দেখবি জগৎ মানুষ ময়॥

৩। মনের মানুষ যদি ধর্‌তে চাও, আত্মস্বার্থ ত্যজে প্রেমে
ম'জে অনুগত হও;
হ'লে অনুগত মনের মত, মন মানুষ হবে সদয়॥

৪। প্রেমনগরে হয় তার বসতি, ও সে প্রেমিক বড় ভালবাসে,
প্রেমে যার আর্ত্তি;
ও সে প্রেমিক পেলে, করে কোলে, প্রেমশূন্য
দেখিলে লুকায়॥

৫। ডেকে বলে তারক রসনা, মনের মানুষ হরিশ্চন্দ্র
কর উপাসনা।
এবার অশ্বিনীর পু'রবে বাসনা, মহানন্দের করুণায়॥

৪৭ নং তাল—গড়খেমটা

মোরা কেন নবদ্বীপ যাব, শূন্য নদীয়ায় কি ফল পাব।
ও সে নদীয়ার চাঁদ এই হরিচাঁদ, হেরে জীবন জুড়া'বো॥

১ গোসাই রাম কান্তের বরে, প্রভু যশোমন্তের ঘরে,
জীবের জন্য অবতীর্ণ, হ'ল এবারে,
এবার বর্ত্তমানে, পেলেম তারে, কেন তীর্থবাসী হবো॥

২। তীর্থে নাহি প্রয়োজন, ও সে তীর্থের মহাজন,
ল'য়ে গয়া কাশী, তীর্থ রাশী, আরো বৃন্দাবন,
এবার ওড়াকন্দী এল সে ধন, গেলে বর্ত্তমান
দেখ্‌তে পাবো॥

৩। ভারত ভাগবত, রামায়ণ, তন্ত্র গ্রন্থ অগনন,
কোন, শাস্ত্রে নমঃশূদ্রের, না পাই নিদর্শন;
এবার শাস্ত্র মতে, ক'রে সাধন, কেমনে তারে পাবো॥

৪। তাইতে পুনঃ অবতার, হ'ল হরিচাঁদ আমার;
হরির লীলামৃত গ্রন্থ, দলিল আছে তার;
কর দলিল গ্রাহ্য, ছাড় বাহ্য, আমরা সবে হরির
দাস হবো॥

৫। গুরুচাঁদের এই বাণী, ও তুই শোন্‌রে অশ্বিনী,
যে চরণে জন্ম নিল, পতিতপাবনী,
এবার সেই মানুষ এল এদানী, ভব পারের বান্ধবো॥

৪৮ নং তাল—গড়খেমটা

আমার মন চল্‌ যাই গুরুর দর্‌বারে।
কেন সাধে সাধে, সংসারমেদে, বন্দি রলি কারাগারে॥

১। নির্ম্মল গুরুর কাছারি, তথায় নাই জুয়াচুরি;
কামুকের দণ্ড ভারি আইন অনুসারে॥
গুরু পাস্ ক'রেছে পরওয়ানা কপট মিথ্যাবাদীর যেতে মানা;
হিংসুকের হয় যন্ত্রণা, কৃপাদণ্ডে জব্দ করে॥

২। তথায় হয় সাধুর দরবার, অসাধুর নাই অধিকার;
হ'তেছে সূক্ষ্ম বিচার, সত্যের আইন ধ'রে॥
এবার রতি মাষা কমি হ'লে, তারে অম্‌নি ধ'রে দিচ্ছে জেলে;
ছেঁড়া এক কান্থা গলে, রা'খ্‌ছে তারে বেহাল ক'রে॥

৩। ভেঙ্গেছে গুরুর তবিল, করগে ভক্তি আপিল,
অনুরাগ রাখ উকিল, প্রেমিক জুরিদারে॥
তুই খালাস হবি অনায়াসে, শেষে যাবিরে মন,
মানুষের দেশে;
প্রেমিকের সহবাসে, থাক্‌বিরে মন শান্তিপুরে॥

৪। শ্রীগুরুর বিচার শুনে, যম রাজার শঙ্কা মনে।
শরণ ল'য়ে চরণে, ব'ল্‌ছে করযোড়ে॥
আমি আর যাবনা মতুয়া নগর, যত মতুয়া মাতাল
প্রেমে বিভোর,
ইচ্ছা হয় হইগে নফর, ঘটলনা তা কর্ম্মান্তরে॥

৫। গুরুচাঁদ ত্রাণ কর্ত্তা, হরিচাঁদ হরে আত্মা;
গোলোকচাঁদ দিচ্ছে বার্ত্তা, ডেকে উচ্চৈঃস্বরে।
দয়াল মহানন্দ ব'ল্‌ছে কাঁদি উ'ঠ্‌ল প্রেমের তুফান
ওড়াকান্দী:
অশ্বিনী তর্কবাদী ডুব দিলিনা রূপসাগরে॥

৪৯ নং তাল—গড়খেমটা

গুরুচাঁদ পাঠাইওনা যমের কাছারি।
আমায় কৃপাডোরে বন্দি ক'রে রেখ তোমার প্রেম হুজুরী॥

১। হ'য়েছি অপরাধী, শ্রীপদে রাখ বাঁধি;
না হয় পাঠাও ওড়াকাঁদি, শান্তি মায়ের পুরী।
আমার খাট্‌নি দাওহে মনের মত, হব গুরুচাঁদের অনুগত;
ক'র্‌ব ঐ চরণ ধৌত, দাও আমারে এই কামজারি॥

২। গঙ্গাচর্ন্নার দক্ষিণ ভাগে, মধুমতীর মরা গোগে রে
করলেন লীলা চমৎকার ;
ল'য়ে ভক্তগণে, গঙ্গাস্নানে, গঙ্গাকে ক'রলেন সাকার ॥

৩। মদনমোহন রামমোহন কার্ত্তিক, গোসাইর পদে অতি
আর্ত্তিরে, অক্রুর শম্ভু রামকুমার;
তারা হনুমান মূরতি হেরে পাথারে খেলায় সাঁতার ॥

৪। মারুতি মূরতি হ'য়ে, সুরধনী মাথায় ল'য়েরে, যেন
সাক্ষাৎ গঙ্গাধর ;
গঙ্গা ল'য়ে শিরে, নৃত্য করে, বা'লে ঘাট হয় আবিষ্কার ॥

৫। রুহিদাসের চর্ম্মকাঠয়, ডা'ক্লে গঙ্গা হ'লেন উদয় রে
আছে শাস্ত্রে তাই প্রচার ;
বলে তারকচন্দ্র ছাড় সন্দ অশ্বিনী হও নির্ব্বিকার ॥

৪৩ নং তাল—একতালা

আয় না ভাই সবে মিলে যাই, দেখ্তে গুরুচাঁদে।
ভক্তি প্রেমের গুরু কল্পতরু, হারে যার পরাণ কাঁদে ॥

১। শ্রীধাম ওড়াকান্দীতে, তথা যায় ছত্রিশ জেতে, প্রসাদ
খাচ্ছে একপাত্রে :
এবার যার যেমন মন, সে পায় তেমন, বঞ্চিত না হয়
প্রসাদে ॥

২। যত ভক্ত শুক্‌সারী, তারা যায় সারি সারি, বলে জয় জয়
শ্রীহরি,
হরি নামের মধু, না পেলে স্বধু, যায় কিরে সাধে সাধে ॥

৩। গোঁসাই জগদীশ ঠাকুর, তার মহিমা প্রচুর, ও তার
চরিত্র মধুর,
কুবের তিন্ কড়ির, তোড়ানী খেয়ে, গোঁসাই নাচ্‌তেছে
প্রেমানন্দে ॥

৪। জগদীশ গুণনিধি, ক'র্‌লেন কামনা নদী, তথা স্নান
করে যদি :
ও তার মোক্ষ ফলের নাই অবধি, গুরুচাঁদ রাখেন পদে ॥

৫। গোঁসাই তারকচন্দ্র কয়, ধামে যাওয়া বড় দায়, ভাগ্যে
কি যেন কি হয়,
এবার অশ্বিনী ভুলিল মায়ায়, কেঁদে মরি ঐ খেদে॥

---

44 নং তাল—ঠুংরী

গুরুচাঁদ এমন চাঁদকে ভবে আনিল, কোন্ গুণে
জগমন বান্ধিল।
জগমন বান্ধিল, জগমন বান্ধিল ॥

১। এক পলকে দেখ্‌লে শতবার, অনিবার্য্য পিপাসা,
হারে বাড়ে অনিবার,
জীবের চিত্ত চকোর, হ'য়ে বিভোর, রূপরসে মেতে গেল ॥

২। না জানি কি মোহিনী জানে, কুলজার মন প্রাণ ধরিয়া টানে,
কিবা বাল্য বৃদ্ধ গুণে বাধ্য, রূপ দেখে পাগল হলো ॥

৩। হরি নামের তরণী ল'য়ে, অকামনা প্রেম ভক্তি
বোঝাই করিয়ে,
প্রভুর ভক্তের সঙ্গে, পরম রঙ্গে জগতে বিলাইল গো ॥

৪। অকাতরে বিলায় প্রেম ধন, অচৈতন্য কলির জীব,
করিতে চেতন,
এল পরম দয়াল, দুঃখী কাঙ্গাল তাপিতের প্রাণ জুড়ালো ॥

৫। আনন্দে চাঁদ মহানন্দ কয়, কোটী চন্দ্র বিরাজে,
মোর গুরুচাঁদের পায়,
এবার অশ্বিনী ভুলিস্ না মায়ায়, প্রেমের বাজারে চলো ॥

৪৫ নং তাল—ঠুংরী

হরি চাঁদ, হেরে জীবন জুড়ালো,
ও প্রেম রসে হারে জগৎ মাতালো ॥

১। দুঃখী তাপীর জুড়াতে জীবন, ওড়াকান্দি হরিচাঁদ এবার ক'র্‌লেন আগমন,
তোরা দেখ্‌সে আসি, জগৎবাসী হরিচাঁদ উদয় হ'লো ॥

২। নবরসে শ্রীঅঙ্গ মাখা, অধরে সুধাকর ও তার দু'নয়ন বাঁকা,
সে যে ব্রজ নাটুর প্রাণ সখা, ভা'বতে বোঝা গেল ॥

৩। শান্তি মায়ের হৃদয়েরই ধন, যোগে পায়না যোগীগণ, তারা ক'রে যোগসাধন,
তারে পাবার লাগি সর্ব্বত্যাগী, হীরামন পাগল হ'ল ॥

৪। কি দিব তার রূপের তুলনা, গগণের চাঁদ মলিন হয়, হেরে রূপের জ্যোৎস্না ;
এবার পুরা'তে জীবের বাসনা, হরিচাঁদ ভবে এল ॥

৫। ডেকে বলে তারক রসনা, আমার মনের মানুষ হরিচাঁদে কর উপাসনা ;
দয়াল মহানন্দের এই বাসনা, অশ্বিনী ধামে চলো ॥

২। হ'য়েছি ফেরয়ারী, হস্তে দাও কৃপাডুরী ;
পদে দাও দয়া বেড়ী, রাখ বন্দী করি।
আমায় যদি দাওহে দ্বীপান্তরে, পাঠাও মায়াসিন্ধু পারে,
পুনঃ না আসি ফিরে, প্রেম দ্বীপে দাও চালান করি ॥

৩। চরণে হ'লেম দোষী, গলায় দাও দয়া রসি ;
অনুরাগের চাপড়াশী, তশীল করুক ভারী।
আমায় জুড়ে ভক্তি ঘানির গাছে, যেন কৃপা বেত্র
মারে পিছে ;
যাতে অপরাধ ঘুচে, শমন রাজার কি ধার ধারি ॥

৪। শ্রীগুরুর প্রেমের জেলা, তথায় নাই ত্রিতাপ জ্বালা ;
যত সব হরিবোলা করে চৌকিদারী।
আমায় শাসন ক'র্‌রে আইন মতে, রাখ্‌বে সদা সূক্ষ্ম পথে;
ছোবেনা রবির সূতে, প্রেমানন্দে ব'ল্‌বো হরি ॥

৫। ডেকে কয় তারকচন্দ্র, অশ্বিনী নাই তোর সন্দ ;
সহায় তোর মহানন্দ কৃতান্ত ভয়বারী।
এবার হ'গে গুরুর দাসানুদাস, তুই এ মামলাতে
পাবি খালাস ;
পুরবে মনের অভিলাস, করিস্‌ না আর জুয়াচুরী ॥

৫০ নং তাল—গড়্খেমটা

গুরু কৃপাদৃষ্টি দয়া বৃষ্টি হ'চ্ছে বরিষণ।
দেহ কঠিন জমি জঙ্গলা ভূমি, জ্ঞানাস্ত্রে আবাদ কর
অবোধ মন॥

১। নিষ্ঠা নিষ্কাম যুড়ে তুই আবাল,
ভাবের জোয়াঁল জুতের লাঙ্গল দিয়া যোড়াও হাল;
দেহ চাষ ক'র্‌লে তোর ফির্‌বে কপাল,
গুরুধন ভক্তিবীজ ক'র্‌বেন বপন॥

২। তোর ভক্তি লতা বাড়বে অনুক্ষণ,
অনুরাগের বেড়া দিয়ে হুষার থেক মন।
যেন ছয়টা অজা ছোয়না কখন,
এলতা যাবে নিত্য বৃন্দাবন॥

৩। ও সে নিত্য ব্রজে আনন্দ কানন,
আহ্লাদিনীর সঙ্গে গুরুর হ'তেছে মিলন।
তোর ভক্তি লতায় ক'র্‌লে বন্ধন,
আনন্দে দেখ্‌বি সে যুগল মিলন॥

৪। তোর ভক্তি লতায় সিঞ্চ প্রেম বারি,
প্রতিষ্ঠারূপ ডালপাতা মন ফেলাওগে ঝুড়ি।
এবার ফলাফলের আশায় ছাড়ি,
নিষ্ফলের মর্ম্ম জানে রসিক জন॥

৫। স্বামী মহানন্দের দয়া যে অপার,
তোর ভক্তি লতা বা'ড়্‌বে যাতে কর্‌ছে সে জোগাড়।
গোঁসাই তারকচাঁদের বাঞ্ছা এবার,
অশ্বিনীর লতায় ফলুক প্রেম রতন॥

৫১ নং তাল—গড়খেমটা

মন মালী তোর দেল বাগিচায় উ'ঠ্‌লরে ভক্তি মুকুল।
দিনে দিনে বা'ড়্‌বে লতা ফুটবে প্রেমানন্দ ফুল॥

১। ফু'টলে প্রেমানন্দ ফুল, হ'বে সৌরভে আকুল;
মুক্তি আশা ভক্তির নাশার ভেঙ্গে যাবে মূল;
নয়ন জলে ভাস্‌বে দুকুল, মিলবেরে অকুলের কুল॥

২। লতা হইলে সবল, ফ'ল্‌বেরে সুফল;
হরি মাণিক ফ'ল্‌বে লতায় পথের সম্বল;
সে যে সাধনের ধন চিন্তামণি অনাদি যার না পায় মূল॥

৩। লতায় বিঘ্ন অতিশয়, শোন্‌রে মনুরায় ;
বৈষ্ণব অপরাধ, হাতী মাথা, যেন না লওয়ায়,
যদি লতা শুণ্ডে জড়ায়, এক কালে ক'রবে নির্ম্মূল ॥

৪। যেজন সুজন মালী হয়, ঐ লতার কৃপায় ;
অনায়াসে প্রাপ্ত হয় সে হরি দয়াময় ;
শেষে, প্রেমানন্দে সাঁতার খেলায়, ভাসিয়ে দিয়ে
জাতিকুল ॥

৫। মহানন্দের এই বাণী, শোন্‌রে অশ্বিনী ;
ভক্তিলতায় সিঞ্চন কর প্রেম তরঙ্গিনী :
হুসার থাক দিন রজনী, দেখ জেন না হয় ভুল ॥

৫২ নং তাল—গড়খেমটা

আমার মন মধুকর হওরে বিভোর প্রেম মধুপানে।
ভক্তি পাখা তোল উড়ে চল, প্রেমমধু আছেরে মন যেখানে ॥

১। শ্রীগুরু পাদপদ্ম কাননে, গুণ গুণ স্বরে যাওরে উড়ে
মধু যেখানে ;
মত্ত হও প্রেম মধু পানে, ভুলে আর যা'সনা বিষয় কাননে॥

২। গুরু কল্প করুণা ডালে, গুরুকৃপা চাকে মনের সুখে
রও কুতুহলে ;
এবার সাধুসঙ্গ ফুলে ফুলে মধুপান ক'রবে রাত্রি দিনে ॥

৩। মতুয়া ময়রা রসের দোকানে, বিরাগ ভরে যাওরে উড়ে
আনন্দ মনে,
প্রেম রসগোল্লা রস পানে, শান্তি পাবি সে রস
আস্বাদনে ॥

৪। মধুর মর্ম্ম জেনে হীরামন, শ্রীগুরু পাদপদ্ম বনে থাকে
অনুক্ষণ ;
দশরথ মৃত্যুঞ্জয় লোচন, মধু পান করে প্রফুল্লমনে ॥

৫। গোঁসাই গোলোকচাঁদ সেই মধুর মহাজন, দয়াল মহানন্দ
ঘরে ২ ক'র্‌ছে বিতরণ,
স্বামী তারকচাঁদের এই আকিঞ্চণ, অশ্বিনী মত্ত হও
মধুপানে ॥

৫৩ নং তাল—গড়খেমটা

এবার সুখ হ'লনা বসত ক'রে নবরত্নের ঘরে।
ঘরে কাল কামিনী, দিন রজনী, চিন্তানলে দগ্ধ করে ॥

১। তিন গুরু ঐক্য হ'য়ে অষ্টাদশ রস মিশা'য়ে,
সাধের ঘর গড়াইয়ে, দিয়াছে ঠিক্ করে,
ও তার দুই খুটীর পর পা'ড়েন্ সারা, তিন গুণেতে
বন্ধন করে

২। শ্রীগুরুর অপার কীর্ত্তি, মট্‌কার পর দু'ট বাতী ;
জ্ব'ল্‌তেছে দিবারাতি, জগৎ আলো করে ;
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বন্দে বন্দে, র'য়েছে ঘরের ভিতরে ॥

৩। বাম্ দক্ষিণে রবি সোম, ক্ষিতি অপ্ তেজ, মরুৎ ব্যোম ;
পঞ্চ তত্ত্বে পূরে দোম, রেখেছে মন্দিরে ;
ও তার আগম নিগম জান্‌লে পরে, আব্রহ্ম,
ভেদ ক'র্‌তে পারে

৪। শ্রীগুরু যত্ন ক'রে ; অমূল্য রত্ন পূরে;
রেখেছে সাধের ঘরে, সাত তালার উপরে :
এমন অমূল্য ধন থাক্‌তে ঘরে, ভক্তি রতন কিন্‌লি নারে

৫। ডেকে কয় মহানন্দ, ছেড়ে দে চিত্ত সন্দ ;
অশ্বিনী অজ্ঞানান্ধ, ব'ল্‌ব কি আর তোরে ;
আমার হরিচাঁদ এ ঘরের মালেক, দেখ্‌লি না রূপ
নেহার করে

৫৪ নং তাল—গড়খেমটা

করণ যুদ্ধ কর ধনুক ধর, শ্রীগুরুর সনে।
আপন মন হ'লে সই, সমরে জয়ী, হবি মন শঙ্কা কি
আছে মনে।

১। শ্রদ্ধারথে করি আরোহণ, ভজন পূজন অশ্ব যুড়ি ক'র্‌তে
চল রণ ;
সারথি সাজাও মন পবন, মনা ভাই হানা দে গুরুর রণে ॥

২। অনুরাগে ছাড় হুহুঙ্কার; জয় হরিবোল বলে দাও মন
ধনুকে টঙ্কার ;
সমরেতে হও অগ্রসর, সাজায়ে সামর্থ্য সৈন্যগণে ॥

৩। জ্ঞান ধনুকে যুড়ে ভক্তি বান, গুরুর প্রতি শীঘ্রগতি
কর সুসন্ধান ;
সমরেতে হ'য়ে সাবধান, ভক্তিবান হান গুরুর চরণে ॥

৪। করণ যুদ্ধ ক'রে গোলোকচাঁদ, হরিচাঁদকে প্রাপ্ত হল পেতে
প্রেমের ফাঁদ ;
তাই স্বহস্তে লিখ্‌লেন তারকচাঁদ হরিচাঁদ, রাম দেখায়
হীরামনে ॥

৫। গোঁসাই মহানন্দ করিয়া গর্জ্জন , ডেকে বলে অশ্বিনী তুই
যুদ্ধের কথা শোন্।
যদি গুরুর সঙ্গে করিবি রণ, পলক মারিস্‌না ছুট নয়নে ॥

৫৫ নং তাল—যৎ

ভক্তি রতন না থাকিলে, কৃষ্ণ ধন কি মিলে।
ভক্তির বাধ্য ভবারাধ্য, নন্দের বাধা রয় গোকুলে ॥

১। (হায়) ভক্তির গুণে ব্রজঙ্গনা, কৃষ্ণ পতি পেলে ;
ভক্তির গুণে রাইচরণে স্বহস্তে দস্তখত দিলে ॥

২। ভক্তির গুণে প্রহ্লাদ ভক্ত, কৃষ্ণ ধনকে পেলে ;
ভক্তির জোরে, পাতাল পুরে, বলী রাজার দ্বারী হ'লে ॥

৩। ভক্তির গুণে যদু পতি, পাণ্ডব সখা হ'লে ;
ভক্তির গুণে, দীন দয়াময়, বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলে ॥

৪। ভক্তির গুণে গুহক চণ্ডাল, রামা মিতে বলে ;
ভক্তির গুণে হনুমান ত, রামরূপ দেখে হৃদকমলে ॥

৫। ভক্তির গুণে গোলোকচন্দ্র, হরিচাঁদকে পেলে ;
ভক্তি শূন্য দীন দৈন্য অশ্বিনী, তুই রইলি ভুলে ॥

৫৬ নং তাল—যৎ

তৃণ হতে সুনীচেন, নৈলে কি প্রেম ঘটে।
কৃষ্ণ প্রেমের নিম্ন গতি, উর্দ্ধেতে প্রেম রয় না মোটে ॥

১। প্রেম পথের কণ্টক পঞ্চ, সাধু শাস্ত্রে রটে ;
জাতি বিদ্যা মহতঞ্চ, রূপ যৌবন মে বটে ॥

২। যোগী ঋষি কি সন্ন্যাসী, যে প্রেম পায়না মোটে ;
গোপী কপি প্রাপ্ত হ'ল, রামে শ্যামে হ'য়ে নিষ্ঠে ॥

৩। রুহিদাস সে নত গুণে, কৃষ্ণ প্রেম তার ঘটে :
গঙ্গা ব'লে ডা'ক্‌লে পরে, চর্ম্মকাঠয় গঙ্গা উঠে ॥

৪। কৃষ্ণ প্রেম সিংহ দুগ্ধ, সুনির্ম্মল মিঠে :
সুবর্ণ পাত্রেতে রয় প্রেম, মেটে পাত্র যায় গো ফেটে ॥

৫। পদ শূন্য প্রেম উদয় হ'ল, হরিচাঁদের হাটে ;
সবার ভাগ্যে প্রাপ্ত হ'ল, অশ্বিনীর ঘ'ট্‌ল না ঘটে ॥

৫৭ নং তাল—ঠুংরী

গুরু নিষ্ঠা নামে রুচি হ'ল কই।
অবোধ মন তোরে কই॥

১। (ওমন) যার হ'য়েছে নামে রুচি, মুচি হ'লে সর্ব্বশুচি:
নাম বিরুচি ব্রাহ্মণে কুলাবে কই।
যে হ'য়েছে গুরু নিষ্ঠ, চণ্ডাল হ'লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভাগবতে
প্রমাণ সই॥

২। যত্নে গুরু বৈদ্য ধর, নামৌষধি সেবন কর,
কাম কুপথ্য ছাড়, রোগ আরোগ্য হই।
করিলে নিষ্কাম পথ্য, এ দেহ হ'বে সামর্থ্য, হবিরে মন
সর্ব্বজয়ী॥

৩। সাধুসঙ্গ কর মুষ্টিযোগ, আরোগ্য হবে ভবরোগ;
আর কত ভুগ্‌বি রোগ, তোরে বুঝাই,
পান কর পঞ্চ প্রেম পাচন, ভবরোগ হবে পরিত্রাণ;
কৃপা ক'র্‌বেন কৃপাময়ী॥

৪। না হয় অনুরাগের তেঁতুল গু'লে, পান কর মন হরিব'লে;
নব রসের ডাবের জলে, মহাভাবের কাঁচি দই।
পান কর মন শ্রদ্ধা ক'রে, ভব রোগ তোর যাবে সেরে;
জা'ন্‌বিনা আর গুরু বই॥

৫। গোঁসাই তারকচাঁদ কয় হওগে খাটি, ছেড়েদে সব ময়লা মাটি;
অসৎ পচাল পঁচাপুটি ভব রোগের বৃদ্ধি ঐ।
মহানন্দের ভাবসাগরে, ডুব দেরে তুই বিরাগ ভরে;
অশ্বিনী তোরে সুধাই॥

৫৮ নং তাল—ঠুংরী

পতিত পাবনে হবে রণ।
সমরে সাজ মন॥

১। (ও মন) তুই পতিত, হরি পাবন, সম্মুখ যুদ্ধে হানা দে মন,
মন্ত্রের সাধন না হয় এ দেহ পতন।
তোর পাপ সেনা মদ মত্ত, নাম অস্ত্রে হবে হত,
কামাদি সৈন্য ছয় জন॥

২। ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে, কুহকিনীর মায়ায় মজে,
চল্লিনা মন আপন বুঝে কি কারণ।
তোর তমঃ দেখে দীনবন্ধু, সঙ্গে সৈন্য ভক্তবৃন্দ, রণে এল
হরিধন॥

৩। হরি এল হ'য়ে বক্র, করে ল'য়ে দয়া চক্র;
কা'ট্‌বেরে তোর মায়া নক্র ক'র্‌ছে পণ।
তোর কুমতি মন্ত্রীর মুণ্ড, ভাঙ্গবে মেরে দয়াদণ্ড,
হ'বে না তাহা খণ্ডন॥

৪। তোর হিংসা নিন্দার বংশাবলী, কেটে দিবে জলাঞ্জলি,
যার বলে তুই এত বলি, বলি শোন্।
তোর অজ্ঞান অহঙ্কার বংশ, সবংশে করিবে ধ্বংশ,
এল রসিক হংসগণ ॥

৫। হরিচাঁদের সেনা গোলোক, রণে এল হ'য়ে পুলক ;
হুঙ্কারে যার কাঁপে গোলোক বৃন্দাবন।
দয়াল মহানন্দের বাণী, শোন্‌রে দুর্ম্মতি অশ্বিনী,
এ রণে ভাল মরণ ॥

৫৯ নং তাল—ঠুংরী

দেহ লঙ্কার শঙ্কা ঘুচাও দয়াময়।
দুর্ম্মতি দুষ্ট দশানন, বাঁচি না তার যন্ত্রনায় ॥

১। শান্তি সীতে অন্বেষণে, পাঠাও দাস্য হনুমানে ;
গিয়ে মুক্তি আম্র বনে ; খেয়ে করুন চূর্ণ তায়,
প্রেমের আগুণ জ্বালাইয়া, মায়া মন্দির পোড়াইয়া,
করুক লঙ্কা ভস্মময়

২। আমার কামরূপ সাগর বন্ধন করি, লঙ্কায় যাও রাম
ধনুকধারী,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি, এস হরি রসময়।
সে অলস পাপী কুম্ভকর্ণ, স্বহস্তে তায় কর চূর্ণ;
যার ভারে তাপিত হৃদয়॥

৩। ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ ব্রহ্মবাণে, দুর্মতিরূপ দশাননে:
বিনাশ কর জানে প্রাণে, তবে অঙ্গ শীতল হয়।
সত্যরূপ লক্ষ্মণে পাঠাও, অজ্ঞান ইন্দ্রজিতে হটাও,
সবংশেতে করুক ক্ষয়॥

৪। মাধুর্য্যরূপ বিভীষণে, বসাও হৃদি সিংহাসনে,
এ বাসনা রাত্র দিনে, তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
সে যে চরিত্ররূপ মন্দোদরী, কর তারে পাটেশ্বরী,
বসুক বিভীষণের বাঁয়।

৫। তারকচাঁদ কয় সন্দ কিরে, যে যেমন বাসনা করে,
বাঞ্ছা পূর্ণ করে তারে, হরিচাঁদ মোর দয়াময়।
মহানন্দের চরণ তরি, অশ্বিনী তাই সম্বল করি,
ঘুচাও ভব পারের ভয়॥

৬০ নং তাল—কাশ্মিরী

কে কে নিবি আয়না, তোরা, মধুর হরিনাম।
ঐ দেখ ডা'ক্‌ছে হরি গুণধাম ॥

১। জীবের বড় ভাগ্য ছিল, হরি কল্পতরু এল,
নাম দিয়া জগৎ মাতা'ল, কেউকে ত না হ'ল বাম ;

২। সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, যে তত্ত্ব না বিলাইল,
সেই ধন ল'য়ে ধরায় এল, পুরা'তে জীবের মনস্কাম ॥

৩। হরি ব'ল্‌তে আছে কত, এ জগতে অগণিত,
এ নাম নয় সে নামের মত, গোপনে ছিল, গোলোকধাম ॥

৪। রাধাকৃষ্ণ উভয়াঙ্গ, মথনে হয় প্রেম তরঙ্গ,
নাম উৎপত্তি প্রেমের রঙ্গ, গোলোকে ক'র্‌লেন রাধাশ্যাম ॥

৫। সেই হরিরনাম ল'য়ে এবার, হরিশ্চন্দ্র আমার,
কলির জীব করিল নিস্তার অশ্বিনী নামে হ'ল বাম ॥

হরি নাম সিংহ রবে, পলায় শমন বাঘ।
দেখে ভক্ত সিংহের প্রেম অনুরাগ ॥

১। ষড়রিপু পশু ছয় জন, ছেড়ে তারা হৃদয় কানন,
ভয় পেয়ে করে পলায়ন, ঘু'চ্‌ল দশ ইন্দ্রিয়ের জাঁক ॥

২। শুনে মধুর হরিধ্বনি, আনন্দে নাচে মেদিনী :
নাচে গঙ্গা সুরধনী ঘু'চ্‌ল কলির কলুষ দাগ ॥

৩। হরি সিংহ শাবক যারা, হুহুঙ্কারে কাঁপায় ধরা :
কলির রাজত্ব তারা, কেড়ে নিল দিল না ভাগ ॥

৪। প্রেম রসেতে মাতায় জগৎ, কিবা কাঙ্গাল কিবা মহৎ :
জগতে না থা'ক্‌বে অসৎ, সকলে সাধু মহাভাগ ॥

৫। হরিচাঁদ জগতে এল, চিত্ত সন্দ ঘু'চিয়ে গেল,
সকলে চৈতন্য হ'ল, অশ্বিনী হ'লনা সজাগ ॥

৬২ নং তাল—গড়খেমটা

প্রেমের পাগল সাজ্‌লিনা মন, কিসে মিল্‌বে গুরু বস্তু ধন।
ভবের পাগল সাজিয়া রৈলি, গোলমালে হ'লি পতন ॥

১। প্রেম নগরে উঠ্ছে সাড়া, প্রেমের পাগল যারা যারা,
প্রেমানন্দে মাতয়ারা, ডুবু ডুবু দু'নয়ন ॥

২। প্রেম পাগলের এম্নি রীতি, হৃদয়ে অনুরাগের বাতি ;
জ্বলিতেছে দিবারাতি, দে'খ্তে পায় যুগলমিলন ॥

৩। প্রেম রসেতে মত্ত হ'য়ে, অষ্ট পাশ সে তেয়াগিয়ে ;
আহার নিদ্রা সাঁইকে দিয়ে, করে প্রেম আস্বাদন ॥

৪। প্রেমের পাগল গোলোকচন্দ্র, আর মেতেছে মহানন্দ ;
আর এক পাগল তারকচন্দ্র, আর পাগল সে হীরামন ॥

৫ মহানন্দের এই মিনতি, ক'র্ব আমরা হরি পতি,
অশ্বিনী তোর কি দুর্গতি, ভজ্লিনা গুরুর চরণ ॥

৬৩ নং তাল—রাগেটী

কররে মন মানুষ বর্ত্ত নিত্য মানুষের সাধনা ॥
অনুমান কায়া শূন্য ছায়ার কেন কর ভাবনা ;

১। গুরুপদে সঁপে দেওরে মন, (হারে) ঘুচবেরে তোর মনের
আঁধার জুড়াবে জীবন।
কর বর্ত্তমানে ভজন পূজন, পূর্বে তোর মনের বাসনা ॥

২। রামের ভক্ত ছিল হনুমান, বনের পশু হ'য়ে পেল ভজনের
সন্ধান ॥
হনু রাম পদে স'পে দিয়ে প্রাণ, অন্য রূপ চক্ষে হেরে না ॥

৩। ঘুচবেরে তোর দশ ইন্দ্রিয়ের জ'াক, গুরু পদে মন মজায়ে
বাঁধ অনুরাগ।
যার লেগেছে সেই প্রেমের দাগ, নয়ন দে'খ্‌লে যায় গো
চেনা ?

৪। যাগ যজ্ঞ পূজা মন্ত্র ধ্যান, ভাব্‌টি দিয়া নাম্‌টি চেতাও
এত কর কেন।
গুরু রূপে মেঘ সাজা'য়ে, চাতক হ'য়ে চেয়ে থাক্‌ না ॥

৫। দয়াল মহানন্দ আনন্দ হৃদয়, ডেকে বলে অশ্বিনী তোর
সময় ব'য়ে যায়।
এবার তারকচাঁদকে ক'রে সহায়, গুরুচাঁদের হওগে কেনা ॥

৬৪ নং তাল—রাণেটী

দয়া করি দয়াল গুরু রেখ আমায় সেবা দাসী।
আমার আর কোন ধন নাই দরদি, কি দিয়া করিব খুসী ॥

১। আমি তব দাসীর যোগ্য নই, (হারে) তবু পোড়া মনে
বলে সেবা দাসী হই,
বুঝা'লে মন বুঝে বা কই, তবু ঐ রূপ ভালবাসি ॥

২। হৃদ কমলে তোমায় বসা'ব, মনে বলে নয়ন জলে চরণ
ধোয়াব ॥
কেশ দিয়া মোছাইব, এই ভাবনা ভাবি বসি ॥

৩। কথায় কথায় বলে অনেক জন, ভষ্ম ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলার
করে প্রয়োজন ;
আমায় দাসী রেখ তেম্‌নি মতন, সে যোগ্য নই বাঞ্ছা বেশী ॥

৪। তব দয়া গয়াতে যা'ব, কামনা জননী মায়ের শ্রাদ্ধ করিব ;
ভ্রান্ত পিতার নামে পিণ্ড দিব, হব ও প্রেম তীর্থবাসী ॥

৫। হরি চাঁদের মহিমা অপার, তারকচাঁদকে জামিন রেখ
অশ্বিনী বর্ব্বর ;
তবে গুরুচাঁদ তাই ক'র্‌বেন স্বীকার, মন তুমি যার
অভিলাষী ॥

৬৫ নং তাল—যৎ

হরি নাম বিনে আর বন্ধু নাই ভাই ভবপার যেতে।
আমার দয়াল হরি দয়া করি এল জগতে ॥

১। দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তি, ল'য়ে অগতির গতি ;
সদয় হ'য়ে জীবের প্রতি এসেছে দিতে ॥

২। গুরু নিষ্ঠা নামে রুচি, এই ধর্ম্ম হয়, সর্ব্ব শুচি ;
এবার প্রাপ্ত হ'য়ে হাড়ি মুচি, গিয়াছে মেতে॥

৩। ন্যাস কুম্ভক কুটীনাটী, রেচক পূরক ময়লা মাটী,
কলিতে নাম যজ্ঞ খাটী, সব ধর্ম্ম হ'তে॥

৪। যোগীন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, ব্রহ্মচারী পূজক ধ্যানী :
করে মলাট ল'য়ে টানা টানি, বঞ্চিত প্রেমেতে॥

৫। দয়াল মহানন্দ বলে, কাজ কিরে আর ফলাফলে,
অশ্বিনী তুই হরি ব'লে, ডুবদে প্রেমেতে॥

৬৬নং তাল—একতালা

কেন কর ভাই দ্বেষা দ্বেষী, এস সবে করি মেশামেশি
হ'য়ে দেল খোলসা গুরু ভরসা, হব গুরুর সেবাদাসী॥

১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, যোগী ঋষি কি সন্ন্যাসী।
তার কাছেতে সবাই সমান, স্বর্গ নরক গয়া কাশী॥

২। কেন কর ভাই দলাদলি, কোলাকোলি কর আসি।
ভবে এক পিতা বই, পিতা আছে কই, এক পিতা
এই ত্রিলোক বাসী॥

৩। জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ, রূপ যৌবন সর্ব্বনাশী।
ভবে এই পঞ্চজন, ভক্তির কণ্টক, তাদের কেন ভালবাসি॥

৪। একই ক্ষেত্রে এক বীর্য্যেতে, জন্ম নিলাম জগৎবাসী।
রইল এ বড় খেদ, আত্মবিচ্ছেদ, ক'রে হিংসা নীরে ভাসি॥

৫। ডেকে বলে তারকচন্দ্র, ধারণ কর তত্ত্বমসি,
অশ্বিনী তোর কর্ম্ম সূত্র, কেটে আমায় কর খুসী॥

৬৭ নং তাল—গড়খেমটা

আমাকে ছুস্‌নালো প্রাণ সজনী।
আমার জাত্‌মেরে রেখেছে, ঘরে হরিচাঁদ গুণমণি॥

১। আমার বাতাস লাগ্‌লে তোদের গায়, শেষে ঠেক্‌বি বিষম দায়;
কুলমান যাবে পাছে ক'র্‌বি কি উপায়।
সদায় হরিব'লে কাঁদ্‌তে হ'বে গো,
সব লোকে ব'ল্‌বে লো কলঙ্কিনী॥

২। হরির প্রেম ত সহজ নয়, যেমন বিষে উজান ধায়;
ধিক্ ধিক্ ক'রে জ্ব'ল্‌বে হিয়ে, কর্‌বিরে হায় হায়,
শেষে প্রেমানলে, মর্‌বি জ্বলে গো,
পথিক লোকে ব'ল্‌বে গো পাগলিনী॥

৩। তার বিরহে জ্বলে মলেম সই, মনের দুঃখ কার কাছে
বা কই ;
উড়ু উড়ু করেলো প্রাণ কিসে ধৈর্য্য রই।
সে যে মন নিল প্রাণ নিল গো,
হরিয়া নিল এ নয়ন মণি ॥

৪। আমাতে আমি কি আছি, কি ক'র্‌তে কিনা করিতেছি ;
আমার হরিচাঁদের প্রেম সাগরে, সদায় ভাস্‌তেছি।
আমি ক্ষণেক্ হাসি ক্ষণেক কাঁদি গো ;
প্রবোধ না মানে দিবা রজনী ॥

৫। ডেকে স্বামী মহানন্দ কয়, হরিপ্রেম লেগেছে যার গায় ;
সেই সে জানে প্রেমের জ্বালা, কেঁদে বুক ভাসায়।
গোঁসাই তারকচন্দ্র ডেকে সুধায় গো,
হরি প্রেম নিলিনা দীন অশ্বিনী ॥

৬৮ নং তাল—গড়খেমটা

আমি কি আমাতে আছি ;
হরিচাঁদের রূপে নয়ন দিয়ে (হারে)
ঘরের বাহির হ'য়েছি ॥
আমার মন পোড়া এক রোগ হ'য়েছে সখি,
সেই জ্বালায় জ্ব'লে ম'র্‌তেছি ॥

১। মন পোড়া রোগের রীতি, (হারে) সদায় জ্বলে বিষের বাতি ;
আমার মন হ'য়েছে ছন্নমতি, কি ক'র্‌তে কিনা ক'র্‌তেছি ;
হ'য়ে পাগল পারা, মাতোয়ারা, সখি কুলের ভয় ভুলে
গিয়াছি ॥

২। এ বড় কঠিন ব্যারাম, কিছুতে না হয় গো আরাম,
কেবল বলি ম'লেম্ ম'লেম্ মরমে ম'রে র'য়েছি।
হরি চিন্তামনি ঔষধ দে গো এনে তবে সই পরাণে বাঁচি ॥
(কেউ যদি বান্ধব থাক গো)

৩। হরি প্রেম বিচ্ছেদ রোগে, আমি বাঁচিনা তার ভাব উদ্বেগে,
আমার মন লাগে না ভোগে যোগে, যে রোগে রোগী
হ'য়েছি।
আমি ক্ষণেক হাসি ক্ষণেক কাঁদি সখি, মন পোড়া বাউরি
সেজেছি ॥

৪। লেগে সেই রূপের ছটা, আমার সখে প'ল পঞ্চ কাঁটা,
জাত কুলের পর দিয়ে বাটা, তরঙ্গে সাঁতার খেল্‌তেছি ;
যেদিক ফিরাই আঁখি, সেই দিক দেখি সখি, হরিময়
জগৎ দেখি্‌তেছি ॥

৫। তারকচাঁদ ডেকে বলে, স্বামী মহানন্দের সঙ্গ নিলে,
তার এই দশা ঘটে কপালে, স্বচক্ষে কত দেখেছি ;
এবার অশ্বিনী ঐ রোগে মরুক হ'লে, তা হ'লে
আনন্দে নাচি !

৬৯ নং তাল—ঠুংরী

রূপ সাগরে যে জন ডুবেছে।
সে যে স্বরূপ রূপে নয়ন দিয়ে, মনের মানুষ ব'লে কাঁদতেছে ॥

১। হ'য়ে সে রূপের আশ্রিত, ডুব দিয়ে জনমের মত ;
ও সে হ'য়ে রূপের অনুগত, প্রেম সাগরে ভাস্‌তেছে ॥

২। ডুবু ডুবু নয়ন তারা, দুনয়নে বহে ধারা ;
তার প্রেম তন্তু জ্বারা খারা, মরমে দাগ লেগেছে ॥

৩। হাইহুতাশ বাতুলের মত, কেঁদে বেড়ায় অবিরত ;
ও সে সমর্পিয়া আত্মস্বার্থ, সাঁই বলে হাই ছাড়তেছে ॥

৪। হরিচাঁদের প্রেম বাতাসে, গোলোকচাঁদ তরঙ্গে ভাসে ;
দয়াল মহানন্দ ঐরূপ রসে, পাগল বেশে ঘুরতেছে ॥

৫ ডেকে বলে তারকচন্দ্র; অশ্বিনী তোর যায় না সন্দ ;
ঐ দেখ উদয় হ'ল হরিচন্দ্র, জগৎ আলো ক'রেছে ॥

৭০নং তাল—ঠুংরী

নিষ্কাম নগরে চল মন।
কেন কামাখ্যা নগরে এসে হারা হলি পরম ধন ॥

১। নিষ্কাম নগরে যাবি, স্বরূপের রূপ দেখ্‌তে পাবি ;
প্রেমানন্দে সুখে রবি (রে) জুড়াবে তাপিত জীবন ॥

২। নিষ্কাম রাজ্যের রসিক ময়রা, প্রেম রসেতে মাতোয়ারা :
প্রেমের দোকান পেতে তারা, ক'রছে বেচা কেনা অনুক্ষণ ॥

৩। নিষ্কাম রাজ্যের এম্‌নি রিতি, কাম গন্ধ হীন প্রেম পিরীতি,
জ্বেলে অনুরাগের বাত্তি, তারা দে'খ্‌তে পায় যুগল মিলন।

নিষ্কাম রাজ্যের রাজা যিনি, হরিচাঁদ প্রেম শিরোমণি :
ভক্তবৃন্দ ল'য়ে তিনি, সদায় ক'র্‌তেছে প্রেম বরিষণ ॥

৫। নিষ্কাম রাজ্যে মহানন্দ, বিলাইতেছে প্রেমানন্দ,
অশ্বিনী তুই অজ্ঞানান্ধ, ক'র্‌লি না রূপ দরশন ॥

৭১ নং তাল—ঠুংরী

গুরুচাঁদের তবিল ভেঙ্গে ভাই হ'লেম অপরাধী।
আমার মত কেউ হও'না, এবার ভাল চাওরে যদি ॥

১। গুরুচাঁদ তাই ক'রছে মানা (হারে) জরিমানা কেউ খেওনা,
সে আর কুল পাবে না।
অকুলের কুল দিতে হরি, উদয় হ'ল ওড়াকান্দি ॥

২। অবতীর্ণ জীবের জন্য, নিহেতু প্রেম দিবার জন্য
আপনি হ'লেন দৈন্য,
মন বিনা সে চায়না অন্য, আমার হরি গুণনিধি ॥

৩। হরিচাঁদের নির্ম্মল করণ, একবিন্দু পেয়েছে যে জন,
সে হয় প্রেম মহাজন।
ও তার সাক্ষী গোলোকচাঁদ হীরামন, তারা পার হ'ল
বেদ বিধি॥

৪। গুরুচাঁদের এই ভারতী, জ্বেলে অনুরাগের বাতি,
ভজ হরিপতি।
প্রাপ্ত হ'বে মধুর রতি, ও তার সুখের নাই অবধি॥

৫। অশ্বিনী তাই ক'রে, হেলা, খেল্‌তে গিয়ে ভবের খেলা,
ঘ'ট্‌ছে বিষম জ্বালা।
অর্থ লোভে সাধুর পোলা, হ'ল হরিপ্রেম বিরোধী॥

৭২ নং তাল—গড়খেমটা

গুরু তত্ত্ব ক'য়ে ভারি গোঁসাই সেজেছ।
গুরু কি ধন চিন্‌লিনা মন, সে রসে তুমি নি তাই মজেছ॥

১। লোক সমাজে হরি কথা কও,
বাবার ঠাকুর হ'য়েরে মন, পায়স অন্ন খাও,
তার নি উমান পাও, সাধু নাম কোলাও,
হরি নাম্‌টী দিয়া জগৎ মাতাও, মনা ভাই,
তুমি নি তায় মেতেছ॥

২। দোষ লুকা'য়ে গুণের কথা কও ;
হ'য়ে করণ বিহীন, আপনি প্রবীণ জগতে জানাও,
ভাটে নৌকা বাও, প্রতিষ্ঠা বাড়াও,
হারে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, আমার মন টেনে
কেনে দিয়াছ।

৩। লোক ভুলাতে হরিকথা কও,
অন্তরেতে দুষ্ট, মুখে মিষ্ট কথা কও ;
কাজের কাজি নও, কপট সাধু হও,
গুরু তত্ত্ব পরমার্থ, না জেনে, গুরুর ভূষণ প'রেছ ॥

৪। আর ভাব দেখা'য়ে ভাবের কথা কও ;
সিংহের মত ভঙ্গি দিয়ে অনুরাগ দেখাও,
প্রেমের প্রেমিক নও, চলুয়া প্রেম দেখাও,
যে দিন শমন এসে, বাঁধ্‌বে কসে, এড়াতে সম্বল কি তার
ক'রেছ

৫। তারকচাঁদ কয় ছাড় জাহিরী,
সূক্ষ্ম পথে না থাকিলে মিলবে কি হরি,
দেখ্‌না বিচারী, ছাড়্‌ জুয়াচুরি,
অশ্বিনী তুই ব্যাভিচারী, আপন কর্ম্মদোষে হ'য়েছ ॥

৭৩ নং তাল—ঠুংরী

আমি গুরু বৈমুখ হ'য়ে র'লেম ভাই, এ মুখ কেউ দেখ না।
এ পোড়া মুখ দে'খ্‌লে পরে, ওতার দুঃখ আর যাবে না॥

১। হরি বৈমুখ হ'লে পরে, গুরু গোসাই রা'খ্‌তে পারে;
বিচার অনুসারে।
গুরু বৈমুখ হ'লে পরে, তারে কেউ রা'খ্‌তে পারে না॥

২। গুরু গোঁসাইর দয়া ছিল, কর্ম্ম দোষে নিদয় হ'ল, শেষে
বিদায় দিল,
ভবকুপে ফেলে দিল, আমায় কেউ ডেকে সুধায় না॥

৩। বন্ধু বান্ধব ছিল যারা, আমার বিপদ দেখে পলায় তারা
ভেবে হ'লেম সারা।
তবিল ভেঙ্গে গেলাম মারা, আমার মন মতি ভাল না॥

৪। গুরু গোঁসাই দয়া ক'রে আমায় পাঠাইল প্রেম বাজারে,
লোভে এলেম ফিরে।
এমন সুধা মধু ত্যজ্য করে, এসে খেলেম গরল পানা॥

৫। মহানন্দ ব'ল্‌ছে দুঃখে, এমন অপরূপ রূপ দেখে চক্ষে,
মজ্‌লি ঐহিক সুখে।
অশ্বিনী তোর নাইরে রক্ষে, আমার গুরু চন্দ্র বিনা॥

৭৪ নং তাল—আদ্ধা

হুজুরে প'ড়েছি ধরা, আমারে কেউ ছুস্‌নে তোরা।
আমার বাতাস লা'গ্‌লে পরে, পাবি না আর কুল কিনারা,

১। আইন জেনে আইন লঙ্ঘি, লোককে দেখাই সাধুর ভঙ্গি;
কেউ হওনা আমার সঙ্গী, জানে প্রাণে যাবি মারা॥

২। পিতা মাতার পুণ্যের জোরে, গিয়েছিলাম প্রেমবাজারে;
কর্ম্মদোষে এলেম ফিরে, চিন্‌লেম না সেই প্রেমের ধারা॥

৩। স্বার্থলোভে তত্ত্ব হারাই, সদাই করি অর্থের বড়াই;
ষড়রিপুর স্ফুর্ত্তি বাড়াই, ঐ দুঃখেতে হ'লেম সারা॥

৪। কি দোষ দিব বিধাতারে, সকলই স্বকর্ম্মে করে:
ঝি টী শিখায় বৌ টী মেরে, জান্‌তে পারে ভাবুক যারা॥

৫। গুরুচাঁদের মধুর বাণী, কর্ম্মগুণে হয় রাজরাণী;
কর্ম্মগুণে হয় বারাণী, সাক্ষী তার অশ্বিনী ফেরা॥

৭৫ নং তাল—একতালা

কত গুণের হরি আমার, গুণের বলিহারি।
হরি বিনে রাত্রি দিনে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥

১। সত্ত্ব রজঃ তম গুণ, দিবানিশি গায় গুণ;
গুণেতে হ'য়ে নিপুণ, বৈষ্ণবী শঙ্করী॥

২। যার গুণে সেই দিনমণি, অন্ধকার হরেন তিনি।
সুশীতল চন্দ্র যিনি, গঙ্গা পেল, শীতল বারি॥

৩। যার গুণেতে জগৎ বন্দী, অনাদি না পেল সন্ধী,
বিধানে না পেয়ে বিধি, হ'লেন ব্রহ্মচারী॥

৪। যার গুণে সেই সমীরণ, ব্যাপীত এ ত্রিভুবন,
তেজঃপুঞ্জ হুতাশন, দাহিকাশক্তি যাহারি॥

৫। যার গুণে সেই মহানন্দ, বিতরিল প্রেমানন্দ,
অশ্বিনী তোর যায় না সন্দ, বিষয়ে বিষ পান করি

৭৬নং তাল—একতালা

তত্ত্ব জ্ঞানে মত্ত হ'য়ে, নিত্য বস্তু জান।
অনিত্য সংসারে রে মন, সং সেজে তুই রৈলি কেন

১। অনিত্য সংসার ছাড়, নিত্যধন অন্বেষণ কর:
মন মানুষে দিয়া ভার, বিবেক আর অনুরাগ আন॥

২। অনুরাগের এমনি ধারা, মনকে করে মাতোয়ারা:
করিয়া সে পাগল পারা, প্রেমামৃত করায় পান॥

৩। পান্ করিলে প্রেমামৃত, মন মাতঙ্গের হয় সামর্থ্য ;
দলিয়া সংসার অনিত্য, মন মানুষের পায় সন্ধান ॥

৪। বিবেক বন্ধুর এমনি রীতি, মনকে করে ছন্নমতি ;
ঘুচা'য়ে সে বাহ্য স্মৃতি, প্রেমানন্দ করে দান ॥

৫। প্রেমানন্দ উদয় হ'লে, মহানন্দ গুরু মিলে ;
অশ্বিনী তোর এই কপালে, সে আনন্দ ঘট্‌বে কেন ॥

৭৭ নং তাল—ঠুংরী

কেনরে শ্রীগুরুর পদে কি বিষাদে, এ দেহের ভার দিব।
আমি যেমন মানুষ তেম্‌নি হব, গুরুকে কেন দায় ঠেকাব ॥

১। মনে মম এই সাধ, শ্রীগুরুর শ্রীকমল পদ ;
কমলার সুসম্পদ, দূরে থেকে নিরখিব ॥

২। যে চরণে চন্দন দিতে, শঙ্কা হয় গোপীর চিত্তে ;
সে চরণে আমা হ'তে, কেনরে বেদনা লাগাব ॥

৩। গুরু আমার থাকুক সুখে, আমি যেন কাঁদি দুঃখে ;
কাঙ্গাল বেশে ক'র্‌ব ভিক্ষে, গুরুর গুণ গেয়ে বেড়াব ॥

৪। গুরু আমার পবিত্র ময়, অপবিত্র মম হৃদয় ;
দিবানিশি ভা'বি সদায়, কেন সরলে গরল মিশা'ব॥

৫। দয়াল গুরু মহানন্দ, পদে প্রেম মকরন্দ,
পান ক'র্‌লিনা তার একবিন্দু, অশ্বিনী তোর নাই
সে ভাব॥

৭৮ নং তাল—একতালা।

এ পাপ দেহ গুরু পদে কেন ক'রব দান।
আমার দান দিবার এক বস্তু আছে, নেও যদি করি সম্প্রদান॥

১। প্রেম ভক্তি ধর্ম্ম পুণ্য, রেখেছি নাথ তোমার জন্য ;
আমি মেঙ্গে খাব হ'য়ে দৈন্য মনে করেছি এই বিধান॥

২। সুখ শান্তি তোমায় দিয়ে, অধর্ম্ম অশান্তি লয়ে,
আমি থা'ক্‌ব মহাপাপী হ'য়ে, তবু না দেহ করিব দান॥

৩। পবিত্রময় তব অঙ্গ, বহিতেছে প্রেম তরঙ্গ ;
আমি কেন ক'র্‌ব সে ভাব ভঙ্গ, এ দেহ পাপেতে পাষাণ॥

৪। নারকী হইয়া রব, তবু না পদ পরশিব ;
আমি যেমন ব্যক্তি তেমনি রব, ও পদে নিতে চাই না স্থান॥

৫। মহানন্দের বাক্য ল'য়ে, দুঃখের পাষাণ বক্ষে দিয়ে :
অশ্বিনী থাক্ চাতক হ'য়ে, করিস্ না অন্য বারি পান ॥

৭৯নং তাল—ঠুংরী

স্বার্থ ত্যাগী অনুরাগী হওরে মন।
নিস্বার্থ নগরে যাবি, পাবি রূপের দরশন ॥

১। নিস্বার্থ নগরে যাবি, কত যে আনন্দ পাবি ;
প্রেমানন্দে সুখে রবি, মিল্‌বে গুরু পরম ধন।

২। স্বার্থময় সংসারে এসে, মত্ত হলি অর্থের বশে ;
মায়া পিচাশী এসে, স্বহস্তে ক'র্‌ল বন্ধন।

৩। দেখে শুনে হয় না জ্ঞান, ক'রছ অভিমান সুরাপান :
প্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা, দিবা নিশি ক'র্‌ছ ভক্ষণ।

৪। পুণ্য মুক্তি ভোগ অভিলাষ, ছাড়রে কামিনীর কুরস :
অতি সরস নাম সুধা রস, সদায় ক'রো আস্বাদন ॥

৫। মহানন্দ উচৈঃস্বরে, ডেকে বলে অশ্বিনীরে,
এমন প্রেম ভক্তি রস্ নিলিনারে, ভবে আলি অকারণ ॥

৮০ নং তাল—গড়খেমটা

যদি শান্তি ধামে যাবি, নিস্বার্থ গুরুতত্ত্ব, পরমার্থ অর্থ পাবি।
প্রবৃত্তি মহিষী তারে নির্ব্বাসন করিবি—
নিবৃত্তি মহিষীর সঙ্গে, পরম রঙ্গে কাল কাটাবি ॥

১। নিত্য ধন বল যারে, র'য়েছে শান্তিপুরে ;
শান্তিমার স্নেহাগারে, গেলে দেখা পাবি।
সে যে শান্তি মায়ের সাধনের ধন, প্রাণ সঁপে তায় দিবি ;
এক মন দিলে, সে ধন মিলে, প্রেমানন্দে সুখে রবি ॥

২। সুজন মন উজান বেয়ে, শান্তিপুর চল ধেয়ে,
ত্রিবেণী এড়াইয়ে প্রেমের জোয়ার পাবি,
শ্রদ্ধা পাল অনুরাগ মাস্তুল, বাদাম টেনে দিবি ;
যুতের হালির কাঁটা ঠিক রাখিয়া, শান্তিপুরে নাও লাগাবি ॥

৩। মাধুর্য্য ভক্ত যে জন, শান্তিপুরের মহাজন,
বিলা'চ্ছে অমূল্য ধন, আয় তোরা কে নিবি।
পবিত্রময় দেহ হ'লে, সেই সে প্রাপ্ত হবি ;
অপবিত্র দেহ হ'লে, সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হবি ॥

৪। শান্তিপুর ভাবের পাগল, প্রেমরসে হ'য়ে বিভোল ;
ক'র্‌তেছে প্রেমের কল্লোল, দেখলে পাগল হবি ॥
হরি ব'লে বাহুতুলে, সেই দলে মিশিবি,
সেই পাগলের সঙ্গ নিলে, তাপিত অঙ্গ জুড়াইবি ॥

৫। পাগলের শিরোমণি, হরিচাঁদ গুণ মণি ;
শান্তিপুর দিন রজনী, উদয় অক্ষয় রবি।
গোঁসাই গোলোকচন্দ্র মহানন্দ সেই পাগলে ভাবি ;
অশ্বিনী তোর চিত্ত সন্দ, একে কালে সব ঘুচাইবি ॥

৮১ নং তাল—আদ্ধা

প্রেম নগরে বাঁধগে বাসা।
প্রেমিকেরই সঙ্গ নিলে ছুট্‌বে না তোর প্রেমের নেশা ॥

১। প্রেমিক রাজার রাজ্যে যাবি, প্রেম প্রতিমা দেখ্‌তে পাবি ;
প্রেমানন্দে সুখে রবি, ঘুচবে না তোর প্রেম পিপাসা ॥

২। প্রেমের পোস্তায় প্রেমের পুরী, প্রেমের শয্যায় শয়ন করি ;
প্রেমিক গুরুর সঙ্গ করি, কর্‌গেরে মন প্রেম তামাসা ॥

৩। মিলাইয়া প্রেমের মেলা, দোলাইয়া প্রেমের দোলা ;
খেল্‌বিরে মন প্রেমের খেলা, পাতিয়া সেই প্রেমের পাশা ॥

দাঁড়িয়ে সেই প্রেমের তীরে, স্নান কর মন প্রেম সাগরে ;
ডুব দিলে সেই প্রেমের নীরে, ঘ'টবেরে তোর প্রেমের দশা ॥

৫। প্রেম রাজ্যের রাজা যিনি, হরিচাঁদ প্রেম শিরোমণি,
প্রেমের দোকান প্রেমের খনি, প্রেমিক মতুয়ার এই ব্যবসা

৬। প্রেমিক মহানন্দ বলে, হরিপ্রেম কি কথায় মিলে :
প্রেমিক তারক ডেকে বলে, অশ্বিনী প্রেম ভক্তিনাশা ॥

৮২ নং তাল—আদ্ধা

মন কাঁদে মন মানুষ ব'লে।
বিষম বিরহানলে, মনের আগুণ দিগুণ জ্বলে ॥

১। মন মানে না ধর্ম্মের শাসন, পুণ্য মুক্তি তুচ্ছ ভজন :
দে'খতে চায় মন মানুষ রতন, বয়ান ভাসে নয়ন জলে ॥

২। রুদ্র আগুন সইতে পারি, ব্রহ্ম আগুন তুচ্ছ করি :
বিচ্ছেদ আগুন সইতে নারি, প্রাণে মরি জ্ব'লে জ্ব'লে ॥

৩। মনের মানুষ মনোচোরা, মন না দিলে যায় না ধরা ;
মনের মানুষ ধ'রবি তোরা, ডুব দিগে তার রূপ সলিলে ॥

৪। মনের মানুষ পাবার লাগি, গোলোকচাঁদ হ'ল বিরাগী ;
হীরামন হয় সর্ব্বত্যাগী, প্রেমসাগরে সাঁতার খেলে ॥

৫। বলে গোঁসাই মহানন্দ, মনের মানুষ হরিচন্দ্র :
অশ্বিনী তুই অজ্ঞানান্ধ, দেখ্‌লিনা রূপ নয়ন মেলে ॥

৮৩ নং তাল—একতাল।

আমার হরিচাঁদের রূপের কিরণ, লেগেছে যার গায়।
ও তার রসে তনু ডগমগরে, ভাবে তনু ডগমগ, নয়ন দে'খ্‌লে চেনা যায় ॥

১। রূপ নেহারী ভক্ত যে জন হয়
ও তার চিত্ত চকোর হ'য়ে বিভোর চাঁদের সুধা খায়।
হ'য়ে অনুরাগী সর্ব্বত্যাগীরে, সুধাপানে মত্ত হয় ॥

২। গগন চাঁদে জগৎ আলো হয়,
আমার হরিচাঁদের কিরণেতে, মনের আঁধার যায়।
অগণিত রবি শশি, উদয় হরিচাঁদের পায় ॥

৩। কি কব সেই রূপের মাধুরী,
নয়ন পথে ছিদ্র পেয়ে, মন করে চুরি।
আমার সর্ব্বস্ব ধন, ক'রে হরণ, নয়ন পথে ঝলক দেয় ॥

৪। যার লেগেছে সে চাঁদের কিরণ :
দিবানিশি চাঁদের সুধা করে আস্বাদন।
ও সে প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন, ধূলায় গড়াগড়ি যায়॥

৫। গোলোকচাঁদ সেই চাঁদের রূপ হেরে,
ও তার হৃদয় আলোক, হ'য়ে পুলক পলক না মারে।
মহানন্দের বাণী শোন অশ্বিনী, তোর দরশনের সময় যায়

৮৪ নং তাল— একতালা

দয়াময় দীনবন্ধু হরি :
কত দয়া ক'র্‌ছ দয়ার বলিহারী।
তুমি আমার লাগিয়া হে,
ক্ষুধার অন্ন হ'য়ে, পিপাসা হ'লে পিয়াও বারি॥

১। কত সুমিষ্ট সুপক্ক হে,
ফল লক্ষ লক্ষ, আমা লাগি রাখ্‌ছ বৃক্ষোপরি।
কত চিনি সন্দেশ মিঠা, পায়স অন্ন পিঠা,
খাওয়াইতেছ আমায় অখিল পুরি॥

২। তুমি আমার কারণে হে,
বিবিধ বসনে, শয়নে দিতেছ শয্যা করি।
আমি যখন ঘুমে থাকি, মুদে দু'ট আঁখি,
তুমি এসে তখন হও প্রহরী ॥

৩। কত বিদ্যা বুদ্ধি দানে,হে,
সর্ব্বত্র সম্মানে, ক'রেছ আমায় মান্য মান ভারি,
আমায় দাসদাসী দিয়ে, গোঁসাইজি বানা'য়ে :
ক'রে দিলে তার আজ্ঞাকারী ॥

৪। তুমি আমারে তুষিতে হে,
সুখ শান্তি দিতে, দিয়েছ দারা কুমার কুমারী ॥
দিলে ঘর বাড়ী জমি, সুখের নাইক কমি,
অশেষ সুখ ভুঞ্জা'লে হরি ॥

৫। দয়াল মহানন্দ বলে হে :
প্রেমানন্দ মিলে অনুরাগী হ'লে ফকিরি,
গোঁসাই তারকচন্দ্র সুধায়, অশ্বিনী তুই সদায়,
হরিব'লে হ'গে প্রেমভিখারী

৮৫ নং তাল—আড়া

হরি পরাণ পুতুল আমার পরাণ পুতুল।
নয়নের মনি হরি, জীবন জাতি কুল॥

১। বসন ভূষণ হরি, হরি আমার হস্তের চুরি;
হরি আমার শঙ্খ শাড়ী, হরি কর্ণের দুল॥

২। হরি পতি হরি গতি, হরি আমার রতি মতি;
হরি আমার দিবারাতি, হরি নাকের ফুল।

৩। হরি মাতা হরি পিতা, হরি গুরু জ্ঞান দাতা;
হরি আমার পুত্র ভ্রাতা, হরি অনুকূল॥

৪। হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, হরি আমার কুল মান,
হরি আমার ধন প্রাণ, হরি সর্ব্ব মূল॥

৫। হরি আমার মহানন্দ, হরি আমার তারকচন্দ্র,
হরি বিনা নিরানন্দ, অশ্বিনী আকুল॥

৮৬ নং তাল—যৎ

গুরুর কাছে হুকুম নিয়ে, কাম রতির রণে দে হানা।
শু'ন না শু'ন না কারুর মানা॥

১। নিষ্কাম রথে আরোহণ করি, শম দম অশ্ব যুড়ি :
ধৈর্য্য ধনুক করে ধরি, সহজ বাণ কর যোজনা ॥

২। কামের সহায় কলি রাজা, যড়্‌রিপু তাহার প্রজা ;
জীবাত্মাকে দিচ্ছে সাজা, লুট ক'রে নেয় উপাসনা ॥

৩। ক্রোধ কলির সেনাপতি, দয়া মায়া নাই এক রতি,
সুমতির ঘটায় কুমতি, এক জোটে আছে ছয় জনা ॥

৪। হরি নামের ডঙ্কা মারি, অনুরাগের ত্রিশূল ধরি ;
তত্ত্বমসি তরবারি, ধারণ ক'রলে ভয় রবে না ॥

৫। দয়াল মহানন্দ বলে, গুরু পদে প্রাণ সপিলে :
শঙ্কা নাই তোর কোন কালে, অশ্বিনী কেন বুঝ না

৮৭ নং তাল—গড়খেমটা

উঠল ভাবসাগরে প্রেমের তুফান চ'ল্‌গে ডুবে মরি,
স্বার্থ বল ছাড়ি

১। যদি মর্‌তে পার মরার মত, হ'য়ে রূপের অনুগত ;
ত্যজিয়া সংসার অনিত্য, ভ্রান্ত মায়া ছাড়ি ;
তবে পাবি রতন, মনের মতন, অপরূপ রূপের মাধুরী ॥

২। ডুব দিয়ে যে না ছাড়ে উস, ঢেউ লেগে সে হ'য়েছে বেহুস্‌ ;
পেয়েছে সে মনের মানুষ, তারে কই ডুবারী ;
এবার জা'গ্‌লে পরে পাবা না রে, অধরে ধর সন্ধান করি ॥

৩। প্রেম লহরে রত্নাকরে, কাল মাণিক বিরাজ করে ;
ধ'র্‌তে হ'বে নিরিখ ধরে, ছেড়ে সব জাহিরী ;
হ'য়ে বেহাল, পথের কাঙ্গাল, মন মাতাল হওগে প্রেম
ভিখারী ॥

৪। পান কর প্রেম সুধাসিন্ধু, সই রেখে তোর নাদবিন্দু :
ইন্দু মাঝে বিরাজ করে, কিশোর কিশোরী ;
হ'লে প্রেমে আর্ত্তি, যুগল মূর্ত্তি, আনন্দে দেখ্‌বি নয়ন ভরি ॥

৫। প্রেমসাগরে অতল বারি, মহানন্দের ডু'ব্‌ল তরি ;
তারকচাঁদ কয় ডুবে মরি, ব'লে হরি হরি ;
অশ্বিনী কেন ব'সে রলি, অলসেতে দিন কাটালি, এ
সময় সয়নারে আর দেরী ॥

৮৮ নং তাল—গড়খেমটা

মন চোরা দুঃখ পাশরা দেখ্‌বি যদি তারে।
নিত্যধাম আনন্দ নগরে, চল যাই উজান মেরে॥

১। সে অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে, বিরাজ করে পরম রঙ্গে,
সাতার খেলে প্রেম তরঙ্গে, পুলক অন্তরে ;
সে যে প্রেমের বাধ্য ভবারাধ্য, মরিস্ কেন তপ
তপস্যা করে॥

২। যোগী ঋষি দিবানিশি, তত্ত্ব জ্ঞানী তত্ত্বমসি ;
সাধন করে বনে বসি, থাকি অনাহারে :
তবু পায় না দেখা, বাঁকা সখা, যতদিন প্রেম নাহি সঞ্চারে॥

৩। প্রেমানুগা হও মন আগে, ডা'ক্‌রে তারে অনুরাগে ;
কাজ কিরে তোর যোগে যাগে, সাধ্য সাধন করে ;
ছেড়ে সাধন ভজন পৈশাচ বৃত্তি, ব'সে থাক নিবৃত্তি আগারে॥

৪। ধন্য কলি যুগ ধন্য, জীবকে হইয়ে সুপ্রসন্ন :
জন্ম নিল শ্রীচৈতন্য, যশোমন্তের ঘরে ;
এবার নিহেতু প্রেম দিবার জন্য, এসেছে মানব দেহ ধ'রে॥

৫। ওড়াকান্দী নিত্য ধামে, মত্ত আছে সহজ প্রেমে ;
গেলে পরে ভাগ্য ক্রমে, দেখ্‌বি সে অধরে ;
গোঁসাই গুরুচাঁদের দয়া বিনে, অশ্বিনী দে'খ্‌বি কেমন ক'রে॥

৮৯ নং তাল— ঠুংরী

পথ ছাড়রে ছজন বাদী।
আমি দেখ্‌তে যাই হরি গুণনিধি ॥

১। পথে দিয়ে বিষয় কাঁটা, ব'সে আছে ছয় বেটা ;
একেত সংসারের লেটা, ঐ দুঃখেতে ব'সে কাঁদি ॥

২। হরি দরশনে যাব, যাস্‌ যদি আয় সঙ্গে নিব ;
প্রেমানন্দে সুখে রব, দে'খ্‌ব ঐ রূপ নিরবধি ॥

৩। তুইত আমার মিত্র ছিলি, তবে কেন শত্রু হলি :
করিস্‌ না আর জোয়ামালী, ভাল এবার চাওরে যদি

৪। হরি প্রেমের প্রেমিক হব, প্রেম সুধা লুটে খাব ;
যম বেটাকে ফাঁকি দিব, সে সুখের আর নাই অবধি ॥

৫। মহানন্দের দয়া হলে, দীনবন্ধু হরি মিলে :
অশ্বিনী তোর এই কপালে, ঘ'ট্‌বে কি অনাদির আদি

৯০ নং তাল—

কে বলেরে রিপু ছয় জন।
এরা গুরু সেবার মূল মহাজন

১। কামকে লাগাও গুরু সেবায়, ক্রোধ ভক্ত দ্বেষী জনায়,
লোভ সাধু সঙ্গে সদায়, করুক হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥

২। মোহ রূপ দরশনে, মত্ত থাকুক নিশি দিনে :
মদ হরি গুণ গানে, করুক সদা প্রেম আস্বাদন ॥

৩। মাৎসর্য্য মত্ত মাতঙ্গ, মহাভাবে দোলাক অঙ্গ :
যার গুণে হয় প্রেম অরঙ্গ, শীতল করে তাপিত জীবন

৪। দেহ চালায় এই ছয় জনে, নিবে নিত্য বৃন্দাবনে ;
দেখাইবে হরি ধনে, শঙ্করের সাধনেরই ধন ॥

৫। গুরু পদে মতি রাখ, সদায়ে সাবধানে থাক ;
অশ্বিনী তোর নাই বিপাক, পাবি হরির যুগল চরণ ॥

৯১ নং তাল—গড়খেমটা

যে জন রক্ষা করে পিতৃধন,
সেই সে ভবে বাপের বেটা বিচক্ষণ ॥
পিতৃধন না করে যতন, ও সে অধোপ্যাতে অভাজন

১। পিতৃধনের উপরে, হরিধন বিরাজ করে,
ল'য়ে রাসেশ্বরী, রাসবিহারী মহারাস করে,
যে জন অটল মানুষ, প্রেমে বেহুস, সেই করে রূপ দরশন

২। পিতৃধন রাখা বড় দায়, কইতে লাগে ভয় ;
চুম্বক লোহার আকর্ষণে নার লোহা খসায় ;
তেমনি মায়াবিনী চুম্বক লোহায়, পিতৃধন করে হরণ ॥

৩। নিষ্কাম সুখ বড় আনন্দ, তাতে নাই কামের গন্ধ ;
যে জন ভবে ক'রেছে সেই মদনকে বন্ধ,
ও তার হৃদয় দোলে প্রেমানন্দ, নিরানন্দ নাই কখন ॥

৪। ও যার গুরুতে আত্তি, ও তার অখণ্ড রতি ;
দিবানিশি দে'খ্তে পায় সে, রসরাজ মূর্ত্তি ;
সে প্রাপ্ত হ'য়ে প্রেম পিরীতি যুগল সেবার মহাজন ॥

৫। গোঁসাই তারকচন্দ্র কয়, যে জন উর্দ্ধরেতা রয়,
কাম গন্ধ হীন প্রেম পিরীতি, সেই সে প্রাপ্ত হয়,
ওরে অশ্বিনী মোহিনীর মায়ায়, কাম কুপে হ'লি পতন ॥

৯২নং তাল—একতালা

ধন্যরে যুগ পুষ্পবন্ত কলিকাল।
মানব দেহ ধরি দয়াল হরি হ'ল যশোমন্ত দুলাল ;

১। শ্রীধাম ওড়াকান্দি হরি, হ'ল পরকাশ :
পাপ তাপ দূরে গেল, তিমির বিনাশ,
ভকত চকোর যারা সুধাপানে মাতোয়ারা,
পেয়ে প্রেম সুধারস, জগৎ হইল বশ,
প্রেমানন্দে বাড়ায়ে উল্লাস (হায় গো)
পূ'র্‌লরে মনের অভিলাষ, ফির্‌লরে চাঁদের কপাল ॥

২। অনর্পিত চরিং চিরাৎ, যে ধন বাকী ছিল,
এই না দয়াল অবতারে, সে ধন বিলাইল,
কেউ না বাকী র'ল, প্রেম সুধা সবে পেল ;
যারে দেখে আপন কাছে, করে ধরে প্রেম যাচে :
এমন দয়াল আর কি ভবে আছে (হায় গো)
জীবের কর্ম্ম বন্ধ গেল ঘুচে, এলারে পরম দয়াল ॥

৩। নাম সিন্ধু করি মন্থন, হরি গুণ মণি,
উঠাইল প্রেম সুধা সুরস নবনী,
ল'রে সব ভক্তগণ, করে প্রেম বিতরণ,
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন, পেয়ে নাচে সর্ব্বজন,
অনুদিন বাড়ে অনুরাগ (হায় গো)
প্রেমে তনু ডগমগ হ'লরে মত্ত মাতাল ॥

৪। নদীয়ার চন্দ্র হরি, নদীয়া ছাড়িয়ে ;
পুনরায় হ'ল উদয়, ভক্তগণ ল'য়ে ;
ভক্তগণ ল'য়ে সাথে, কলুষ নাশিতে :
নব রসের গোরা, প্রেম রসে মাতোয়ারা,
দুনয়নে বহে প্রেমধারা (হায় গো)
ও সেই ব্রজ গোপীর মনোচোরা, এলরে সেই নন্দদুলাল ॥

৫। হরি প্রেমের প্রেমিক আমার তারক মহানন্দ ;
অকাতরে বিলাইতেছে, হরি প্রেমানন্দ ;
উদিত হরিচন্দ্র, ঘুচিল তমঃ সন্দ :
প্রেমানন্দ বাড়িল, নিরানন্দ ছাড়িল,
প্রেমানন্দে ধুলায় গড়ি যায় (হায় গো)
হরি প্রেমধন পেল সবায়. পেলনা অশ্বিনী কাঙ্গাল ॥

৯৩নং তাল—একতালা

দয়া করি এস হরি দয়াময়।
প্রিয় ভক্তের সঙ্গে, রস রঙ্গে, এস হৃদি আঙ্গিনায় ॥

১। এই বাসনা রাত্রি দিনে, বসা'য়ে আঙ্গিনে,
শ্রদ্ধারস, সচন্দন, দিব ঐ চরণে,
তাই বা হবে কেন, নাহি মম ভক্তি ধন,
মনে মম এই সাধ, কমলা সেবিত পদ

মনোসাধে হেরিব নয়নে, (হায় গো)
এই বাসনা রাত্রি দিনে প্রাণ স'পে দিব ঐ পায় ॥

২। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে, কীর্ত্তনরূপ হরি,
প্রেমানন্দে, কর কীর্ত্তন, আমি শ্রবণ করি,
প্রেমানন্দে ভাসিব, হাসিব, কাঁদিব,
প্রেম সাগরে অতল নীরে, ডুব দিব বিরাগভরে :
পুনঃ ফিরে না আসিব, ঘরে, (হায় গো)
দেখ্‌ব ওরূপ নয়ন ভরে, বাসনা মম হৃদয় ॥

৩। উচ্চৈঃস্বরে কর কীর্ত্তন, খোল করতাল ল'য়ে,
আমার মন পাষণ্ড, হবে দলন, সে ধ্বনি শুনিয়ে,
শুনে মধুর হরিনাম, পুরাবো মনোষ্কাম ;
শুনে হরি সিংহ রব, পলাইবে রিপু সব,
সিংহ ডরে যেন করী ধায়, (হায় গো)
কাম রিপু হবে পরাজয়, কি ক'র্‌বে রবির তনয় ॥

৪। হৃদি আকাশ ঈশাণ কোনে, হও এসে উদিত,
অনুক্ষণ বরিষণ কর প্রেমামৃত,
মন মতি চকোর, সুধা পিয়ে বিভোর,
পিয়ে হরি প্রেম সুধা ঘুচাইবে ভব ক্ষুধা,
মায়া ধাঁধাঁ হবে বিসর্জ্জন (হায় গো)
দেখিব ও রূপ ভুবন মোহন, মোহন চূড়া হে'ল্‌বে বায়

৫। গোলোকচন্দ্র, তারকচন্দ্র, প্রেমিক মহানন্দ,
অন্তরঙ্গ ভক্ত ল'য়ে, করে প্রেমানন্দ,
প্রেমানন্দ আসিবে, নিরানন্দ নাশিবে,
কলির কলুষ দাগ, যাবে দশ ইন্দ্র যাগ,
অনুরাগে ছাড়, হুহুঙ্কার (হায় গো)
অশ্বিনী তোর মনের বিকার ঘুচ্‌বে শ্রীগুরুর কৃপায় ॥

৯৪ নং তাল—কাওয়ালী

মান অপমান যাহার সমান, তার মত আর মানী কে ;
শুভ অশুভ সমজ্ঞান, তার তুল্য নাই ত্রিলোকে ॥

১। তৃণ হ'তে সুনীচেন, তার কাছে নাই অভিমান ;
প্রাপ্ত হ'য়ে তত্ত্বজ্ঞান, ভাসে প্রেম পুলকে ॥

২। তরুরেব সহিষ্ণুতা, অমানীণ মান দাতা ;
সদায় বলে হরিকথা, অন্য বুলি নাই মুখে ॥

৩। সুখে দুঃখে সদায় খুসী, ভুক্তি মুক্তি হয় তার দাসী ;
ধর্ম্ম পুণ্য দিবানিশি, স্থান দিতে চায় মস্তকে ॥

৪। তাতে না হয় বশীভূত, মহা ভাবেতে উন্মত্ত ;
জীব্‌কে দিতে গুরুতত্ত্ব, ভ্রমণ করে ভূলোকে ॥

৫। নিজের হেতু নাইক মোটে, জীবের জন্য ভবের হাটে ;
হ'য়ে জীবের পারের মুটে, জীবকে পাঠায় গোলোকে ॥

৬। মহানন্দ হ'য়ে দৈন্য, কেঁদে ফিরে জীবের জন্য ;
অশ্বিনী তুই ভক্তি শূন্য, মত্ত হ'লি ঐহিকে ॥

৯১ নং তাল—একতালা

কি মধুর নাম আ'ন্‌লেন হরি, জীবের ভাগ্য ক্রমে ;
নামে জগৎ মাতিল, বাকী নাহি র'ল, মধুর হরিনামে ॥

১। এযে অনর্পিত নাম, হরি গুণধাম, অর্পিলেন ধরাধামে ;
ক'র্‌তে পাষণ্ড দলন, যশোমন্ত নন্দন, মজাল রাধা প্রেমে ॥

২। পিয়ে হরিনাম সুধা, গেল ভব ক্ষুধা, পাষণ্ড হৃদয় রমে ;
আহা না কর বিরাম, মধুর হরিনাম লওরে দোমে দোমে ॥

৩। নাম ব্রহ্মার বাঞ্ছিত, তুলনা রহিত, অবর্ণিত বেদাগমে,
এবার নামের কল্লোলে, প্রেমের হিল্লোলে, ঢেউ উঠেছে
ব্যোমে।

৪। নামে প্রেম সুধা ক্ষরে, জপরে অধরে, জারিবে
লোমে লোমে ;
এ নাম অতি সুমধুর, মধুর মধুর, অপার মহিমে ॥

৫। এ যে দয়াল অবতার, হরিচাঁদ আমার প্রেম বিলায় অধমে ;
মূঢ় অশ্বিনী যে কয়, দেখা দাও আমায়, রাইকে ল'য়ে বামে

৯৬ নং তাল—একতালা

হারে ও তম দূর হলো, হরিচাঁদের আগমনে।
যত ভকত চকোর, প্রেমেতে বিভোর মত্ত সুধা পানে ॥

১। এ চাঁদ অতি সুনির্ম্মল, বড় সুশীতল, হেরিলে নয়নে।
করে প্রেমে মাতোয়ারা, দুনয়নে ধারা, বহে রাত্রি দিনে ॥

২। এ চাঁদ ক'র্লে দরশন, কিম্বা পরশন, যে করে যখনে।
ও তার কুল মান রাশি, অমনি পড়ে খসি, দাসী হয় চরণে ॥

৩। এ চাঁদ গোলোকেতে ছিল, ভূলোকেতে এলো, পুলকিত মনে।
ও চাঁদ কাউরে নহে বাম্, সবার মনস্কাম, পুরায় নিজগুণে ॥

৪। এ চাঁদ হইয়ে সদয়, ভূতলে উদয়, যশোমন্তের ভবনে।
এ চাঁদ অনাদির আদি, গেলে ওড়াকান্দি, দে'খ্‌বি বর্ত্তমানে ॥

৫। দয়াল মহানন্দ কয়, হরিচাঁদ উদয়, জীবের ভাগ্য গুণে।
যাবে তম সন্দ তোর, অশ্বিনী বর্ব্বর, হরিচাঁদের কিরণে ॥

৯৭ নং তাল—ঠুংরী

বাঁকা সখা হরি হে, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ।
আমি জঙ্গলে, জঙ্গলে, ফিরি কাঙ্গাল পানে, চেয়ে দেখ॥

১। না দেখিলে প্রাণে মরি, বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে নারি :
তবে জ্বালা সহিতে পারি ; তুমি যদি সুখে থাক॥

২। তুমি আমার গুণ মণি, মন ভুলানে তনু খানি :
তাইতে ওরূপ দিন রজনী, দে'খ্‌তে চায় মোর মন চাতক॥

৩। ভকত চাতক যত, তব রূপের অনুগত ;
যে হয় তোমার মনের মত, দিবানিশি তার, হৃদয়ে থাক॥

৪। গোলোকচাঁদ সেই রূপ দেখি, পাল্‌টীতে নারে আঁখি ;
ভক্তের হৃদয় সদায় থাকি, ঘুচালে ভক্তের দুঃখ॥

৫। মহানন্দ হেরে সে রূপ, জন্মের মত দিয়াছে ডুব :
অশ্বিনী দে'খ্‌লি না সে রূপ, ঘুচ্‌ল না সংসারের পাক॥

৯৮ নং তাল—গড়খেমটা

মরি তাই ভেবে মোর, আর কি সে দিন হবে।
যখন বাল্যকালে, মায়ের কোলে, ছিলাম সুনির্ম্মল স্বভাবে

১। পিতামাতা তুষ্‌ত আমায় আনন্দ উৎসবে,
আমি কান্না নিলে, কর্ণমূলে, হরির নাম শুনাইত মধুর রবে ॥

২। মেরেছি ধরেছি কত, চঞ্চল স্বভাবে।
তবু নাইক কষ্ট, সদায় তুষ্ট কত রস খাওয়াইত মিষ্ট ভেবে ॥

৩। গিছে বয়স বেড়ে, সে ভাব ছেড়ে যৌবনের প্রভাবে :
পেয়ে পুত্র দারা, সে ভাব হারা, ডুবেছি সংসার রৌরবে ॥

৪। গুরুর তবিল না হ'ল মিল, গ'ণে দেখি এবে ;
আমি হুজুরে কি জবাব দিব, যখন এসে হিসাব ল'বে ॥

৫। মহানন্দের বাণী, শোন্ অশ্বিনী, মরিস না আর লোভে ;
তোর স্বভাব গেলে, অভাব যাবে, প'ড়ে থা'ক্‌গে
গুরুচাঁদকে ভেবে ॥

৯৯ নং তাল—গড়খেমটা

এ মহাদেশে, তার হরির অভাব কিসে ॥
ও যার চরিত্র পবিত্র হৃদয়, সদা প্রেমানন্দে ভাসে ॥

১। জলে হরি স্থলে হরি, হরি হৃদয় বাসে ;
ওরে অনলে অনিলে হরি, হরিরূপ রসে গেছে মিশে ॥

২। যার হরিকথা হৃদয় গাঁথা, তার তুলনা কিসে ;
ও সে হরিকথা কইতে কইতে, নয়ন জলে বয়ন ভাসে ॥

৩। হরিনামামৃত অবিরত পান করে যে ব'সে ;
হ'য়ে নামে রুচি সর্ব্ব শুচি, নেচে বেড়ায় বেহাল বেশে ॥

৪। হ'য়ে নামে নিপুণ, নিদ্রা মৈথুন তাড়িয়াছে দ্বেষ দিসে ;
হ'য়ে পাগল পারা, মাতোয়ারা, একবার কাঁদে একবার হাসে

৫। মহানন্দ, পাগ্‌লা ছন্দ, প্রেম দিয়ে কাম নাশে ;
অশ্বিনী তুই রইলি ভুলে, হরি প্রেম ঘট্‌লনা তোর কর্ম্মদোষে

১০০ নং তাল—ঠুংরী

বড় ভাব লাগায়ে গেলি মনে।
প্রেমে তনু ডগমগ ধারা বয় নয়নে রে ॥

১। তোর ভাবনা ভেবে মরি, ধৈর্য্য হ'তে নাহি পারি ;
কি করিতে কি না করি, ভাবি নিশি দিনে (রে) ॥

২। তোর ভাবনা যার অন্তরে, সে কি ঘরে রইতে পারে ;
তার দিবানিশি পরাণ পোড়ে, তোর ভাবনাগুণে রে ॥

৩। তোর ভাবনা বক্রেগতি, মানুষ করে ছন্নমতি ;
তার হৃদয় জ্বলে বিষের বাতি, প্রবোধ নাহি মানে রে।

৪। ভাবনা রোগ হ'ল বৃদ্ধি, কিঁ করিবে মহাঔষধি ;
ভাবনা রোগের নাইক বিধি, আয়ূর্ব্বেদ নিদানে রে ॥

৫। মহানন্দের ভাবনানল, হৃদ্ মাঝারে হ'ল প্রবল ;
অশ্বিনীর মন করে চঞ্চল, ওরূপ অদর্শনে রে ॥

১০১ নং তাল—আড়া

আপন বলিতে আমার, কেউ হ'লনা ভবে।
যারে এত ভালবাসি, সেও ডুবায় রৌরবে ॥

১। যার সুখের আশে, আশাময় আকাশে,
চাঁদ ধ'র্ব বলে উঠিলাম হরিষে।
সেও করিয়া ছল, দিল রসাতল, পরিণামে কি হবে

২। যাহার জন্যেতে ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতে;
অর্থ সঞ্চয় করি সে দুঃখ নাশিতে,
সেও হ'য়ে বৈমুখ, দিল অশেষ দুঃখ, এখন মরি ভেবে ॥

৩। সাধু সঙ্গে নাহি হ'ল সৎ অন্তর, অসৎ সঙ্গে হ'ল
সদায় বিহার,
যে আনিল মোরে, এ ভব সংসারে;
তারে গণিনা গৌরবে ॥

৪। দীনবন্ধু হরি সকরুণ স্বরে'
সুধা করে ল'য়ে ডাকিল আমারে;
নাহি চাহিলাম ফিরে, করমেরই ফেরে অকুলে মরিলাম
ডুবে ॥

৫। দয়াল মহানন্দ, প্রেম সুধা ল'য়ে,
ঐ যে চ'লে গেল যাচিয়ে যাচিয়ে,
তাহে না ভজিলাম, গরলে মজিলাম, অশ্বিনী মরিল লোভে ॥

১০২ নং তাল—ঠুংরী

দেহ পবিত্রময় হ'লে হৃদয়, সেই দেহে হয় ভাবের উদয়।
অপবিত্র দেহ হ'লে, তারে দে'খ্‌লে মহাভাব লুকায় ॥

১। ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন, ভাবুক জনে কয়,
ভাবের ভাবুক যারা, জানে তারা, ভাব ছাড়া হরি নাহি রয়,
ইহা সাধু শাস্ত্রে কয়॥

২। সদানন্দ হরি আমার ভাবুকের হৃদয়,
যোগী হৃদয় নচ নচ বৈকুণ্ঠ আলয়,
হরি ভক্তের কাছে রয়॥

৩। ভাবিলে ভাবুকের দেহে কত ভাব উদয়,
ভাব যোগ্য দেহ হ'লে, শেষে হরিচাঁদকে পাওয়া যায়,
ইহা কভু মিথ্যা নয়॥

৪। ভাবের পাগল, প্রেমে বিভোল, আনন্দ হৃদয়,
ও সে প্রেমানন্দে সাঁতার খেলে, ধূলায় গড়ি যায়,
কত কেঁদে বুক ভাসায়॥

৫। প্রেমের পাগল মহানন্দ প্রেমধন বিলায়,
জগৎ ভরি পেল সে প্রেম, একবিন্দু অশ্বিনী না পায়,
ও তার কঠিন হৃদয়॥

১০৩ নং তাল—ঠুংরী

হরি তোমারই তুলনা তুমি।
কোন্ গুনে কার সনে, হরি তুলনা করিব আমি॥

১। সোনা, চুনি মনি, পরশ পাথর জানি,
তব রূপ সনে, কিসে বল গণি,
তুমি গুণময়, অন্ত কেবা পায়, অনন্তময় অন্তর্যামী ॥

২। ইন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য, তুমি সবার পূজ্য,
তোমার লাগিয়া সব করি ত্যজ্য,
দেব মৃত্যুঞ্জয়, হ'য়ে নিরাশ্রয়, তোমারই আশায় বেড়ায় ভ্রমি।

৩। অনাদির আদি, তুমি গুণনিধি,
বেদ বেদাঙ্গ বিধাতার বিধি,
তুমি গুণাকর, গুণের সাগর, স্থাবর জঙ্গম ভূমি ॥

৪। লক্ষ্মী দাসী যার, ভাণ্ডারী কুবের,
অনন্ত গুণময় শিরোমণি শিবের,
বিপদ ভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন, জগৎ রঞ্জন জগৎ স্বামী ॥

৫। প্রেম সম্বন্ধে বলে মহানন্দে,
ব্রহ্মা শিব যারে, করযোড়ে বন্দে,
তুল্য নাহি যার, মহিমা অপার, অশ্বিনী কীটস্থ কীট কৃমি ॥

১০৪ নং তাল—কারফা

তার রূপের কথা গুণের কথা বলা ভুল।
তার কি গুণ কব, কি বর্ণিব, অনাদি যার পায় না মূল

১। তার রূপের কথা, ব'ল্‌ব কোথা, চাঁদ সূর্য্য নয় সমতুল ;
ও তার অবর্ণিত রূপ রাশি, রূপ সাগরের নাহি কূল ॥

২। তার গুণের কাছে, কি গুণ আছে, সেই গুণেতে দিব তুল ;
সেত গুণাতীত, গুণমণি, যার গুণে জগৎ আকুল ॥

৩। অনন্ত না পেল অন্ত, মহিমা ভেবে এক ধূল,
ও সে বর্ণেশ্বরী বর্ণেহারী, সমর্পিল জাতিকুল ॥

৪। ও তার রূপ গুণের শেষ, না পেয়ে শেষ,
পাতালেতে ক'র্‌ল স্থূল।
ও তার নাম মাহাত্ম্য ব্রহ্মার সুত, জান্‌তে গিয়ে নামাকূকুল ॥

৫। বলে স্বামী মহানন্দ. অশ্বিনী তুই হ আউল ;
ও তুই কি সুখ পেয়ে ভুলে রলি. দেখে ভবের শিমুল ফুল।

১০৫ নং তাল—গড়খেমটা

গুরু পুণ্য ফাঁসি গলায় দিলে ধর্ম্মবেড়ী পায়।
লয়ে তত্ত্বমসি দাঁড়াও আসি,
যাত্তে মোর মুক্তির বন্ধন কেটে যায় ॥

১। ভুক্তি মুক্তি দুই চাপ্‌ড়াশী,
আমায় ভোগ বিলাসে, অষ্টপাশে বাঁধ্‌তে চায় আসি,
তাই দেখে চিন্তা মহিষী, নয়ন জলেতে বয়ন ভেসে যায় ॥

২। নিবৃত্তি নামেতে ভগিনী,
আমার বন্ধন দেখে, মনদুঃখে হয় বিষাদিনী,
আমার শান্তিময়ী জননী যিনি, ঐ দুঃখে পাষাণে বুক
বেঁধে রয় ॥

৩। গুরুকৃপা সত্যের কাছারী,
হ'য়ে শশব্যস্ত, এই দরখাস্ত করি হুজুরী,
যেন স্বর্গ জেল এড়া'তে পারি, নিবেদন করি গুরুর
রাঙ্গা পায় ॥

৪। বিবেক নামেতে ভাই আমার,
আপীল ক'র্‌তে প্রেম বিলাতে হ'লেন অগ্রসর,
রেখে অনুরাগ ভক্তি জুরিদার, শ্রদ্ধা অর্থব্যয় ক'র্‌ল
এ মামলায় ॥

৫। তারকচাঁদ, কেঁদে কেঁদে কয়,
এই মানসা ওড়াকান্দি, হরিচাঁদের পায়,
অশ্বিনী যদি খালাস হয়, চির দাস করে নিব রাঙ্গা পায় ॥

১০৬ নং তাল—গড়খেমটা

তুমি নাই রূপে কানাই, তোমায়ে পলকে হারাই।
আড়ালে লুকা'য়ে রলি, খুজে নারে পাই,
কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাই ॥

১। তুইরে আমার চক্ষের মণি, বক্ষের ধন দুঃখ হানি,
মরিরে মোর গুণমণি, ল'য়ে তোর বালাই ॥

২। আমারে কাঁদা'লে দুঃখে, তুমি যদি থাক সুখে,
দুঃখের বোঝা দাও আমাকে, বহিয়া বেড়াই ॥

৩। সুখময় সুখের নিধি, সুখে থাক নিরবধি,
আমি দুঃখে থাকি যদি, তাতে ক্ষতি নাই ॥

৪। ভুক্তি মুক্তি সুখ শান্তি, তাতে সুখ নাই এক ক্রান্তি,
তুমি যাতে থাক শান্তি, তার মত সুখ নাই ॥

৫। তারকচাঁদ ডেকে বলে, অশ্বিনী তুই অবোধ ছেলে,
যত্ন বিনে রত্ন মিলে, কভু শুনি নাই ॥

১০৭ নং তাল—কারফা

চলরে স্বদলে সেই ভজন বাদীর রণস্থলে।
এ রণে না জয়ী হইলে, পড়্‌বিরে বিষম গোলমালে।

১। কর শত্রুর ষড়যন্ত্র, শুদ্ধ রেখ হৃদয় যন্ত্র,
ছেড়ে অন্য তন্ত্রমন্ত্র (হরি) নামের কামান লওরে তুলে॥

২। শ্রদ্ধা রথে কর রথী, বিবেক বন্ধু সেনাপতি;
মন পবন কর সারথি, চ'ল্‌বে রথ তালে তালে॥

৩। রণে পাঠাও মন মাতঙ্গ, রণে যেন দেয় না ভঙ্গ,
বিপক্ষের সেনা অনঙ্গ, যেন তার রণে পড়ে না চ'লে॥

৪। অনুরাগকে পাঠাও রণে, যুদ্ধ করুক ক্রোধের সনে;
বিনাশ করুক সহজ বাণে, শঙ্কা যায় সেই ক্রোধ মলে॥

৫। লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, তারে মারুক ধৈর্য্য সহ্য,
হবে দেহে সিংহ বীর্য্য, গুরুর পদে প্রাণ সঁপিলে॥

৬। অশ্বিনী তোর কিসের সন্দ, সহায় গুরু মহানন্দ,
শক্তি দিচ্ছে গোলোকচন্দ্র, যার হুঙ্কারে পাষাণ গলে॥

১০৮ নং তাল—গড়খেমটা

বাম করে ধর ভাবের গোবর্দ্ধন।
আমার অজ্ঞান ইন্দ্রের, ঝড়ি বৃষ্টি ঘুচাও হে মধুসুদন॥

১। জীবাত্মা ব্রহ্মার ভ্রান্তি দূর, কর হে কাঙ্গালের ঠাকুর,
আমার মুক্তিরূপ জমাল বৃক্ষ করহে সংচুর :
আমার হৃদ কদম্ব তরুমূলে গো,
প্রেম ধারার সঙ্গে হও যুগল মিলন॥

২। মাৎসর্য্য কংশ যে অসুর, ক্রোধরূপ তৃণাবর্ত্তসুর,
আমার লোভ মোহ, অঘা বকা নাশ কর ঠাকুর,
আমার কাম কালীয় কর দমন গো,
হিংসারূপ পুতনা কর নিধন॥

৩। জ্ঞান মিশ্রানন্দালয়ে যাও, আনন্দে নন্দের বাঁধা বও,
আমার মতি যশোমতীর কোলে, গোপাল বেশে রও,
তুমি বাৎসল্য রস নবনী খাও গো,
সঙ্গেতে ল'য়ে সখ্য রাখালগণ॥

৪। আত্মারূপ বলা'য়ের সনে যাও মোদের সাধন তাল বনে,
আমার মদান্ধকার, বৃষাসুরকে বধ কর প্রাণে,
নববিধ ভক্তি ধেনুগণে গো,
আনন্দে চরাও হৃদি বৃন্দাবন॥

৫। হরিচাঁদ রূপে অবতার, করিলে কলির জীব নিস্তার,
মহানন্দ রূপে গুরু, নিলে দেহের ভার,
গোঁসাই তারকচাঁদের বাঞ্ছা এবার গো।
অশ্বিনী পায় যেন যুগল চরণ ॥

১০৯ নং তাল—গড়খেমটা

জগৎ পাগল ক'র্‌তে পাগল এল পাগল হরিচাঁদ।
পাগলে পাগল করে পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ ॥

১। পাগলে পাগলে মেলা, হ'তেছে পাগলের খেলা,
সহজ পাগল হরিচাঁদ মোর নিশরিকালা,
ও তার করণ ধারী, নির্ব্বিকারী, মত্ত পাগল গোলোকচাঁদ

২। সেই ফাঁদে বেঁধে হীরামণ, দশরথ মৃত্যুঞ্জয় লোচন,
পাগল হ'ল সর্ব্বস্বধন, দিয়া বিসর্জ্জন,
পাগল মহানন্দ, তারকচন্দ্র, আর এক পাগল বদনচাঁদ ॥

৩ জু'টে সব ভাবের পাগল, প্রেমরসে হ'য়ে বিভোল,
পুরুষ নারী ক'র্‌ল পাগল, ব'লে হরিবোল,
ল'য়ে পাগল সবায়, যোল কলায় ওড়াকান্দি পূর্ণ চাঁদ ॥

৪। শুনে পাগলের হুহুঙ্কার, নাচে ঐ পাগল দিগম্বর,
মিলেছে পাগলের মেলা, আনন্দ অপার,
জীবের শঙ্কা গেল, হরিবল, পারের কর্ত্তা পাগলচাঁদ ॥

৫। নিলে সেই পাগলের সঙ্গ, উ'ঠ্‌বে তোর প্রেমতরঙ্গ,
তালে তালে নাচবেরে মন, মত্ত মাতঙ্গ ;
অশ্বিনীর জুড়াবে অঙ্গ, ডেকে বলে তারকচাঁদ ॥

১১০ নং তাল—একতালা

হরি প্রেম বন্যা এসে ভেসে যায়।
আমার জ্ঞান মার্গ, চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম পুণ্য হ'ল ক্ষয় ॥

১। হরিনাম পবন ডেকেছে, সাগরে তুফান চেতেছে,
যত অভিমানী কর্ম্মী জ্ঞানীর, নৌকা ডুবেছে,
তারা কুল পাব কুল পাব ব'লে গো,
হরি প্রেম পাথারে সাতার খেলায় ॥

২। মহাভাব মেঘেরই উদয়, অনুরাগ দেওয়া গর্জ্জে তায়,
নব রসের বৃষ্টি হয়ে, ধরা ভেসে যায়,
হ'ল নাম সংকীর্ত্তন শিলা বর্ষণ গো
মন্ত্র বীজ শস্যাদি হইল লয় ॥

৩। যত সব ফলাফল ছিল, মূল সহ ভাসাইয়া নিল,
আমার মুক্তি তরুর মূলে ভেঙ্গে, বন্যায় ডুবাল,
যত বৈদিক ক্রিয়া, গেল ধু'য়ে গো,
তাই দেখে চিত্রগুপ্ত অবাক হয়॥

৪। প্রেম বন্যা প্লাবিত হ'য়ে, ত্রিভুবন গেল তলাইয়ে,
গোঁসাই মহানন্দ, তারকচন্দ্র, যায় জোয়ার দিয়ে,
গোঁসাই গোলোকচন্দ্র মকর হ'য়ে গো,
হুঙ্কারে কাম কুম্ভীর তাড়িয়ে দেয়॥

৫। হরিচাঁদের ভক্ত যত, দেখে সেই প্রেম বন্যার স্রোত,
পরমহংস হয়ে কেলী করে, হ'য়ে উন্মত্ত,
গোঁসাই মহানন্দ ব'ল্‌ছে ডেকে গো,
অশ্বিনী ডুব দেরে প্রেমের গোলায়॥

১১১ নং তাল—একতালা

হরি প্রেম সাগরে বান ডেকেছে, ঘটেছে মহা প্রলয়।
হয়ে, নামের পূবন, উঠল তুফান, ভীষণ প্রলয় হ'য়েছেরে

১। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে, যে প্রলয় না ছিল,
এবার কলির শেষে, হরিচাঁদ এসে সেই প্রলয় ঘটা'লরে॥

২। আইল প্রেমেরই বন্যা, বীজ মন্ত্র নাশ হ'ল।
এবার তা দেখিয়া, পঞ্চ জনার আনন্দ বাড়িল রে॥

৩। যে দিন শ্রীধাম ওড়াকান্দি, হরিচাঁদ উদয় হ'ল ;
জীবের চিত্ত সন্দ, কর্ম্ম বন্ধ, সকল ঘুচে গেলরে॥

৪। ওড়াকান্দির প্রেমের বন্যায় তরঙ্গ বাড়িল,
ও সে নারিকেল বাড়ী ডুবু ডুবু, জয়পুর ভেসে গেলরে॥

৫। প্রেমের বন্যায় পাক পড়িয়া, উথ'লে উঠিল,
গোঁসাই দশরথ লোচন, গোলোক হীরামন, মৃত্যুঞ্জয়
ঝাঁপ দিলরে।

৬। অভিমানী কর্ম্মী জ্ঞানী, যারা বাকী ছিল,
এবার প্রেম সাগরের ঢেউ লাগিয়া, তারা সব ডুবিল॥

৭। ডেকে বলে মহানন্দ, কি আনন্দ হ'ল :
এবার অশ্বিনী বিহনে প্রেমে জগৎ মাতিল॥

১১২ নং তাল—গড়খেমটা

যে দিন গুরু কৃপা ক'রেছে,
আমার ভ্রান্তি মসি; তম নিশি, সেই দিন সুপ্রভাত হ'য়েছে
আমার হৃদাকাশে চিদানন্দ, রবি উদয় হ'য়েছে॥

১। হেরে আনন্দ ভাস্কর, ভয় পেয়ে ছয় রিপু তস্কর,
ভেবে তারা বিষম দুষ্কর, হারে পলা'য়ে গিয়াছে,
আমার হৃদ সরোজে, শান্তিময়ী পুষ্কর বিকাশ হ য়েছে ॥

২। পূর্ব্বাহ্ন কি সায়হ্ন, আমার সব ঘুচে হ'ল মধ্যাহ্ন,
শ্রীগুরুর কৃপা ধন্য, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা ক'রেছে,
তাইতে না পেলাম ঠিক, সন্ধ্যা আহ্নিক, আত্মা তন্ময় হ'য়েছে ॥

৩। পোহাল তমঃ নিশি, অনুরাগ এক সিংহ আসি,
চিত্ত গিরি শৃঙ্গে বসি, হারে সে হুঙ্কার ক'র্তেছে,
আমার কাম ক্রোধরূপ, হস্তী শার্দ্দুল, ভয়ে পলা'য়ে গিছে ॥

৪। হেরে সেই রূপের আলো, নিরানন্দ উলুক লুকাইল,
জ্ঞান আত্মার মত্ততা গেল, জ্ঞান শূন্য বিরাগ এসেছে,
তারা আলোক পেয়ে, পুলক হ'য়ে দোহে নৃত্য কর্তেছে ॥

৫। দয়াল মহানন্দ কয়, আমার হরি সূর্য্য হ'ল উদয় ;
কুআশা কুতম লুকায়, জীবের আর ভাবনা কি আছে ;
ভেবে অশ্বিনী কয় হরি বিনে, ভবে বন্ধু কে আছে ॥

১১৩ নং তাল--আদ্ধা

গুরু পতির ব'সে বামে।
ও তোর এ দেহ দক্ষিণা দিয়ে, যেও না দক্ষিণাশ্রমে ॥

১। গুরু সন্তোষ অন্তঃপুরে, ব'সে থাক্ মন জ্যোতির ঘরে,
তবে ঐহিকে পরপুরুষ তোরে, ছোবেনা মন কোনক্রমে ॥

২। গুরু শাসন শাশুড়ীর পায়, ভক্তি রেখ রে মন সদায়;
তবে বধূভাব হইবে উদয়, থা'ক্‌বিরে মন শান্তিধামে ॥

৩। গুরুচিন্তা শঙ্খ শাড়ী, সাধ ক'রে মন ধারণ করি,
গুরুকৃপা শয্যায় শয়ন করি, ম'জে থাক্ মন গুরুর প্রেমে

৪। গুরু পতি ক'র্‌লে রমণ, পুত্র হবে মনের মতন,
ও তোর অনুরাগ হইবে নন্দন, কন্যা হবে ভক্তি নামে ॥

৫। তারকচাঁদের বাক্য ধর, গুরু পতির করণ কর,
স্বামী মহানন্দের দয়া বড়, অশ্বিনী, কেন ডুব্‌লি ভ্রমে ॥

১১৪ নং তাল—একতালা

হরিচাঁদ প্রেমের আগুণ লা'গ্‌ল গায়।
আমার হৃদ কাননে, আগুণ লেগে, ধর্ম্ম মন্দির দগ্ধ হয় ॥

১। মন্দিরে পুণ্য ধন ছিল, ও তা পুড়ে ছাই হ'ল,
আমার সাধন ভজন, গিল্টির গহনা, সব পু'ড়ে গেল;

আমার ঘৃণা আসন লজ্জা বসন, গো,
এক কালে পুড়ে হ'ল ভস্মময় ॥

২। অনলের সহায় মন পবন, প্রেম ঘৃত ঢা'ল্‌ছে গুরু ধন,
আমার হিংসা নিন্দা, মহিষ গণ্ডার, মল অগনণ,
ও সে কাম বাঘিনী ত্য'জ্‌ল জীবন গো
ক্রোধ গজ পুড়ে ধরণী লোটায় ॥

৩। কুলমান পড়সী যারা, দেশ ছেড়ে পলা'ল তারা,
আমার মুক্তিবাগে, আগুণ লেগে, পুড়ে হয় সারা,
আমার যোগ নিদ্রা, বিমাতা ছিল গো,
অষ্ট পাশ ছেড়ে মা, পলায়ে যায় ॥

৪। প্রতিষ্ঠা ভগিনী ছিল মোর, অনল দেখে সে করে সোর,
আমার প্রেমের আগুণ, নিবাইতে ক'র্‌ল বহু জোর,
ও তার পুড়ে গেল, মান্য বাসর গো,
তাই দেখে বিবেক, ভাই নেচে বেড়ায় ॥

৫। অনলের তরঙ্গ দেখে, তারকচাঁদ ব'লেছে ডেকে,
ও তোর জীবন যৌবন আহুতি দে, কাজ কি প্রাণ রেখে ;
গোঁসাই মহানন্দ, ব'ল্‌ছে সুখে গো
অশ্বিনীর মহাযজ্ঞের সময় যায় ॥

১১৩ নং তাল—একতালা

ক'রেছি মহাযজ্ঞের, আয়োজন।
ল'য়ে যজ্ঞেশ্বরী, এস হরি, ক্ষীরোদশায়ী নীরদবরণ

১। জ্বালিয়া বিচ্ছেদ হুতাশন, এ দেহ কাষ্ঠ সম্মিলন,
আমার হৃদয় ঘটে, চিত্তপটে দিয়াছি আসন,
আমার ভজন পূজন, অর্ঘ্য দিব গো
আহুতি দিব এ জীবন যৌবন ॥

২। করিব পুণ্যাক্ষয় যজ্ঞ, ধর্ম্মকে ক'র্লেম উৎসর্গ,
পঞ্চবিধা ভুক্তি মুক্তি, দিব তায় অর্ঘ্য,
আমি বর্গফল, আমেশ্বর দিব গো,
এ যজ্ঞে দি, প্রতিষ্ঠা চন্দন ॥

৩। এ যজ্ঞের শুন পরিণাম, সর্ব্বস্ব ত্যাগ সর্ব্বস্ব বাম,
নাহি স্বর্গ নাহি মর্ত্ত্য, ফলে নিষ্ফল কাম,
আমার লক্ষ্মী ভাগ্য যজ্ঞে দিব গো,
মনেতে ক'রেছি, এই আকিঞ্চণ ॥

৪। দশ দশা দশমী দিনে, ব'সে প্রেম গঙ্গা পুলিনে,
আমি মহাযজ্ঞ, সাঙ্গ করিব, যোগাসনে,
যে দিন, ব্রহ্মরন্ধ্র যাবে ফেটে গো,
সেই দিনে হবে যজ্ঞ সমাপন।

৫। স্বামী মহানন্দ কয়, এই দশা ঘট্‌বে যে সময়,
আমার হরিচাঁদের শীতল কিরণ, লা'গ্‌বে তখন গায়,
ওরে অশ্বিনী তুই হ নিরাশয় গো,
এ যজ্ঞের ফলে কি তোর প্রয়োজন ॥

১১৬ নং তাল—রাণেটী

আর কবে ঘুচিবে গুরু, সাধন ভজন পৈশাচ বৃত্তি।
আমার সুখাভিলাষ, হবে বিনাশ, গুরুপদে হবে আর্ত্তি ॥

১। নিষ্কাম বৃক্ষ, মূলেতে যাব (হারে) বিচ্ছেদ অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে
বসিয়া রব।
চিন্তাভস্ম গায় মাখিব, কাঁ'দ্‌ব ব'লে গুরুপতি ॥

২। ধর্ম্ম পুণ্য হবে বিসর্জ্জন, কবে হবে গুরুপদে, আত্ম সমর্পন।
আমার জ্ঞান পুত্রের হইবে মরণ, ঘ'ট্‌বে প্রেম অবলার
রীতি ॥

৩। কবে আমার, ঘু'চ্‌বে শুচি বাই, অঘোর পন্থী হ'য়ে সদা
কাঁদিয়া বেড়াই।
সন্ধ্যার মুখে মাখিয়া ছাই, মধ্যাহ্নকে ক'র্‌ব স্থিতি ॥

৪। কবে আমার ঘু'চ্‌বে আমিত্ব, গুরুর পদে মন মজাইয়ে,
করিব নৃত্য।
হব গুরু পতির অনুগত, জ্ব'ল্‌বে হৃদয় বিচ্ছেদ বাতি ॥

৫। দয়াল মহানন্দ আনন্দ রবি, কবে হৃদয় উদয় হবে,
ব'সে তাই ভাবি।
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়, দে'খ্‌তে পাবি, অশ্বিনী হ ছন্নমতি ॥

১১৭ নং তাল—গড়খেমটা

আমায় কি স্বপ্ন দেখা'লে, গুরু কি স্বপ্ন দেখা'লে।
আমার সর্ব্বস্ব ধন, ক'রে হরণ, আজ আমার
দেউলা নাম লেখা'য়ে দিলে ॥

১। আমার দেহ জমি, রাজ্য ভূমি, বাকীর যায়, নিলাম করিলে,
আমার বাস্তু বাড়ী, নিলে কাড়ি, আজ আমায় চিন্তা কান্থা
গলায় দিলে ॥

২। আমার সাধন ভজন, ভ্রাতা তুজন, রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিলে,
আমার পুণ্য অর্থ, ছিল যত, আজ হ'তে খাস বাজারে
লুঠাইলে ॥

৩। আমার সুখ সুন্দরী, বিলাস নারী, ছিলাম যাহার
মায়ায় ভুলে,
আমার, দুঃখের ভরা, দেখে তারা, সেও আমাকে
গেল ফেলে ॥

৪। আমার শুচি মাতা, আচার পিতা, চিরকাল যার
ছিলাম কোলে,
আমার, দশা দেখে, মনের দুঃখে, তারা আমায় ফেল্ল ঠেলে ॥

৫। বলে গোঁসাই মহানন্দ, অশ্বিনী তুই অবোধ ছেলে,
যারে মাতা ছাড়ে, পিতা ছাড়ে, অন্তিমে হরিচাঁদ তারে
করে কোলে ॥

১১৮ নং তাল—একতালা

হরিচাঁদ দৃষ্টি ভূতে, ভূতে পেল যারে ।
কি অদ্ভুদ সেই ভূতের দৃষ্টিরে, পঞ্চ ভূতের দফা সারে
হারে কর্ম্ম সারে ॥

১। নাই তার গুরু জনার ভয়, কখন প্রলাপ বাক্য কয়,
কখন হাসে কখন কাঁদে, কখন ধুলায় গড়ি যায়,
কখন বীরাচারে, হুঙ্কার ছাড়েরে, কখন করুণ স্বরে রোদন করে,
কত রোদন করে ॥

২। নিরাশ্রয় ছাড়া ভিটায় রয়, নাই তার ঘৃণা লজ্জার ভয়,
আহার বিহার দে'খ্‌লে পরে, জীবের লাগে ভয়,
ও তার লম্ফ ঝম্প, দে'খ্‌লে পরে, কত গৃহবাসী গৃহ ছাড়ে,
হারে গৃহ ছাড়ে॥

৩। ভৈরবী ভৈরব রবে, কি যেন, বলে কি ভেবে,
সে ভারতী বু'ঝতে শক্তি, ধরে কি সবে, ও তা বু'ঝলে,
পরে, কর্ম্ম সারে, অমনি দৃষ্টি ভূতে ধরে তারে,
হারে ধরে তারে॥

৪। দৃষ্টি রোগের নাহি বিধান, আয়ুর্ব্বেদ খুজিলে নিদান,
তন্ত্রে মন্ত্রে সারে না রোগ, হ'ল বৈদ্য হতজ্ঞান, কত ওঝা
বৈদ্য হ'ল হদ্দ, দৃষ্টি রোগ না সারতে পারে,
হারে সারতে পারে॥

৫। সে রোগের রোগী হীরামণ, গোলোকচাঁদ মৃত্যুঞ্জয় লোচন,
যার হ'য়েছে দৃষ্টিরোগ, সে আর সা'র্‌বে না কখন,
বলে গোঁসাই তারক, সে দৃষ্টিরোগ, অশ্বিনী তোর ঘ'ট্‌ল নারে,
হারে ঘ'টল নারে,

১১৯ তাল—একতালা

হরি প্রেম মদের নেশা, নেশা যার লেগেছে।
হ'য়ে মত্ত মাতাল, হাল্‌ছে বেহাল, প্রেমের মদ খেয়ে,
সে মেতে গিছে, হারে মেতে গিছে॥

১। গাঁজা ভাং ধুতরায় কি করে, মুষ্টিযোগ দিলে যায় সেরে,
যার লেগেছে, প্রেমের নেশা, ও তার অনুক্ষণ বাড়ে,
ও সে নেশার ঝোঁকে প্রলাপ বকে, সাইজি ব'লে হাই
ছাড়তেছে, শুধু হাই ছাড়তেছে,

২। প্রেমের নেশার নাই বিরাম, তিলেক দণ্ডে নাই আরাম,
কখন বলে হরেকৃষ্ণ, কখন বলে রাম, ও সে নেশার ভরে,
নৃত্য করে, নয়ন জলে ভাসিতেছে হারে ভাসিতেছে ॥

৩। প্রেমের নেশাতে পাগল, ও সে কেটে ভবের গোল,
আর কোন বোল নাইরে মুখে, কেবল ব'ল্‌ছে হরিবোল,
তার হরির নামে, লোমে লোমে সর্ব্ব অঙ্গ জ্বারিতেছে,
হারে জ্বারিতেছে ॥

৪। প্রেমের নেশাতে অজ্ঞান, ধর্ম্ম পুণ্য দেয় না স্থান :
অষ্ট পাশের দফা সারা, বেদ বিধি মানবে কেন, ও তার
সন্ধ্যা আহ্নিক, নাই কোন ঠিক, মন মানুষে, মিশে গিছে
হারে মিশে গিছে ॥

৫। স্বামী মহানন্দ কয়, প্রেমের মদ নিবি কে আয়,
শ্রীগুরুর আনন্দ মেলায়, প্রেমের মদ বিকায়,
বলে তারকচাঁদে, বিষয় মদে, অশ্বিনী ভুলে র'য়েছে,
হারে প'ড়ে পেচে ॥

১২০ নং তাল—একতালা

আমার জন্ম মৃত্যু দু'ট অশৌচ প'ল।
তাইতে পূজা ব্রত, হ'ল হত, আমার বৈদিক ক্রিয়া বাদ
পড়িল, হারে বাদ পড়িল॥

১। হরি প্রেম রোগে আক্রমণ, আমায় করিল যখন,
ছিল অষ্ট পাশে, মা মহামায়া, ত্যজিল জীবন,
গুরু কৃপা ক্রমে, বিবেক নামে, সেই দিনে এক পুত্র হ'ল,
হারে পুত্র হ'ল॥

২। ঠেকেছি, গুরুদশার দায়, ভাগ্যে কি যেন, কি হয়,
শৌচ আচার, ত্য'জ্‌ল আমায়, হ'লেম অশৌচী আশ্রয়,
আমায় সাজিয়ে বেহাল, পথের কাঙ্গাল, ভাবের উত্তরী,
এক গলায় দিল, হারে গলায় দিল॥

৩। শ্রীহরিপাদ পদ্ম গয়ায়, শ্রীগুরু পাঠা'লেন আমায়,
যোগ মায়া জননীর শ্রাদ্ধ করিবার আশায়, আমার
সব ঘুচা'য়ে মন মুড়া'য়ে, মন পোড়া আউল করিল,
আউল করিল॥

৪। কটিতে ক'টকৌপিন দিয়ে, অনুরাগ ডোর তায় পরা'য়ে,
নিকেতু এক শিক্ষা শিরে, দিল ঝুলায়ে, আমায় ভক্তি
তিলক ফোঁটা দিয়ে, বিনা সূতের মালা দিল,
গারে মালা দিল॥

৫। মহানন্দের ভারতি, এইরূপে সেজে প্রকৃতি,
দিবা নিশি সেবা কর. শ্রীগুরু পতি, অশ্বিনী তোর
কি দুর্গতি, গুরুর প্রতি রতি না হ'ল, হারে মতি না হ'ল॥

১২১ নং তাল—কাশ্মিরী

কেউ যদি ঢেউ ধ'র্‌তে পার, প্রেম সরোবরে॥
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সে ঢেউ, চলে ভেদ ক'রে॥

১। ঢেউ লেগেছে যার অন্তরে, সেও কি ঘরে রইতে পারে,
ঝাঁপ দিয়ে সেই প্রেম সাগরে, আর ফিরে এলনা ঘরে॥

২। ঢেউ লেগে কেউ হ'য়েছে মাতাল, মাতাইল আকাশ পাতাল,
জয় করে সেই কাল মহাকাল, ঢেউ দিয়ে জগৎ পাগল করে॥

৩। দুই এক জনার যোগ ভাগ্যে, পাগল হ'ল সেই ঢেউ লেগে,
তনুজ্বলে অনুরাগে, প্রেমানন্দে নৃত্য করে॥

৪। ঢেউ লেগে সেই গোলোক পাগল, মুখেতে নাই আর
কোন রোল,
জয় হরিবোল গৌর হরিবোল, ব'লে সদায় হুঙ্কার ছাড়ে॥

৫। মহানন্দ সেই ঢেউ ধরি. রেখেছে ঢেউ হৃদয় পুরী,
মাতাইল পুরুষ নারী, অশ্বিনী তুই মাতলি নারে॥

১২২ নং তাল—কাশ্মিরী

নিদান আমার বন্ধু বটে, এই ভবের হাটে।
নিদানে পড়িলে মনে কত ভাব উঠে॥

১। নিদান বন্ধু ধরে যারে, ভোগ বিলাসের দফা সারে.
সুখ পৈশাচি তাড়িয়ে দূরে, দুঃখ সম্পত্তি দেয় গো জুটে॥

২। সুখ পেলে মন রয় না খাটি, ধ'রতে চায় সে বিষের বাটি,
বোঝাই ক'রে ময়লা মাটী, ডু'বে মরে ভবের ঘাটে॥

৩। দুঃখ ভার্যা তার রজকিনী, মনের ময়লা ঘুচান তিনি,
দণ্ড সাবান জ্বালিয়া ধনি, মনকে কাচে শাসন পাটে॥

৪। দীনবন্ধু হরি যিনি, নিদানেরই বন্ধু তিনি,
তত্ত্ব জেনে শূলপানি, সদায় সে শ্মশানে ছোটে॥

৫। দয়াল মহানন্দ বলে, গুরু দণ্ড না হইলে,
কিসে মনের ময়লা খোলে, অশ্বিনী তুই যা'স না চটে॥

১২৩ নং তাল—কাশ্মিরী

মন চল যাই বিদেশ ছেড়ে নিবৃত্তিপুরে।
তথায় আছেন শান্তি মা আমার, স্নেহ মন্দিরে॥

১। বিদেশে বানিজ্য দিয়ে, মা আছেন পথ পানে চেয়ে,
ভুলে র'লি কি সুখ পেয়ে, এদেশে তোর বন্ধু কেরে॥

২। হ'য়ে রলি মায়ার সেবক, খুলে খেল মনি মজক,
দুদিন পরে দেখ্‌বি নরক, দেশে যাওয়া হবে নারে॥

৩। এদেশে রয় দিশে হরি, দিক ভুলা'য়ে করে চুরি,
নৌকায় দিবে কুঠার মারি, আপন আপন বলিস্‌ যারে॥

৪। ধর অনুরাগের ব'ঠে, বেয়ে চল প্রেমের হাটে,
নাও লাগা'স্‌নে ভবের ঘাটে, শুল্লুক জাহাজ যাচ্ছে বুড়ে

৫। গুরুচাঁদ তাই ক'র্‌ছে মানা, ভবের ঘাটে কেউ যেও না,
অশ্বিনী তোর মন ভাল না, ডা'ক্‌লে কেন শুননারে॥

১২৪ নং তাল—কাশ্মিরী

মনে ভাবি কাঙ্গাল হব, বেহাল সাজিব।
ছেড়া কান্থা করিয়া ধারণ, গাছতলায় যাব ॥

১। মহামায়া মাতা যিনি, কাতর বাক্যে বলেন তিনি,
কোথায় যাওরে যাদুমণি, কোন প্রাণে তোরে বিদায় দিব ॥

২। প্রবৃত্তি মহিষী এসে, বাঁধ্‌তে চায় সে ভোগ বিলাসে,
ভুলা'তে চায় মায়া রসে, কেমনে তারে প্রবোধ দিব ॥

৩। লোভ মোহ পুত্র ছয়জন, বিনয়বাক্যে করে বারণ,
পুত্রের মায়া ক'রে ছেদন, প্রাণান্তে না যেতে দিব ॥

৪। আমোদ আহ্লাদ প্রতিবেশী, যাত্রা ভঙ্গ করে আসি,
কি দুঃখে হও বিদেশবাসী, গৃহে তোমার কি অভাব ॥

৫। পাগলচাঁদ কয় অনুরাগে, আর কতকাল ম'র্‌বি ভুগে,
অশ্বিনী তুই এই সুযোগে, বাহির হ তোর সঙ্গে যাব ॥

১২৫ নং তাল—কাশ্মিরী

আমি পিতৃমাতৃ হ'লেম ত্যাগী বিষয় বিরাগী।
ঘরে ব'সে কাঁদিবে বিলাস, ভার্য্যা অভাগী ॥

১। ত্যাগ করিলাম পুত্র কন্যে, গৃহে থাকি যাহার জন্যে,
মন মতি হ'য়েছে হন্যে, কি যেন কি বস্তু লাগি ॥

২। পিতা কাঁ'দলে ক'রে হায় হায়, কঠিন পাষাণ বলি তোমায়,
ব'ল ভবে কেউ কারো নয়, পাষাণে বুক বাঁধ রাগি ॥

৩। পাখী যত আছ ডালে, মা কাঁদিলে পুত্র ব'লে।
তোমরা ডেক মা বোল ব'লে, প্রহরে প্রহরে জাগি।

৪। ভার্য্যা কাঁ'দলে চিকণ স্বরে, কাল ভ্রমর কই তোমারে,
বুঝাইও গুণ্ গুণ্ স্বরে, কেউ কারো নয় দুঃখের ভাগী ॥

৫। গুরুচাঁদের শাসন চোটে, ভব বন্ধন গিছে কেটে,
কাঁদতে হবে ঘাটে মাঠে, অশ্বিনী হও প্রেম বৈরাগী ॥

১২৬ নং তাল—কাশ্মিরী

এই দেখা ত শেষ দেখা ভাই, বালাই ল'য়ে যাই।
এ ক্ষেপে দেখা পাই কি না পাই ॥

১। দেখা হ'ল কত শত, হয় না দেখা মনের মত;
মনের দুঃখ আর ব'লব কত, জন্মের মত বিদায় হ'তে চাই

২। যা হবার তা হ'য়ে গেল, ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল ;
বন্ধুবর্গে হরিবল, যার আমি ভাই তারে যেন পাই ॥

৩। আশীর্ব্বাদ কর সকলই, শিরে দিয়ে পদধূলি ;
মুখে হরি হরি বলি, যেন সাধুসঙ্গে বেড়াই ॥

৪। হরিচাঁদের ভক্তের সঙ্গে, ছিলাম আমি পরম রঙ্গে ,
কর্ম্ম দোষে ঘোর তরঙ্গে, ডুবে ম'লেম কুল নারে পাই ॥

৫। তারকচাঁদ তাই ব'ল্‌ছে ডেকে, ভাবের ভস্ম অঙ্গে মেখে :
কাজ কিরে তোর গৃহে থেকে, অশ্বিনী তাই তোরে সুধাই ॥

: ২৭ নং তাল—আদ্ধা

সমর্পিত দেহ মম আমিত্ব কি আর।
আমিত্ব স্বামিত্ব তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥

১। মহাভাব ভাবিনীর বশে, মহাসাগর মহারসে ;
দেহ তরী যাচ্ছে ভেসে, না পেলাম কিনার ॥

২। তুমি নিত্য নবীন নেয়ে, এ তরীর কাণ্ডারী হ'য়ে ;
প্রেম সাগরে বেড়াও বেয়ে, ওহে গুণাধার ॥

৩। তব কৃপা অনুযোগে, হরিনাম বাতাসের বেগে ;
চ'ল্‌ছে তরী অনুরাগে, আনন্দ বাজার ॥

৪। গুরুর কৃপায় ঘু'চ্‌ল ভ্রান্ত, আমি কান্তা তুমি কান্ত
পূর্ব্বে মন যদি তাই জান্‌ত, থা'ক্‌ত না বিকার ॥

৫। স্বামী মহানন্দ বলে, মন প্রাণ না সপিলে ;
কোথায় হরি পতি মিলে, অশ্বিনী বর্ব্বর ॥

১২৮ নং তাল—আদ্ধা

বিপদ সুপদ্ মম উভয় একাকার।
নিরাশা দরিয়ার মাঝে, দিয়াছি সাঁতার

১। সুমতি কুমতি দুজন, দ্বন্দ ঘুচে হ'ল মিলন,
হ'য়ে তারা প্রেমের ভাজন, হ'ল নির্ব্বিকার ॥

২। ভক্তির কণ্টক যে পঞ্চজন, প্রেমানলে হ'ল দাহন,
তাই দেখে কামাদি ছয়জন, কাঁদে অনিবার ॥

৩। প্রেমানুগা হ'ব বলে, ভাসিতেছে নয়ন জলে,
ঝাঁপ দিতে চায় প্রেম সলিলে, অকুল পাথার ॥

৪। প্রেম উন্মত্ত হ'য়ে সবে, হুঙ্কার ছাড়ে সিংহরবে,
প্রাণ দিয়ে সেই প্রাণ বল্লভে, কামনা কি আর ॥

৫। ডেকে বলে তারকচন্দ্র, মহানন্দের কি আনন্দ,
দে'খলি না অশ্বিনী অন্ধ, আনন্দ অপার ॥

১২৯ নং তাল — আদ্ধা

যারে নয়ন ধ'রগে তারে, যে রূপে প্রাণ নিল হ'রে।
দে'খতে দে'খতে নয়ন হ'তে, পলক দিতে যায় গো স'রে ॥

১। তুই নয়ন মোর বান্ধব ছিলি, তবে কেন পলক দিলি,
পলকে রূপ হারাইলি, আর কি দেখা পাব ফিরে ॥

২। তুই নয়ন থা'কতে প্রহরী, তবে কেন সেই চোরা হরি,
মন প্রাণ ক'রে চুরি, আমারে যায় পাগল ক'রে ॥

৩। যে রূপেতে মন মজিল, সেও যদি আজ ছেড়ে গেল,
এ জীবনে কাজ কি বল, কাজ কি এ ছার জীবন ধরে

৪। মন প্রাণ দিলাম যারে, সেও যদি আজ না চায় ফিরে,
এ দুঃখ আর ব'ল্‌ব কারে, ঐ দুঃখে মোর বুক বিদরে।

৫। গোলোকচাঁদের মনোচোরা, মহানন্দের মনোহরা,
ধ'র্‌বি যদি অধর ধরা, অশ্বিনী থাক জীয়ন্তে ম'রে ॥

১৬০ নং তাল- আড়খেমটা

হরি দয়াময় ক'র্‌লে কি আমায়,
তব বিচ্ছেদ জ্বরে দহিছে হৃদয় ॥
প্রেম দাহানলে, সদায় মরি জ্ব'লে,
এই ছিল কপালে করি কি উপায় ॥

তব বিচ্ছেদ জ্বর হইল প্রবল,
চিন্তাপথ্য তায় কুপথ্য ঘটা'ল।
স্বাত্তিক বিকারে ক্ষেত বৃদ্ধি করে,
হরি বারি বিনে পিপাসায় প্রাণ যায় ॥

২। বুঝ্‌তে নারি গতি, যেন সান্নিপাতি,
দুরন্ত পিপাসা, না হয় নিবৃত্তি।
দুর্বৈদ্য আসিয়া, শিয়রে বসিয়া,
এক বিন্দু বারি, না দিল আমায়॥

৩। অধৈর্য্য উলূর্ব্বান নাহি কোন জ্ঞান,
জলধর বিনে জ্ব'লে যায় প্রাণ।
জ্বরে তনু জ্বর, শুষ্ক, ওষ্ঠাধার,
নিরস রসনা পিপাসায় প্রাণ যায়॥

৪। তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা মোহ কম্পকায়,
স্বেদ অশ্রু পুলক বিকারে প্রাণ যায়।
হেন নাহি বন্ধু, হরি কৃপাসিন্ধু,
এক বিন্দু বারি এনে দেয় আমায়

৫। বলে মহানন্দ হরি প্রেম সিন্ধু,
অশ্বিনী তোর ভাগ্যে ঘ'টলনা এক বিন্দু
গুরুচাঁদের পদ কর্‌রে সম্পদ,
তবে পাবি সে ধন শ্রীগুরুর কৃপায়॥

১৩১ নং তাল—যৎ

হরিনামে পাপ খণ্ডে, কহে কোন ভণ্ড।
হরিভক্ত এমনি শক্ত, চায় না বিধাতার ব্রহ্মাণ্ড॥

১। হ কার উচ্চারণ মাত্র, অষ্টাদশ সিদ্ধ হয় প্রাপ্ত,
ভুক্তি মুক্তি দূরীভূত, লুক্কায়িত কর্ম্মকাণ্ড॥

২। রি, কার উচ্চারণ হ'লে অনর্পিত প্রেম ফলে,
মোক্ষ ফল সে ফেলায় ঠেলে, ধর্ম্ম তার কাছে হয় দণ্ড।

৩। হরিভক্ত সিংহ শাবক, অন্তরে অনুরাগ পাবক,
নরের আর থাকে না নরক, শরণ নিলে তিলেক দণ্ড॥

৪। গঙ্গাস্নানে পাপ হত, গঙ্গাকে করে পবিত্র;
পরশ মাত্র হরিভক্ত, সাধু হয় যত পাষণ্ড॥

৫। গোঁসাই তারকচাঁদের বাণী, শ্রবণ মাত্র হরিধ্বনি,
প্রাপ্ত হয় প্রেম আহ্লাদিনী, অবিশ্বাস অশ্বিনী গুণ্ড॥

১৩২ নং তাল—যৎ

ভক্তিকে যে তুচ্ছ করে, মুক্তি করে শ্রেষ্ঠ,
হরিনামে পাপ খণ্ডে, ব্যাখ্যা করে সেই দুষ্ট ॥

১। মাঘে, প্রয়াগে, ক'র্‌লে স্নান, কোটী কন্যা ক'র্‌লে দান,
স্নুমেরু সুবর্ণ দান, নাম হ'তে অতি নিকৃষ্ট ॥

২। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, নামের গুণ না ব'ল্‌তে পারে,
হরিনামে কি ফল ধরে, কে করে তাহার নির্দ্দিষ্ট ॥

৩॥ কোটী তীর্থ ক'র্‌লে ভ্রমণ, কল্পান্তর ক'র্‌লে যোগ সাধন,
নামের তুল্য না হয় কখন, ভাগবতে বলে স্পষ্ট ॥

৪। সত্যভামা করি ব্রত, পেয়েছিল কিঞ্চিত তত্ত্ব,
হরি হ'তে নাম মাহাত্ম্য, ওজনেতে হ'ল শ্রেষ্ঠ ॥

৫। তারকচাঁদের এই ভারতী, হরিনামে হ'লে আর্ত্তি,
ঘটিবে প্রেম মধুর রতি, অশ্বিনী তোর দুরদৃষ্ট ॥

১৩৩ নং তাল—গড়খেমটা।

হরি প্রেম সাগরে বান ডেকেছে ভাই,
এবার ঘুচ্‌লরে দেশের বালাই, গেলরে ভবের বালাই

১। যত কুল মান ছিল, অকুলেতে ডুবিল,
অভিমানের পাহাড় ভেঙ্গে উথলে উঠিল।
কত কুলজার কুল ভেসে গেল, গেলরে কুলের বড়াই॥

২। যত ভকত বেহাল, হ'য়ে প্রেম রসে মাতাল,
ব্রহ্ম তালে রুদ্র তালে, কেউ ধ'রেছে তাল।
মাতাইল আকাশ পাতাল, জগতে কেউ বাকী নাই॥

৩। দেখে প্রেমের তরঙ্গ, ঘুচ্‌ল কাম কলির রঙ্গ,
হরি ভক্তের নফর হ'য়ে, নাচে অনঙ্গ।
কলি বাঞ্ছে সাধুর সঙ্গ, রাজ্যধনে কার্য্য নাই॥

৪। যত যাগ যজ্ঞ ছিল, তাহা অযোগ্য হ'ল,
হরিনাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে, সবে মাতিল॥
যাহা পঞ্চ জনার বাঞ্ছা ছিল, পুরাতে এসেছে তাই॥

৫। গোঁসাই তারকচন্দ্র কয়, হ'ল হরিচাঁদ উদয়,
অশ্বিনী তোর কিসের শঙ্কা, গেল ভব ভয়।
দয়াল মহানন্দ, আছে সহায়, তিনি সেই দয়াল নিতাই॥

১৩৪ নং তাল—গড়খেমটা

উত্তাল তরঙ্গ দরিয়ায়, ডুব দেরে প্রেমের গোলায়।
এবার (ঝাঁপ দেরে প্রেমের গোলায়)

১। কলিযুগ ধন্য, জীবের ঘুচা'তে দৈন্য,
ওড়াকাঁন্দি অবতীর্ণ, হরি চৈতন্য।
হরিনাম বিনে গতি নাই অন্য, পান কর নাম রসনায়॥

২। হরি প্রেম মদে হওরে ভোর, নেশা ছুটবে নারে তোর,
হরিনামের গাঁজা খেয়ে, হওরে নেশাখোর।
মহাভাবে হ'য়ে বিভোর, ডুবে থাক্‌রে সদায়॥

৩। মহাভাবের মাতাল হও, সদায় হরি গুণ গাও,
সাধুর দোকানে, ভক্তি রতন কিনে লও।
গুরু চিন্তা চন্দন অঙ্গে মাখাও, সাধুর বাতাস লা'গ্‌বে গায়।

৪। বড় সুযোগ পেয়েছ, কেন ব'সে র'য়েছ,
হরি ব'লে বাহু তু'লে আনন্দে নাচ।
হরি ভক্তের কাছে প্রেম ধন যাচ, দিবে প্রেম তুলে হৃদয়

৫। দয়াল নিতাই চাঁদ যিনি, মহানন্দ চাঁদ তিনি,
সেই বুঝি নগরে এসে দেয় হরিধ্বনি।
এবার ডুবাইল ধনী মানী, অশ্বিনী ডু'বল্ না তায়॥

১৩৫ নং তাল—একতালা।

মন্‌রে ক্ষেপা ক্ষেপে যা একবার।
আপন সেরে কামের ঘরে, অনুরাগের কপাট মার॥

১। ক্ষেপ যদি ক্ষেপার মত, হ'গে রূপের অনুগত ;
তেয়াগিয়া আত্ম স্বার্থ, প্রেম পাথারে দে সাঁতার॥

২। যদি হবি সুজন ক্ষেপা, ধারণ কর রূপের ছাপা,
গুরুর কাছে ক'রে রফা ভোগ বিলাসের দফা সার॥

৩। ত্যাজ্য কর বেদের বিধি, ছেড়ে দিয়ে অষ্টসিদ্ধি,
বিবেক ভাইয়ের দিয়ে বুদ্ধি, চল আনন্দ বাজার॥

৪। এক ক্ষেপেছে গোলোকচন্দ্র, আর ক্ষেপেছে মহানন্দ,
দিয়া হরি প্রেমানন্দ, ক্ষেপাল এ ত্রিসংসার ॥

৫। তারকচন্দ্র ডেকে বলে, যে জন বাবার ক্ষেপা ছেলে,
সদায় থাকে বাবার কোলে, বুঝলি না অশ্বিনী ছার ॥

১৩৬ নং তাল—একতালা

সহজ অনুরাগে ক্ষেপেছে যে জন,
হ'য়ে আত্মহারা পাগলপারা, মানে না বিধির বন্ধন ॥

১। বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী, ঘুর্‌ছে মাথা চঞ্চল ভারী,
পোড়ায়ে সে মায়াপুরী, জ্বালিয়া প্রেমের হুতাশন ॥

২। অন্তরে অনন্ত দাহ, জ্বলিতেছে অহরহ,
ঠিক যেন সেই ক্ষিপ্ত সিংহ, সাই ব'লে ক'র্‌ছে গর্জ্জন ॥

৩। হয়ে সে রূপের আশ্রিত, ব্রহ্মদস্যুর দৃষ্টির মত,
কাঁদিতেছে অবিরত, পলকহীন দু'টী নয়ন ॥

৪। ঠিক যেন সেই পাগ্‌লা ভোলা, জুড়াইয়া ভাবের জ্বালা,
প্রেম উন্মত্ত হরিবোলা, তার আর কিছুতে লয় না মন ॥

৫। মহানন্দ ডেকে বলে, সহজে কি মানুষ মিলে,
অনুরাগী না হইলে, অশ্বিনীর নাই সে সাধন ॥

১৩৭ নং তাল—একতালা

ভালবেসে গুণমণি এ দশা ক'রেছেন তিনি।
মন প্রাণ হরিয়ে নিয়ে ক'র্‌ল আমায় পাগলিনী ॥

১। আমায় বড় ভালবাসে, তাইতে রা'খ্‌লনা বাসে,
দীন হীন দণ্ডীর বেশে, ক'র্‌ল আমায় কাঙ্গালিনী ॥

২। সে যাহারে ভালবাসে, জাতকুল মান আগে নাশে,
সর্ব্বস্ব ধন নিয়ে শেষে. করে মণি হারা ফণী ॥

৩। অসহ্য বিরহ আগুন, মরমে জ্ব'লেছে দ্বিগুণ,
কি ব'ল্‌ব গুণমণির গুণ, ক'র্‌ল আমায় বিরহিণী ॥

৪। ঘটা'য়েছে বিষম দশা, সদায় বাড়ে প্রেম পিপাসা,
ছোটে না তার প্রেমের নেশা, কেঁদে বেড়ায় দিন রজনী ॥

৫। মহানন্দের হৃদয়ের ধন, প্রেম ছাড়া সে রয় না কখন,
অশ্বিনী ক'র্‌লি না যতন, কিসে পাবি রতন মণি ॥

১৩৮ নং তাল—ঠুংরী

অহৈতুকী প্রেমভক্তি কই ঘ'টল অবলার ভাব।
মুক্তির আশে, আছ ব'সে, হ'ল না সেই ভক্তি লাভ॥

১ ধর্ম্ম পুণ্য বোঝাই করি, সাজায়েছ মানব তরী ;
যেতে চাও বৈকুণ্ঠপুরী, ক'র্‌তেছ ধর্ম্মের গৌরব॥

২। পহিলা নব অনুরাগ, মরমে লা'গ্‌ল না সে দাগ,
ঘ'ট্‌ল না বৈরাগ্য বিরাগ, পেলেম না সে মহাভাব॥

৩। মহাভাব ভাবিনীর রসে, মহানন্দ বেড়ায় ভেসে :
গোলোকচন্দ্র সেই রূপ রসে, করে হরি সিংহ রব॥

৪। তারকচাঁদ সেই রসে মাখা, পেয়ে সে স্বরূপের দেখা,
অশ্বিনী তুই এম্‌নি বোকা, নিলি না রূপের সৌরভ॥

১৩৯ নং তাল—একতালা

হরি তোমায় করি আশীর্ব্বাদ,
এবার পুরুক তোমার মনোসাধ,
ওহে গুণনিধি, নিরবধি কর রাধার প্রেমাস্বাদ॥

১। আমার সুকৃতি যত, তোমায় অর্পিলাম নাথ,
ভক্তের সঙ্গে রসরঙ্গে হও প্রেমে মত্ত,
আমি কল্যাণির ঠাঁই এই ভিক্ষা চাই, ঘুচুক তোমার সব প্রমাদ॥

২। তুমি মহা সুখী হও, মহারাসে রও,
শান্তিময় কদম্ব ডালে বাঁশরী বাজাও,
প্রেমানন্দে রাধার গুণ গাও, পুরাও ব্রজবাসীর সাধ॥

৩। প্রিয় রাখালগণ লয়ে, দেহ গোষ্ঠেতে গিয়ে,
চিত্ত সিংহাসনে ব'স মহারাজ হ'য়ে,
আমার হৃদপদ্মে পাদপদ্ম দিয়ে, কর শাসন সিংহনাদ॥

৪। অন্তরঙ্গ সখিগণ, ল'য়ে শ্রীমধুসূদন,
সহস্রার কুঞ্জেতে গিয়ে হও যুগল মিলন,
তোমার প্রেমময়ী রাইকে ল'য়ে, কর আনন্দ আহ্লাদ॥

৫। গুরুচাঁদের এই বাণী, তুই শোনরে অশ্বিনী,
হরিকে আশীর্ব্বাদ করা প্রলাপ কাহিনী।
ওরে তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা, ভজনে পড়িবি বাদ॥

১৪০ নং তাল—গড়খেমটা

হরিদাস খুঁজে পেলেম না ত্রিলোকে।
হরিদাস পরিচয় দেওয়া, মিছে লোকে ভুল বকে॥

১। ভক্তের অধীন, নাম ভক্তাধীন, বলে তারে সব লোকে;
ও সে ভক্তের বোঝা ব'য়ে ফেরে, বিচারে দাস হবে কে॥

২। খুঁজে আগম নিগম, অনেক রকম, সাধন করে সাধকে;
তারা মেরে মজা, পাপের বোঝা, উঠাইয়া দেয় হরিকে॥

৩। ধ্রুব প্রহ্লাদ, হ'য়ে আহ্লাদ, হরিবলে পুলকে;
তাদের বিপদের ভার, হরি আমার, ধারণ করে মস্তকে॥

৪। অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ, ভূলোকে কি গোলোকে:
তারা সকলে হরিকে খাটায়, হরির খাটুনি খাটে কে॥

৫। অশ্বিনী কয় দিন ব'য়ে যায়, জানাব কি তোমাকে:
এবার জেনে শুনে যাহা কর, তোমা বই আর আছে কে॥

১৪১ নং তাল—গড়খেমটা

আমার এক চাকর আছে ভাই,
মনের ভাব জেনে সে কার্য্য করে, হারে এমন নফর দেখি নাই।
ও তার গুণের কথা, ব'ল্‌ব কোথা, গুণের বলিহারী যাই॥

১ যখন যাহা বাঞ্ছা করি, পলকে না হ'তে দেরী,
অমনি দেয় সে, যোগাড় করি, হারে তার মান অভিমান নাই;
সে কোথায় থাকে, কেউ না দেখে, তারে খুঁজে নারে পাই ॥

২। যখনে ঘুমে থাকি, সে তখনে দেয় গো চৌকি,
আমার সুখেতে সুখী, হারে তার আত্ম সুখ আর নাই।
আমার পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন, মনে করিলে, অম্‌নি পাই।

৩। খাটুনির বিরাম নাই মোটে, সে পাটুনী হ'য়ে পারের ঘাটে,
পার করে দেয় নিষ্কপটে, হারে তার পারের মাশুল নাই।
আমার এই বাসনা রাত্রি দিনে, মরি ল'য়ে তার বালাই ॥

৪। সে আমার এম্‌নি ভৃত্য, কে জানে তাহার মাহাত্ম্য
কিঞ্চিৎ জানিয়া তত্ত্ব, পাগল হয় ভোলানাথ গোঁসাই।
ও সে ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, অঙ্গে মাখে চিতার ছাই ॥

৫। কখন শ্যাম কখন শ্যামা, ত্রেতায় রাম অপার মহিমা,
রূপের তার নাই উপমা, ভারত পুরানে শু'নতে পাই।
ও সে ওড়াকাঁন্দি হরিচন্দ্র, নবদ্বীপ ছিল নিমাই ॥

৬। অশ্বিনী তুই ভ্রান্ত মনে, তারে চাকর বলিস্ কোন পরাণে,
শঙ্কা কি নাই তোর মনে, চুপে থাক শ্রীগুরুর দোহাই।
সে যে কোটী ব্রহ্ম শিরোমণি রে, তার তুল্য দিতে নাই ॥

১৪২ নং তাল—গড়খেমটা

হরি ভ'জ্‌ব কি আর তোমায়।
ইচ্ছা হয় ও দয়াময়, ভজ'সে আজ আমায়॥

১। আমার ব'ল্‌তে যে ধন ছিল, সব দিয়াছি তোমায়;
আমি তোমার ধন তোমাকে দিয়ে, ব'সে আছি
তোমার আশায়॥

২। ভক্তের অধীন, নাম ভক্তাধীন, বলে সবে তোমায়,
(দয়াময় ও দয়াময়)
তুমি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর,আমি ঠেকাবনা সে দায়।

৩। এ দেহের ভার ঘুচাইতে, যদিচ দুঃখ হয়;
তোমার দুঃখ আমায়, দিয়ে, তুমি সুখে থাক সদায়॥

৪। ভক্তগণে ভক্তির গুণে, বেঁধে তোমায় ঘুরায়;
আমি সে ধর্ম্মে দেই জলাঞ্জলি, যাতে তোমার শান্তি না হয়

৫। হরিচাঁদের প্রেমসাগরে, ভাসি শেলকার প্রায়,
দয়াল মহানন্দের এই বাসনা, অশ্বিনী যেন ডুবে রয়॥

১৪৩ নং তাল—যৎ

চন্দ্র তুল্য অভিমন্যু প'ল রণে।
গিয়ে দ্রোণ ব্যূহচক্রমধ্যে নিগম না জেনে॥

১। মাতুল যাহার শ্রীকৃষ্ণধন, পিতা যাহার নর নারায়ণ,
সহায় থা'ক্‌তে আত্মস্বজন মলো পরাণে॥

২। তত্ত্ব নিগম না জানিলে, কি হয় গুরু সহায় বলে,
রক্ষা নাই তার কোন কালে, কাম দ্রোণের বাণে॥

৩। তত্ত্ব নিগম জান আগে, জয় কর রিপু ছয় ছাগে,
কাম দ্রোণকে হঠাৎ আগে, সূক্ষ্ম সন্ধানে॥

৪। তত্ত্ব নিগম যে জন জানে, টলে না কাম দ্রোনের বাণে,
যুগল মিলন নিশি দিনে, দেখে নয়নে॥

৫। তারকচাঁদ কয় কবে বিক্রম, শোন্ বলি অশ্বিনী অধম,
শিক্ষা দিব তত্ত্ব নিগম, থাক চেতনে॥

১৪৪ নং তাল—যৎ

পঞ্চ আত্মা পাণ্ডবের সহায় হও শ্রীহরি।
দুর্ম্মতী দুষ্ট দুর্যোধন মম অরি॥

১। দেহ কুরুক্ষেত্র মাঝে, সেজে এলো রণ সাজে,
সঙ্কট তরঙ্গ মাঝে ডুবে মরি ॥

২। ধর্ম্মাত্মারূপ ধর্ম্মসুত, সদায় তোমার অনুগত,
ডাকে অনুরাগ বৃকোদর কত, গর্জ্জন করি ॥

৩। সূক্ষ্ম রসরূপ বীর ধনঞ্জয়, ডাকে তোমায় দীন দয়াময়,
সারথীর বেশে হও উদয়, কৃপা করি ॥

৪। সম রসরূপ ডাকে নকুল, দম রস সহদেব আকুল,
এ বিপদে হও অনুকূল বিপদ হারি ॥

৫। ভক্তি রসরূপ যাজ্ঞসেনী, ডাকে তোমায় চিন্তামনি,
ভক্তিবিহীন দীন অশ্বিনী এস মুরারী ॥

১৪৫ নং তাল—একতালা

আয়রে ও মন মত্ত করি।
আমরা দুজন হ'য়ে, সুজন গুরুর চরণ তত্ত্ব করি ॥

১। সংসার কানন, করিয়া দলন, যথা আছে গুরু করি অন্বেষণ,
পেলে দরশন জুড়া'বি জীবন, শেষে প্রেমানন্দে নৃত্য করি ॥

২। সংসার কাননে আর কত দিন রবো, যথা আছে গুরু
তথা মোরা যাব,
চরণ ভজিব প্রেমেতে মজিব : নেচে ২ দেখব ঐ রূপ
নয়ন ভরি॥

৩। যদি গুরু তোরে করে আরোহণ, নিবে গুরু তোরে নিত্য
বৃন্দাবন,
যথা শান্তিনিকেতন, শান্তি অনুক্ষণ, সেথা রাস করে গুরু
রাসবিহারী॥

৪। মহারাসে গুরু হ'য়ে রাসেশ্বর, রাসেশ্বরী ল'য়ে করে
রাসবিহার,
মহারাস হেরিব, মহারাস করিব, তথা মেতে রব প্রেমরস
পান করি॥

৫। গুরু মহানন্দ ল'য়ে প্রেমরস, প্রেমসুধা দিয়ে, জগৎ
করলো বশ,
অশ্বিনী নীরস নিলিনা সে রস, তুই হ'লি না রসের
অধিকারী॥

১৪৬ নং তাল—রাণেটী

হাট কর মন সাধন গঞ্জ মদনগঞ্জ যাস্ না ভুলে।
তবে প্রাপ্ত হবি সিদ্ধিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ যাবি চলে॥

১। মদন গঞ্জের এম্‌নি অবিচার (তারে) সে হাটে হয় কলি
রাজার ছয়জন তশীলদার,
তারা ফাকী দিয়ে রং দেখায়ে ধন কেড়ে লয় লাভে মূলে॥

২। নারায়ণগঞ্জে গেলে আমার মন (হারে) তার বামেতে
লক্ষ্মীগঞ্জ পাবি দরশন,
কত যোগী ঋষি দিবানিশি কান্দে ঐ রূপ দে'খ্‌বো বলে ॥

৩। তার দক্ষিণে গোপালগঞ্জ রয় (হারে) তার বামেতে রাধাগঞ্জ
কিবা শোভা পায়,
যে জন অটল মানুষ, প্রেমে বিহুস, সেই মোকামে
যায় গো চ'লে ॥

৪। সেই মোকামে যেতে যদি চাও (হারে) হরিনামের শাদা
বাদাম টেনে এবার দাও,
হরির নামের গুণে ছা'ড়্‌বে প্রেমবায়ু, চল্‌বে তরী
নামের বলে ॥

৫। সেই দুই মোকাম হ'য়ে একত্তর (হারে) ওড়াকান্দি ক'র্‌ছে
লীলা অতি চমৎকার,
গোসাই তারকচাঁদের বাঞ্ছা এবার, অশ্বিনী তোর
নাই কপালে ॥

১৪৭ নং তাল—গড়খেমটা

সাধের এক ময়না পুষে ঘট্‌লো যন্ত্রণা।
কত চা'ল্ ছোলা তোর ঠোঙ্গায় দিলাম, পাখী তোর
ঘ্যাঙ্গ ঘ্যাঙ্গি গেল তউ গেল না ॥

শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত

১। সাধ ক'রে পুষেছি ময়না, তোরে সাজ্‌বো বলে ভক্তিরসে
গ'ড়েছি গয়না,
পাখী শান্তি হরিচাঁদ বলে না, আমার ঐ খেদে আর প্রাণ
বাঁচে না ॥

২। শোন্‌ বলি ও ময়না পাখী, এবার হরি গুরু গানে আমায়
কর্‌রে সুখী,
ও সেই কাল বিড়ালকে দিব ফাকী, তা হ'লে ভবপারের
ভয় রবে না ॥

৩। কত না সমাদর করে, কত চিনি সন্দেশ মণ্ডা মিঠা
খাওয়ালাম তোরে,
ব'ল্‌বি হরিকথা বদন ভরে, অন্তরে ছিল আমার
এই বাসনা ॥

৪। রেখে মোর হৃদি পিঞ্জিরায়, কত দিবানিশি হরিকথা
সুধালাম তোমায়,
পাখীর তবু না হ'লো ভাবের উদয়, চিরদিন রইলো
মনে এই বেদনা ॥

৫। অশ্বিনী মনোদুঃখে কয়, পাখী হরিগুরু বোল বলে না
করি কি উপায়,
ও সে বাহ্য কথা বলে সদায়, পাখী তোর জঙ্গ্‌লি ভাষা
ত্যাগ হল না ॥

১৪৮ নং তাল—একতালা

শ্রীধাম ওড়াকান্দি চল যাই, এমন দিন আর হবে নারে ভাই।
এল দয়া করি, দয়াল হরি, হেরে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥

১। প্রভুর মনে অভিলাস, জগৎ ক'র্‌তে হরিদাস, হরিচন্দ্র
নামে এবার হ'য়েছে প্রকাশ,
এবার পুরা'তে ভক্তের অভিলাস, এল ক্ষীরোদের গোঁসাই ॥

২। প্রভু ব'ল্‌ছে বারে বার, ক'র সত্য অঙ্গীকার,
হরিনামটি বিনে জীবের গতি নাই রে আর,
হরিনাম ভিন্ন গতি নাই অন্য, সাক্ষী তিন কড়ি গোঁসাই ॥

৩। যত যোগী ঋষিগণ, তারা ছেড়ে যোগসাধন,
বৈষ্ণবের কুটি নাটি দিয়ে বিসর্জ্জন ;
এবার প্রেমানন্দে করে কীর্ত্তন, হরিবলে ছাড়ে হাই ॥

৪। অন্য তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান, ছাড় ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান,
প্রেমানন্দে কর হরির নামামৃত পান;
হরিপ্রেম সাগরে উঠেছে বান, আনন্দের আর সীমা নাই।

৫। গোঁসাই মহানন্দ কয় যে জন ওড়াকান্দি যায়,
গয়াকাশী দিবানিশি তারে দেখ্‌তে চায় ;
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়, দিন বয়ে যায়, অশ্বিনী
তোর ভাগ্যে নাই ॥

১৪৯ নং তাল—গড়খেমটা

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি দয়াময়।
অনন্ত না পেয়ে অন্ত (রে) নাম রা'খ্‌লেন অনন্তময়॥

১। রসবতী শ্রীমতী রমণ, প্রেম রসেতে তনু মাখা বাঁকা দুনয়ন,
মুখে মৃদু হাসি, করে বাঁশী (রে), মোহনচূড়া হেলেছে বায়॥

২। ভকত চকোর মনোমোহন, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু চারুচন্দ্রানন,
বনমালা গলে দোলে দে'খ্‌লে তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

৩। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সেই ধন, কলির শেষে বঙ্গদেশে
ক'র্‌লেন বিতরণ,
পাষণ্ড করিলে দলন, জগৎ ভাসাও প্রেম বন্যায়॥

৪। কলির জীবের বড় সৌভাগ্য, কলিযুগে প্রচারিল
হরিরনাম যজ্ঞ,
তারা তুচ্ছ করি চতুর্ব্বর্গ প্রেম রসেতে মেতে যায়॥

৫। গুরুচাঁদ সেই প্রেমের ভাণ্ডারী, গোঁসাই মহানন্দ তারকচন্দ্র
বিতরণকারী,
এবার দিচ্ছে জীবের করে ধরি, অশ্বিনী পেল না তায়॥

১৫০ নং তাল—গড়খেমটা

গুরু কি ধন চিন্‌লি না মন মানব জনম যায় বিফলে।
ও তোর প্রেম অনুরাগ ভক্তি বিবেক, হ'লো না তা
হবার কালে ॥

১। মন গুরুর সহযোগে, স্থূলের ঘর বাঁধ আগে,
প্রবর্ত্তে অনুরাগে ফেলাও মনের কপাট খুলে :
এবার যে ঘুচা'বে মনের আঁধার, ঠিক কর তায় গুরু বলে :

২। গুরু ঠিক হ'লে পরে, গিয়ে সাধকের ঘরে,
এ দেহে সাধ তারে, সদয় হবে সাধন বলে ;
হ'লে গুরু সদয় প্রেমের উদয়, দেখ্‌বি রে তোর হৃদ কমলে।

গুরুমুখের পদ্মবাক্য, হৃদপদ্মে কর ঐক্য,
এ দেহ হবে সূক্ষ্ম, কাজ কিরে তোর মোক্ষ ফলে :
গিয়ে সিদ্ধের ঘরে, পাবি তারে, অনন্ত সাগরে মিলে ॥

৪। শ্রীগুরু অনন্তময়, অনন্ত অন্ত না পায়,
যাবি সে গুরুর কৃপায়, অনন্ত সাগরে চলে ;
ও তার কাম মহাকাম হবে বিরাম, দেখ্‌বি সে রূপ দ্বিদল দলে

৫। বলে তারক রসনা, অশ্বিনী সে রস নে না,
যে রস তোর উপাসনা, গুরু দিল কর্ণমূলে ;
ও তোর সাধনের ধন, মহানন্দ, প্রাণান্তে তুই যাস্‌না ভুলে

১৫১ নং তাল—একতালা

মনা ভাই আয় না রে যাই তীর্থ ভ্রমণে।
ক'র্‌ব মনের মত তীর্থ ভ্রমণ, তীর্থ রাজ আছে গুরুর চরণে॥

১। তুমি আমি মিলিয়া দুজন, গয়া গঙ্গা তীর্থ কাশী করিব ভ্রমণ,
আছে গুরুর পদে শ্রীবৃন্দাবন, সব তীর্থ বিরাজ করে সেখানে॥

২। শুনেছি শ্রীগুরুর মুখে, ওরে সাধুসঙ্গ মহাতীর্থ চল পুলকে,
তথায় তীর্থ আছে লাখে ২, প্রেম গঙ্গা ঢেউ খেলে রাত্র দিনে॥

৩। দ্রবময়ী গঙ্গা যাহার নাম, যেতে সাধুসঙ্গ মহাতীর্থ বাঞ্ছা অবিরাম,
গেলে ভব ব্যাধি হবে আরাম, রুচি হবে হরির নাম সুধাপানে॥

৪। গুরু পদে আছে প্রেম তীর্থ, যাওয়া মাত্র এ দেহ তোর হবে পবিত্র,
শেষে পান করিবি প্রেমামৃত, হরিচাঁদ দুল্‌বে হৃদয় আঙ্গিনে॥

৫। ত্রিজগৎ কর্‌তে পবিত্র, আমার হরিচন্দ্র অবতীর্ণ ল'য়ে প্রেমতীর্থ,
বলে মহানন্দ জেনে তত্ত্ব, অশ্বিনী ঝাঁপ দে প্রেম গঙ্গাস্নানে॥

১৫২ নং তাল—একতালা

প্রেম শূন্য জীর্ণ দেহে কিবা প্রয়োজন।
যার নাই ভক্তি রতন প্রেমাস্বাদন, অকালে কালের মুখে হয় পতন ॥

১। প্রেম ভক্তি শক্তি যার আছে, ও সে সাধনের ধন
মদনমোহন বন্দী তার কাছে।
যেমন ছায়া ফেরে কায়ার পিছে, সেই মত অনুগত হরিধন ॥

২। সাক্ষী তার ব্রজ রাখালগণ, যাদের ভক্তিগুণে উচ্ছিষ্ট ফল
খেলেন কৃষ্ণধন,
বাল্যখেলার ছলে সব রাখালে, শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে ক'রলেন
আরোহণ ॥

৩। প্রেম ভক্তি এম্‌নি বলবান, তুচ্ছ রজ্জু আনি নন্দরাণী
বাঁধলেন ভগবান,
আছে নন্দ রাজা আরাক প্রমাণ, যার বাঁধা মস্তকে
বয় নীলরতন ॥

৪ আরাক প্রমাণ আছে ভাগবতে, হরি ভক্তিগুণে সারথি
হয় অর্জ্জুনের রথে,
ও সে অশ্বরজ্জু ধ'রে হাতে, যুদ্ধেতে রথ চালায় মধুসূদন ॥

৫। আনন্দে মহানন্দ কয়, ও প্রেমভক্তি ধন বিকাইতেছে
শ্রীগুরুর মেলায়,
অশ্বিনী তুই দীন দুরাশয়; মন দিয়া কিন্‌লি না ভক্তি রতন ॥

১৫৩ নং তাল—ঠুংরি

আমার নিদান দেখে ফেলে গেলিরে,
কোথায় লুকালি হরিচাঁদ পরাণ পুতলি।

১। কাঙ্গালের ধন দুখ নিবারণ, দুঃখীর পরাণ জুড়ালি,
ও তুই কোন বিচারে আমার শিরে দিলি ক্যান্ দুঃখের ডালি॥

২। ভক্তের অধীন নাম ভক্তাধীন, দয়াময় নাম ধরিলি,
আমি ভক্তিশূন্য দীন দৈন্য আমায় ক্যান্ নিদয় হ'লি॥

৩। দীনবন্ধু ভবসিন্ধু তরা'তে নাবিক হলি,
আমার নাইকো কড়ি, দীন ভিখারী কুলে ব'সে কান্দা'লি॥

৪। কাউকে রাজা কাউকে প্রজা কাউকে কাঙ্গাল সাজা'লি,
ও কারুর বুকের মাণিক কেড়ে নিয়ে দুঃখ সাগরে ভাসালি॥

৫। ডেকে বলে তারকচন্দ্র অশ্বিনী তোরে বলি,
এমন প্রেমের বাজার ভেঙ্গে গেল, কার আশায় বসে রলি॥

১৫৪ নং তাল—একতালা

আর কত কন্দাবি আমায় ওহে গুরুধন।
একবার বিনোদ বেশে, দাড়াও এসে দেখে লই জন্মের মতন॥

১। তুমি আমার সাধনের ধন, দুখ্-পাশরা নয়নতারা,
অমূল্য রতন,
আমার আর কোন ধন নাই দরদী, পূজি কেবল ঐ চরণ ॥

২। আমার মনে এই আকিঞ্চন, হৃদ কমলে বসাইয়ে
পূজিব চরণ,
আমার অনুরাগ তুলসী দিব, দিব শ্রদ্ধা রস চন্দন ॥

৩। এই ভবে এলেম কতবার, কতবার হইল গত ভ'জলেম
না একবার,
আমার এইবার যদি যায় বিফলে, ভবে বেঁচে আর কি প্রয়োজন ॥

৪। তোমায় যদি পেয়েছি এবার, প্রাণান্তে ছাড়্‌বো না
তোমায় প্রতিজ্ঞা আমার।
গুরু তুমি যদি ছাড় আমায়, আমি ছাড়্‌বো না কখন ॥

৫। কেন্দে ২ বলে অশ্বিনী, কাতরে করুণা কর হে চিন্তামনি,
তোমার দীন দয়াময় নামটী শুনি, ঐ ভরসায় নিলাম স্মরণ ॥

১৫৫ নং তাল—একতালা

তোমাকে বাসিব ভাল এই ভিক্ষা চাই।
আমায় বাস বা না বাস ভাল, তাতে কোন দুঃখ নাই ॥

১। এই ভাবনা ভাবি রাত্র দিন, তুমি হইও গহীন গঙ্গা
আমি হব মীন,
তোমার রূপ সাগরে ডুবে রব, জাগিব বাসনা নাই ॥

২। তুমি গুরু হইও শালগ্রাম, তুলসী হইয়া পদে
থা'ক্‌বো গুণধাম,
তোমার যুগল চরণ বক্ষে রেখে, যেন আমি মেঙ্গে খাই ॥

৩। কর্ম্ম পাকে যদি হই ফনী, তুমি গুরু হইও আমার
মস্তকের মণি,
তোমায় দিবানিশি রা'খ্‌বো শিরে, ভবে তোমার মত কেহ নাই ॥

৪। তুমি আমার পরাণ পুতলি, হৃদয়ে রাখিয়া মনের
ঘুচা'ব কালি,
তোমার শ্রীপাদ পদ্মে হ'য়ে অলি, যেন প্রেম মধু খাই ॥

৫। করুণস্বরে অশ্বিনী বলে, দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে
ফে'লনা ঠেলে,
গুরু তুমি আমায় উপেক্ষিলে, ভবে দিব আমি কার দোহাই ॥

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভজ হরিচন্দ্র	ভজ প্রভু হরিচন্দ্র	১	৪
জয় বৈষ্ণবদাস	জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস	৬	৮
প্রেমেরভিনয়	প্রেমের ভিয়ন	১০	১৫
প্রেমাভিনয়	প্রেম ভিয়ন	২১	১
বেচ কেনা	বেচা কেনা	২২	১১
করবে নাম	কররে নাম	২৩	১১
তাররচন্দ্র	তারকচন্দ্র	২৭	১
এমর দুর্ল্লভ	এমনদুর্ল্লভ	৩৫	১৯
যার পরাণ কাঁদে	যার জন্যে পরাণ কাঁদে	৪৯	১৩
রয় গোকুলে	বয় গোকুলে	৬৪	৬
হরিশ্চন্দ্র আমার	এলহরিশ্চন্দ্র আমার	৭০	১২
আমার সখে পল	আমার খ'সে পল	৭৮	১৪
স্বরূপের রপ	স্বরূপের রূপ	৮০	১
অরঙ্গ	তরঙ্গ	১০০	৬
লরে	লয়ে	১০২	১৫
বয়ন	বয়ান	১১৬	৩
মহাহজ্ঞের	মহাযজ্ঞের	১২৭	১
ও তার কাম	ও তোর কাম	১৬৩	১৬
কত কন্দাবি	কত কাঁন্দাবি	১৬৬	১৫

নিবেদন।

মহা মহা প্রভুর শ্রীধাম ওড়াকান্দির ভক্ত সম্প্রদায়গণকে জানান যাইতেছে যে, ৺অশ্বিনীকুমার গোস্বামী মহাত্মা ইহজগতের লীলাখেলা সন ১৩০৮ সালে ১লা আষাঢ় সমাপনান্তর মহাপ্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। গোসাইর কতকগুলি গান না পাওয়ায় তাহা প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময় মহাপ্রভু শ্রীহরি গুরুচাঁদের আজ্ঞা অনুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উল্লিখিত গানগুলি এই সংস্করণে লিপিবদ্ধ করা হইল। ইতি।

বিনীত

শ্রীনীলরতন রায়।

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান।

শ্রীল শ্রীযুক্ত সুধন্যকুমার ঠাকুর, প্রণীত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের সদ্বাক্য সংগ্রহ এবং শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন ও শ্রীহরি ভক্তের আশা উপন্যাস ১ম, ২য় খণ্ড ও শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীতের প্রাপ্তিস্থান শ্রীশ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতিপ্রসন্ন ঠাকুর, পোঃ গ্রাঃ ওড়াকান্দি (ফরিদপুর)

শ্রীযুক্ত বাবু হরিবর সরকার, সাং দুর্গাপুর, পোঃ ওলাপুর, (ফরিদপুর)
" বিপিনচন্দ্র বল, সাং কৃষ্ণপুর, পোঃ বৌলতলী,
" কুঞ্জবিহারী মলা, সাং ঘৃতকান্দি, পোঃ ওড়াকান্দি "
" পরমানন্দ রায় ও নগেন্দ্রনাথ রায়, সাং আমডিয়া পোঃ চন্দ্রদীঘলিয়া, (ফরিদপুর)
" বরদাকান্ত বিশ্বাস ও কুমারচন্দ্র বিশ্বাস, সাং আড়পাড়া পোঃ ভেড়ার হাট দোকান, (ফরিদপুর)
" রামচন্দ্র বিশ্বাস, সাং গঙ্গাচর্ণা, পোঃ মাটিভাঙ্গা (বরিশাল)
" নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং বাখাজোড়, পোঃ ভোজেরগাতী, (ফরিদপুর)

গোপালগঞ্জ, সাধনা প্রেসে মুদ্রিত।